জানুয়ারি ২০১৯ ▪ পৌষ-মাঘ ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির জয়

বাংলাদেশের অগ্রগতির ১০ বছর

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

পরিযায়ী পাখি

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

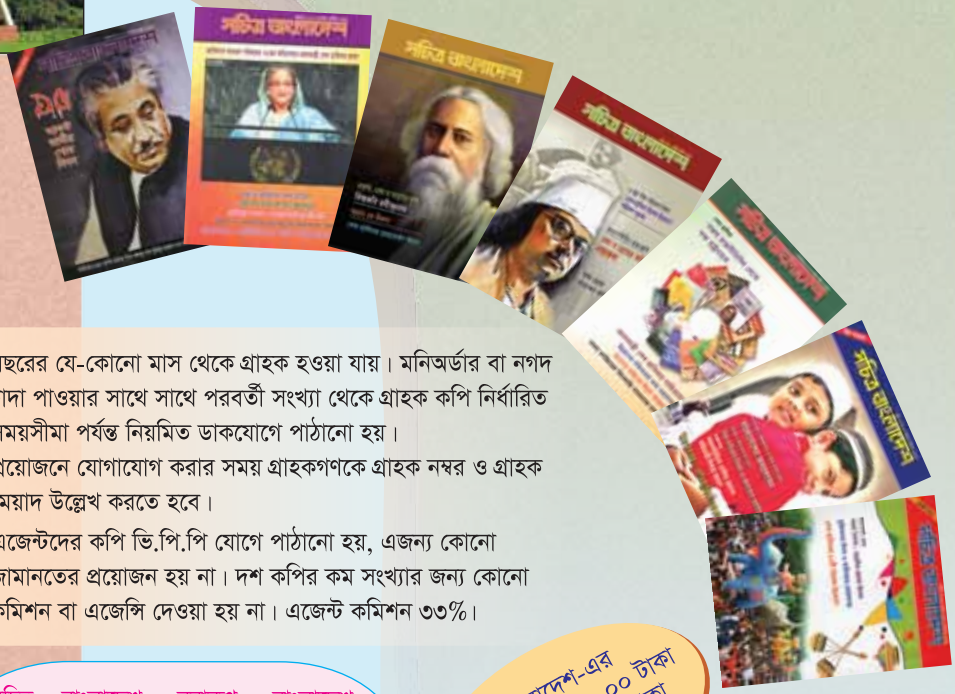

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com**
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 07, January 2019, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

জানুয়ারি ২০১৯ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪২৫

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জানুয়ারি বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শপথ বাক্য পাঠ করান–পিআইডি

সম্পাদকীয়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের পর টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। *সচিত্র বাংলাদেশ* পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে একটি ফিচার। আরো রয়েছে 'রেকর্ড গড়েছেন শেখ হাসিনা' শীর্ষক একটি নিবন্ধ।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়ন ও ডিজিটালাইজেশনের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। বিগত বছরগুলোতে নানারকম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ায় অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয়েছে গতি। সামাজিক সূচকে সাধিত হয়েছে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি। সরকারের একটানা ১০ বছরের সাফল্য নিয়ে এ সংখ্যায় মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

এই প্রতিবেদন প্রকাশে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার ও সিনিয়র তথ্য অফিসারগণ। তাদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

বাঙালি জাতির জীবনে ১০ই জানুয়ারি এক অনন্য ঐতিহাসিক দিন। ১৯৭২ সালের এই দিনটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে ভাষণ দেন। ভাষণটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি এ সংখ্যায় ছাপানো হলো।

শীতের আগমনে পরিযায়ী পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জলাশয়। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ। এছাড়া সরকার প্রধানের কালপঞ্জি, ফিরে দেখা ২০১৮, নিবন্ধ ও কবিতা দিয়ে *সচিত্র বাংলাদেশ* জানুয়ারি ২০১৯ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে। আশা করছি, এই সংখ্যাটি সবারই ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬, ৯৩৩২১২৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৪
দশই জানুয়ারি
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ৬
খালেক বিন জয়েনউদদীন
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮
স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির জয় ৮
নাজমা ইসলাম
রেকর্ড গড়েছেন শেখ হাসিনা ১১
সাদিয়া সুলতানা
বাংলাদেশের অগ্রগতির ১০ বছর ১৩
বই উৎসব সারাদেশে ৩০
মিতা খান
চার ক্ষেত্রে বিশ্বে ১ নম্বর বাংলাদেশ ৩৪
জান্নাতে রোজী
আর‍্যা বার্মাত নযাইয়্যুম ৬৫
সুফিয়া বেগম
সরকার প্রধানের কালপঞ্জি ৬৭
সুলতানা বেগম
ফিরে দেখা ২০১৮ ৭০
সাবিনা ইয়াসমিন
শেখ হাসিনার দশ বছর
দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ৭৩
মাহবুব রেজা
পরিযায়ী পাখি: অভয়ারণ্য বাংলাদেশ ৭৬
সুহৃদ সরকার
শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ক
দেয়াল ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার ৭৮
কে সি বি তপু
প্রান্তিক তরুণদের জীবন বদলে দিল
কুড়িগ্রাম ইউআইএসসি ৭৯
মো. শাহেদুল ইসলাম
বিশ্বজুড়ে জানুয়ারি: স্মরণীয় ও বরণীয় ৮০
কবিতাগুচ্ছ ৬৪
সৈয়দ শাহরিয়ার, সাদিয়া সুলতানা
গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন, শাহরিয়ার নূরী, লিলি হক

হাইলাইটস

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

দশই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

এ বছরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটি এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দলসমূহের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে ফেরার আবেগমথিত দিনটি দুটি আনন্দের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। এই নিয়ে নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৬

রেকর্ড গড়েছেন শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে বছর ১২ই জুন সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ৯ম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো, ২০১৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তৃতীয়বারের মতো এবং ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ নিয়ে নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১১

বাংলাদেশের অগ্রগতির ১০ বছর

বর্তমান সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে চতুর্থবারের মতো দায়িত্বভার গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দিনবদলের সনদ 'রূপকল্প-২০২১' এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের একটানা ১০ বছরের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেখুন, পৃষ্ঠা–১৩

ফিরে দেখা ২০১৮

আমাদের জীবন থেকে গত হলো আরো একটি বছর। বিদায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বহু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের অর্জন ছিল চোখে পড়ার মতো। বছরজুড়ে দেশে ও দেশের বাইরের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো দেখে নিই এক নজরে, পৃষ্ঠা–৭০

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

ভাষণ

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

[১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান]

আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহিদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত

হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নীচু করব না। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'। কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালির প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকুরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যার যা কাজ, ঠিকমতো করে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এই দেশে আর কোনো দুর্নীতি চলতে দেয়া হবে না। প্রায় চার লাখ বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। বাংলাভাষী নয়, এমন যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের বাঙালিদের সাথে মিশে যেতে হবে। কারো প্রতি আমার হিংসা নেই। অবাঙালিদের ওপর কেউ হাত তুলবেন না। আইন নিজের হাতে নেবেন না। অবশ্য যেসব লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরো জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দীন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন। আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি চাই আপনারা সুখে থাকুন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২–ডিএফপি (ফাইল ফটো)

আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে-কোনো দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোনো লোক মারা যায়নি। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনিও। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক–যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ইপিআর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা

তথ্যসূত্র: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

দশই জানুয়ারি

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমগ্র জীবনটাই ছিল নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্য উৎসর্গিত। তাঁর জন্মভূমির মহকুমা শহর গোপালগঞ্জ থেকেই তাঁর সংগ্রামী জীবন শুরু। তখন তিনি মথুরা নাথ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিয়া কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সংগ্রামী

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন

জীবনের অধ্যায়গুলো এভাবে সাজানো যায়: '৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের প্রথম নায়ক, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের অন্যতম নেতা, '৬৬-র ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা, '৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলের নিরঙ্কুশ বিজয়, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি করে তাঁকে করাচিতে নিয়ে যাওয়া এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির বিজয়। অতঃপর পাকি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বাহাত্তরের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে ফেরা। ১০ই জানুয়ারি তাই আমাদের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে খচিত। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি থেকে প্রতিবছর এই দিবসটি আমরা পালন করে আসছি।

এ বছরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটি এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দলসমূহের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে ফেরার আবেগমথিত দিনটি দুটি আনন্দের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে।

বাঙালি চিরকালই বীরের জাতি হওয়া সত্ত্বেও অতীতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। তবে সংগ্রাম-স্বাধীনতা চলেছে নিরন্তর। কত মহাজন এই সংগ্রাম ও আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, নেতৃত্বও দিয়েছেন, কিন্তু বাঙালির মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন ঐ মানুষটি। যাঁর মৃত্যুতেও ছিল অটলপ্রাণের স্বজনদের সাথে মহিমাময় এক দান। তবে হ্যাঁ, তিনি আশৈশব স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন স্বাধীনতা এনে দিয়ে। কিন্তু স্বপ্নের বাস্তবায়নটা দেখে যেতে পারেননি। পুরো বাস্তবায়নটা করেছেন তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা। ৪৮ বছরে বাংলাদেশের বহু অর্জন। '৭৫ থেকে '৯৬ পর্যন্ত ঐ নিষিদ্ধ কালের ২১ বছর বাদ দিলে বাঙালির অর্জনগুলোর একটা ইতিহাস হবে। সর্বশেষ আমরা বলতে পারি– আমরা সুখে আছি, মুক্ত আলোয় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল করে তুলেছি। সম্ভাবনার সকল দরজা খুলে গেছে এখন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম– ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি বাঙালির একটি আবেগমথিত দিন। এদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসেছিলেন বীরের বেশে। আর সেদিনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙালি জনগণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল। ঢাকাসহ সমগ্র দেশে খুশির ঢল নেমেছিল।

আমরা জানি, একাত্তরের পুরো দিনগুলোয় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগারে জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশে বন্দি ছিলেন। এসময় তাঁকে মেরে ফেলার জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্ত হয়। আর ১৯শে ডিসেম্বর পাকিস্তান হায়েনা জেনারেল ইয়াহিয়াকে সরিয়ে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় বসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ভুট্টো জেলখানায় ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু লন্ডন হয়ে প্রথমে দিল্লি পরে ব্রিটিশ বিমানে ঢাকা আসেন। দিল্লিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভিগিরি ও একাত্তরের মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অভ্যর্থনার জবাবে সেদিন বঙ্গবন্ধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সজল চোখে বলেন:

আমার জন্য এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশে যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী– যিনি কেবল মানুষের নয়, মানবতারও নেতা। তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশার অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমাদের দেশের মানুষেরা শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁরা কেঁদেছিল, আমাকে যখন বন্দি করে রাখা হয়েছে, তখন তাঁরা যুদ্ধ করেছিল আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে

বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে, তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি– আমার হৃদয়ে কারো জন্য কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভর বিজয় হয়েছে। জয় বাংলা।

বাংলাদেশ বেতার, আকাশবাণী ও *বিবিসি* আগেই প্রচার করেছিল বঙ্গবন্ধু ১০ তারিখে ঢাকা ফিরবেন এবং সরাসরি তাঁর প্রিয় স্থান রমনা রেসকোর্স ময়দানে একাত্তরের বিজয়ী সর্বস্তরের বাঙালি জনগণকে সালাম জানাবেন। খবর শুনে যথাসময়ে তেজগাঁ বিমান বন্দরে ছুটে গেলেন তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান, শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানের কাণ্ডারি ও সহচরবৃন্দ। ঢাকা যেদিন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। বেতারে সেদিন সরাসরি ধারাভাষ্য দিলেন শব্দ সৈনিক কামাল লোহানী। সে এক ঐতিহাসিক দৃশ্য। বিমানবন্দরে নেমে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছিলেন। রমনায়ও তাই, নৌকোশোভিত মঞ্চে উঠে জনতার উদ্দেশে হাত উঠিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি। এখানেও সেই বিমানবন্দরের প্রতিধ্বনি। বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জল চোখে নিয়ে তিনি বললেন:

আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহিদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খানের কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশে মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নাই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নীচু করব না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারত জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষে অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'তারা আমাকে হত্যা করবে'। এই হত্যার জন্যই সাজানো মামলায় তাঁকে ফাসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। এই মামলা, দণ্ডাদেশ এবং বিচারের সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা জানতে পারি *বিবিসি*তে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকারে। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টার। সাক্ষাৎকারটির কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি:

ডেভিড ফ্রস্ট: আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনল ওরা?

শেখ মুজিবুর রহমান: অভিযোগ-রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র– আরো কত কী!

ডেভিড ফ্রস্ট: আপনার পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন? আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উপায় ছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান: সরকারের তরফ থেকে গোড়ায় এক উকিল দিয়েছিল। কিন্তু আমি দেখলাম, অবস্থাটা এমনি যে, যুক্তির কোনো দাম নেই; দেখলাম, এ হচ্ছে বিচারের এক প্রহসন মাত্র, তখন আমি কোর্টে নিজে দাঁড়িয়ে বললাম: জনাব বিচারপতি, দয়া করে আমাকে সমর্থনকারী উকিল সাহেবদের যেতে বলুন। আপনারা বিলক্ষণ জানেন, এ হচ্ছে গোপন বিচার। আমি বেসামরিক লোক। আমি সামরিক কোনো লোক নই! আর এরা করছে আমার কোর্ট মার্শাল। ইয়াহিয়া খান কেবল যে প্রেসিডেন্ট, তাই নয়। তিনি প্রধান সামরিক শাসকও। এ বিচারের রায়কে অনুমোদনের কর্তা তিনি। এই আদালতকে গঠন করেছেন তিনি।

ডেভিড ফ্রস্ট: এমনকি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তখনো নাকি সে ভুট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিল? এটা কি ঠিক?

শেখ মুজিবুর রহমান: হ্যাঁ ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে কাহিনিটা বলেছিল, ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার সময়ে ইয়াহিয়া বলেছিল: 'মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সবচাইতে বড়ো ভুল হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেওয়া'।

ডেভিড ফ্রস্ট: ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল!

শেখ মুজিবুর রহমান: হ্যাঁ, ভুট্টো একথা আমায় বলে, আরো বলেছিল: 'ইয়াহিয়ার দাবি ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসি দেবে'। কিন্তু ভুট্টো তার এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

ডেভিড ফ্রস্ট: শেখ সাহেব, আজই যদি ইয়াহিয়া খানের সাথে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে, আপনি তাহলে তাকে কী বলবেন?

শেখ মুজিবুর রহমান: ইয়াহিয়া খান একটা জঘন্য খুনি। তার ছবি দেখতেও আমি রাজি নই। তার বর্বর ফৌজ দিয়ে সে আমার ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে।

শুধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসই নয়, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের আলোচনার সময় কখনোই ভুলব না একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্রদের কথা, এ যুদ্ধে ভারত, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ভুটানসহ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার কথা। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র চষে বেড়ান এবং বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানোর জন্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমনকি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে ভারত-পাক যুদ্ধ ঠেকানোর বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়াকে দিয়ে ভেটো প্রয়োগ করান। মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যের আত্মত্যাগ আমরা ভুলব না। অনুরূপভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রবর্তন দিবসে, তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনায় ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকার কথা স্মরণে রাখব। তাঁর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফসলই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে ফেরা এবং স্বাধীনতাকামী বাঙালির স্বপ্নপূরণ হওয়া।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির জয়

নাজমা ইসলাম

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। এই রেকর্ড জয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেছে ক্ষমতাসীন জোটটি। এই জয়ের ফলেই টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। জয় হলো স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিরই। বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে যাত্রা শুরু করেছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশের জনগণ নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনর্নির্বাচিত করেছে।

প্রমাণ হলো দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। এটা ছিল অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। কেন্দ্রে ভোটারদের ছিল সরব উপস্থিতি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে ভোটাররা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জানুয়ারি ২০১৯ বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান–পিআইডি

জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আসন সংখ্যা তিনশ। একটি আসনের ফল স্থগিত। আরেকটি আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে ২৭শে জানুয়ারি। ২৯৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে পেয়েছে ২৫৯টি। জোটের অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি পেয়েছে ৩টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) পেয়েছে ২টি আসন, বিকল্পধারা পেয়েছে ২টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ১টি ও তরীকত ফেডারেশন ১টি আসনে জিতেছে। মহাজোটের অন্যতম অংশীদার জাতীয় পার্টি বেশি আসন পেয়েছে। লাঙল প্রতীকে জয়ী ২০টি আসন নিয়ে আবারো সংসদের বিরোধীদলের আসনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দল জাতীয় পার্টি (জাপা) রয়েছে।

এই ভোটের ফলাফলে নৌকার অভাবনীয় জয়ের বিপরীতে ভরাডুবি হয়েছে বিএনপির। বিএনপি ৫টি আর গণফোরাম জিতেছে ২টি। সব মিলিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭টি। স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছে ৩টি আসনে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৬টি আসনে ইভিএমে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। ইভিএমে গড় ভোট পড়েছে ৪৫ দশমিক ৮২ শতাংশ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা ৩১শে ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, '৮০ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেছে। ভোট গ্রহণ হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে।'

শপথ নিলেন ২৮৯ জন এমপি

৩রা জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করেন একাদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত ২৮৯ জন সংসদ সদস্য। এ সময় তাঁরা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন। সংবিধান ও কার্য প্রণালিবিধি অনুযায়ী দশম সংসদের স্পিকার হিসেবে নিজেই শপথ গ্রহণ করেন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং শপথপত্রে স্বাক্ষর করেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শপথ নেন একাদশ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা। পরে মহাজোটের বিভিন্ন দলের এমপি ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা শপথ নেন। উল্লেখ্য, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যফ্রন্টের ৭ জন এমপি শপথ নেননি।

৬ই জানুয়ারি হুইল চেয়ারে সংসদ ভবনে এসে একাদশ জাতীয় সংসদের এমপি হিসেবে শপথ নেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। রংপুর-৩ আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন এরশাদ।

শপথ গ্রহণের পর হুইল চেয়ারে বসেই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সরাসরি সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার কার্যালয়ে যান এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এরশাদ ৩রা জানুয়ারি শপথ নিতে পারেননি তবে ঐ দিন জাতীয় পার্টির (জাপা) অন্যান্য সংসদ সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। এরশাদ জানান, একাদশ জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টি প্রধান বিরোধী ভূমিকা পালন করবে এবং সরকারের কোনো মন্ত্রিত্ব নেবে না। এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এরশাদ বলেন, জাতীয় পার্টি বিরোধীদল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রেখে সংসদকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করবে।

শেখ হাসিনা সংসদ নেতা নির্বাচিত

৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠকে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা সংসদ নেতা নির্বাচিত হন। পরে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনাকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানান। এই জয়ের ফলে তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা।

নতুন মন্ত্রিসভার শপথ

৭ই জানুয়ারি নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নেন। এরমধ্যে ২৪ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ১৯ জন ও উপমন্ত্রী ৩ জন। একঝাঁক নবীন-প্রবীণ মন্ত্রী নিয়ে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুস্তর পথে যাত্রা শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। এবারের মন্ত্রিসভায় ২৭ জনই নতুন মুখ। বাদ পড়েছেন দল ও জোটের অভিজ্ঞ মন্ত্রীরা। মন্ত্রী পরিষদে অধিকাংশ নতুন মন্ত্রী হওয়ায় এটিকে সাহসী সিদ্ধান্ত ও চমক হিসেবে দেখছেন অনেকেই। প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন দলের কয়েকজন তরুণ নেতা, এবার তারা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী হয়েছেন।

বঙ্গভবনে বিকেল ৩টায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাদের শপথ পড়ান। সিনিয়র মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার কারণ নিয়ে শুরু হয় নানা বিশ্লেষণ। প্রচলিত প্রথা ভেঙে আগের দিন বিকেলে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম। উল্লেখ্য, শপথের আগে এভাবে সংবাদ সম্মেলন করে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম আগে কখনো ঘোষণা করা হয়নি।

ফুলেল শুভেচ্ছা

মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান এবং এমপিদের শপথ অনুষ্ঠান ছিল প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। শপথ পাঠ করানোর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এরপর সিনিয়র-জুনিয়র অনেক সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফুলের তোড়া ও ফুলের নৌকা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

পূর্বের মন্ত্রিত্ব বহাল রয়েছে যাঁদের

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আনিসুল হক, আ.হ.ম মুস্তফা কামাল, এম এ মান্নান, নুরুজ্জামান আহমেদ, নসরুল হামিদ, মো. শাহরিয়ার আলম, জুনাইদ আহমেদ পলক। এই মন্ত্রিসভায় তিন জন টেকনোক্র্যাট হিসেবে স্থান পেয়েছেন, তাঁরা হলেন– স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মোস্তাফা জব্বার ও শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, এদের মধ্যে প্রথম দুই জন পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভায় ছিলেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু থেকে দুই মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভায় রাখা হয়েছে, তাঁরা হলেন সাধন চন্দ্র মজুমদার (মন্ত্রী) এবং স্বপন ভট্টাচার্য (প্রতিমন্ত্রী)।

তিন জন নারী মন্ত্রী হয়েছেন

ডা. দীপু মনি–মন্ত্রী, মন্নুজান সুফিয়ান–প্রতিমন্ত্রী এবং হাবিবুন নাহার–উপমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন।

প্রথম এমপি হয়েই যাঁরা মন্ত্রী হলেন

জীবনে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েই মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন বেশ কয়েকজন। এরমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া ড. এ কে আবদুল মোমেন। ড. এ কে আবদুল মোমেন দুই মেয়াদে জাতিসংঘের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। ড. এ কে আবদুল মোমেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের ছোটো ভাই। তিনি সিলেট-১ আসন থেকে এবারই প্রথম এমপি নির্বাচিত হন। বরিশাল-৫ আসন থেকে নির্বাচন করে জয়ী হয়ে আসা কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক শামীম প্রথমবারেই প্রতিমন্ত্রী হন। একই মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পান এ কে এম এনামুল হক শামীম। তিনি শরিয়তপুর-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম-৯ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন।

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় এবার নতুনদের ছড়াছড়ি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হয়েছেন বাগেরহাট-৩ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুন নাহার। তিনি খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেকের সহধর্মিণী।

অভিজ্ঞ যেসব মন্ত্রী বাদ পড়েছেন

সরকারি দলের প্রবীণ নেতারাও নতুন মন্ত্রিসভার তালিকায় নেই। আগের মন্ত্রিসভার ৩৪ জন মন্ত্রী বাদ পড়লেও ৫ জন প্রতিমন্ত্রী পদোন্নতি পেয়ে হয়েছেন পূর্ণমন্ত্রী এবং ৩ জন একই দায়িত্বে থেকে যাচ্ছেন। বিদায়ী মন্ত্রিসভায় হেভিওয়েট মন্ত্রীদের মধ্যে আবুল মাল আবদুল মুহিত, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, শাহজাহান খান, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ও আসাদুজ্জামান নূর সহ প্রায় সব অভিজ্ঞ নেতাই নতুন মন্ত্রিসভা

মন্ত্রণালয় বণ্টন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পূর্ণ এখতিয়ারে থাকছে– মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রিগণ

ওবায়দুল কাদের–সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক–মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ড. মো. আবদুর রাজ্জাক–কৃষি মন্ত্রণালয়
আসাদুজ্জামান খান কামাল–স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ড. মো. হাছান মাহমুদ–তথ্য মন্ত্রণালয়
আনিসুল হক–আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়
আ.হ.ম মুস্তফা কামাল–অর্থ মন্ত্রণালয়
মো. তাজুল ইসলাম–স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
ড. এ. কে আবদুল মোমেন–পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ডা. দীপু মনি–শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ইয়াফেস ওসমান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
মোস্তাফা জব্বার–ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
এম এ মান্নান–পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শ ম রেজাউল করিম–গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
মো. শাহাব উদ্দিন–পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
টিপু মুনশি–বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
নুরুজ্জামান আহমেদ–সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
নুরুল ইসলাম সুজন–রেলপথ মন্ত্রণালয়
নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন–শিল্প মন্ত্রণালয়
গোলাম দস্তগীর গাজী–বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
জাহিদ মালেক–স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বীর বাহাদুর উশৈসিং–পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সাইফুজ্জামান চৌধুরী– ভূমি মন্ত্রণালয়
সাধন চন্দ্র মজুমদার– খাদ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ গত ৭ই জানুয়ারি ২০১৯ বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রীদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান–পিআইডি

থেকে বাদ পড়েছেন। ১৪ দলের দলীয় জোট শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, জাতীয় পার্টির (জেপি) সভাপতি আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকেও নতুন মন্ত্রিসভায় রাখা হয়নি। দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল

প্রতিমন্ত্রিগণ

কামাল আহমেদ মজুমদার–শিল্প মন্ত্রণালয়
ইমরান আহমদ–প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মো. জাহিদ আহসান রাসেল–যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
নসরুল হামিদ–বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
মো. আশরাফ আলী খান খসরু–মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মন্নুজান সুফিয়ান–শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী–নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
মো. জাকির হোসেন–প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
মো. শাহরিয়ার আলম–পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জুনাইদ আহমেদ পলক–তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ফরহাদ হোসেন–জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
স্বপন ভট্টাচার্য– স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক–পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
মো. মুরাদ হাসান–স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শরীফ আহমেদ–সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
কে এম খালিদ–সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ডা. মো. এনামুর রহমান–দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
মো. মাহবুব আলী–বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
শেখ মো. আবদুল্লাহ–ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

উপমন্ত্রিগণ

হাবিবুন নাহার–পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এ কে এম এনামুল হক শামীম–পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল–শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জাতীয় পার্টি আগেই বিরোধীদলে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আলোচিত ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজিবুল হক চুন্নু সংগতকারণেই বাদ পড়েছেন নতুন মন্ত্রিসভা থেকে। এক মেয়াদ পর মন্ত্রিসভায় ফিরেছেন– ড. মো. আবদুর রাজ্জাক, ডা. দীপু মনি, ড. মো. হাছান মাহমুদ ও মন্নুজান সুফিয়ান।

সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৪ জনকে মনোনয়ন

জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৪ জনকে মনোনয়ন দিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তাঁরা হলেন–পারভীন ওসমান (নারায়ণগঞ্জ), ডা. শাহীনা আক্তার (কুড়িগ্রাম), নাজমা আক্তার (ফেনী), মনিকা আলম (ঝিনাইদহ)। মনোনয়নপত্র স্বাক্ষরের পর জাতীয় সংসদের স্পিকার বরাবর পাঠানো হয়।

এবার দৌড়ঝাঁপ সংরক্ষিত নারী আসনে

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি। সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি পদ পাবার জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে অনেকেই তৎপর। সংরক্ষিত নারী এমপিদের প্রায় সবাই এবারও পদ ধরে রাখতে জোর লবিং শুরু করেছেন। পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দল ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নারী নেত্রীরাও এই পদে আসতে চাইছেন। দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী নারীরা নানাভাবে যোগাযোগ রক্ষা করছেন আওয়ামী লীগের নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে। এছাড়া চলচ্চিত্র, সংগীত ও নাট্যজগতের নামিদামি তারকাসহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তি এবং অন্যান্য পেশার নারীরাও নারী এমপি পদে মনোনয়ন চাইছেন। তবে গত সংসদগুলোতে সংরক্ষিত নারী এমপি পদে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা এবার দলের মনোনয়ন পাবেন না বলে নিজের নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রথম অধিবেশন ৩০শে জানুয়ারি

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ৩০শে জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ৯ই জানুয়ারি এই অধিবেশন আহ্বান করেন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশনের শুরুতে একাদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবার পর রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

রেকর্ড গড়েছেন শেখ হাসিনা

সাদিয়া সুলতানা

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের ৪৭ বছরের ইতিহাসে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পর পর তিনবার এবং এ পর্যন্ত মোট চারবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করেছেন তিনি। চতুর্থবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৭ই জানুয়ারি বিকেলে বঙ্গভবনে শপথ নেবার মাধ্যমে এক অনন্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন তিনি। বিশ্বে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কেড়েছেন। লক্ষ্য ঠিক রেখে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি দেশকে জাদুমন্ত্রের মতো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দক্ষতা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকে। দুনিয়ার প্রভাবশালী সব রাষ্ট্রই একবাক্যে বলছে, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত টানা ১০ বছর শেখ হাসিনার অনবদ্য নেতৃত্ব বাংলাদেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার। সে লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে তিনি বদলে দেবেন বাংলাদেশকে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'ভিশন-২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ আর ২০৪১ সালে হবে উন্নত দেশ। এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে ডিসেম্বর গণভবনে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে বছর ১২ই জুন সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাঁর দল আওয়ামী লীগ পরাজয় বরণ করেন। তখন শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে বিএনপি জামায়াত সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে জটিলতা সৃষ্টি করলে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। প্রায় ২ বছর ক্ষমতায় থাকে। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ৯ম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ১২ই জানুয়ারি শেখ হাসিনা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৮৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩টি সংসদীয় আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সে সময় তিনি বিরোধী দলের নেতা হিসেবে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৬ সালের পরেই দেশে সামরিক আইন প্রত্যাহার হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯০ সালের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং আন্দোলনের মুখে ৬ই ডিসেম্বর এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়।

জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় শেখ হাসিনা সব সময়ই আপোশহীন। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সরকার ১৯৭১ সালে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের আওতায় স্থাপিত ট্রাইবুনাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছে এবং রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শেখ হাসিনা। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের একজন সদস্য এবং রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই শেখ হাসিনা সকল গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটোবোন শেখ রেহানা সে সময় পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় বেঁচে যান। পরবর্তীতে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে ৬ বছর ভারতে অবস্থান করেন। ১৯৮০ সালে তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। ছয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জানুয়ারি ২০১৯ বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শপথ বাক্য পাঠ করান–পিআইডি

বছরের নির্বাসিত জীবন শেষ করে অবশেষে তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পরপরই তিনি শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন। তাঁকে বারে বারে কারাগারে অন্তরিন করা হয়। তাঁকে হত্যার জন্য কমপক্ষে ১৯ বার সশস্ত্র হামলা করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার তাঁকে আটক করে ১৫ দিন অন্তরিন রাখে। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি এবং নভেম্বর মাসে তাকে দুইবার গৃহবন্দি করা হয়।

১৯৮৫ সালের ২রা মার্চ তাঁকে আটক করে প্রায় ৩ মাস গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে তিনি ১৫ দিন গৃহবন্দি ছিলেন। ১৯৮৭ সালে ১১ই নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে একমাস অন্তরিন রাখা হয়। ১৯৮৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা গ্রেফতার হয়ে গৃহবন্দি হন। ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু ভবনে অন্তরিন করা হয়। ২০০৭ সালের ১৬ই জুলাই সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে সংসদ ভবন চত্বর সাবজেলে পাঠায়। প্রায় ১ বছর পর ২০০৮ সালের ১১ই জুন তিনি মুক্তিলাভ করেন।

২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এক জনসভায় গ্রেনেড হামলায় শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পেলেও আইভি রহমানসহ তাঁর দলের ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত হন।

শেখ হাসিনার শাসনামলে আর্থসামাজিক খাতে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শেখ হাসিনা সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলো ছিল– ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা নদীর পানি চুক্তি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ এবং খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ভূমিহীন, দুস্থ মানুষদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি চালু করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– দুস্থ মহিলা ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্কদের জন্য শান্তিনিবাস, আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

২০০৯-২০১৩ মেয়াদে শেখ হাসিনা সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে– বিদ্যুৎ খাতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন, ৫ কোটি মানুষকে মধ্যবিত্তে উন্নীতকরণ, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সামুদ্রিক জলসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি, প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কৃষকদের জন্য কৃষিকার্ড, ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, বিনা জামানতে বর্গাচাষিদের ঋণ প্রদান, চিকিৎসা সেবার জন্য বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দারিদ্র্যের হার হ্রাস এবং জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনার শান্তির মডেল গ্রহণ।

২০১৪ সালের পর এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলোর মধ্যে রয়েছে– বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের চেষ্টা, ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক স্থল সীমানা চুক্তির অনুমোদন এবং দুই দেশের মধ্যে ৬৮ বছরের সীমানা বিরোধের অবসান, বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ বৃদ্ধি, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন শুরু। শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিশ্বের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন ডিগ্রি ও পুরস্কার প্রদান করে।

শেখ হাসিনা কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– *শেখ মুজিব আমার পিতা*, *ওরা টোকাই কেন?*, *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম*, *দারিদ্র্য বিমোচন কিছু ভাবনা*, *আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম*, *আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি*, *সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র*, *সাদাকালো*, *সবুজ মাঠ পেরিয়ে*, *Miles to Go*, *The Quest for Vision 2021* (two volumes)।

শেখ হাসিনা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভাপতি। তিনি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে বিশ্বাসী এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রযুক্তি, রান্না, সংগীত ও বই পড়ার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম ওয়াজেদ মিয়া ২০০৯ সালের ৯ই মে ইন্তেকাল করেন। শেখ হাসিনার পুত্র সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয় একজন তথ্যপ্রযুক্তি বিশারদ। তাঁর একমাত্র কন্যা সায়মা হোসেন ওয়াজেদ একজন মনোবিজ্ঞানী এবং তিনি অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাতিনাতনির সংখ্যা ৭ জন।

শত বাধাবিপত্তি এবং হত্যার হুমকিসহ নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে শেখ হাসিনা ভাত-ভোট এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য অবিচল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের অগ্রগতির ১০ বছর

বর্তমান সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে চতুর্থবারের মতো দায়িত্বভার গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দিনবদলের সনদ-'রূপকল্প-২০২১' এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রূপকল্প-২০৪১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও ১০টি অর্থনৈতিক মেগা প্রকল্প উন্নয়নের গতিধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দুই মেয়াদে একটানা ১০ বছরে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বিগত ১০ বছরে এমডিজি ও এসডিজি বাস্তবে রূপ দেওয়ার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ বেশ প্রসংসিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের একটানা ১০ বছরের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

❑ সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বাস্তবায়নাধীন বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি ১১০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৫০০টি বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ গত ৪টি অর্থবছরে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ২,০৪৭ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মোট ৫ কোটি টাকার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

❑ দেশের ৪৬টি উপজেলায় ৪৬টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বৃহৎ আকারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ কমলগঞ্জ ও রায়গঞ্জের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য ২টি মিনিবাস প্রদান করা হয়েছে।

❑ ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৯ মাসে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১২৮২টি শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

❑ পিপিপি-এর আওতায় ১৪৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং হাইটেক পার্ক কালিয়াকৈর ব্লক ২, ৩ ও ৫ প্রকল্প দুইটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরুর জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ পিপিপি কর্তৃপক্ষের পাইপ লাইনে বাস্তবায়নাধীন ৪৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ পিপিপি প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের সরকারি আর্থিক সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে Guideline for Viabilitz Gap Fund (VGF) for PPP, 2012 এবং Guideline for PPPTAF, 2012 Scheme for PPPTAF, 2012 অর্থ বিভাগ থেকে জারি করা হয়েছে। পিপিপি আইন, ২০১৫-এর গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬,১২২.০৭ কোটি টাকার ৯,৬৩৩টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ৪২,৮০৫.৩২ কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদান ছাড় করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট-এর মাধ্যমে সরকারের ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে, বছর শেষে মন্ত্রণালয়/বিভাগের অর্জনকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

❑ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে SDG'র ১৬৯টি লক্ষ্যের আলোকে কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

❑ উদ্ভাবনী উপায়ের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ পরিবেশবান্ধব কোরবানি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সমাহিতকরণকালে সরকারি অনুদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

❑ সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন।

❑ পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

❑ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত আশ্রয়ণ ২ প্রকল্প-এর মাধ্যমে ১৩৮৩.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৫০০টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৪৭,১০০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। ৩৪,০০০ পুনর্বাসিত পরিবারকে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ও তাদের মধ্যে ৪৯.৯০ কোটি ঋণ প্রদান করা হয়।

❑ নিজ জমিতে গৃহহীন ২৭,০০০ পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

❑ কক্সবাজার জেলার খুরুস্কুল মৌজায় সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ কর্তৃক ২০টি ৫তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। আরো ৩০টি ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদানের কার্যক্রম চলমান। বাকখালী নদীর তীরে জলবায়ু উদ্বাস্তুর (প্রায় ৬ হাজার) জন্য সর্ববৃহৎ আবাসন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। সেখানে আধুনিক শুটকিমহাল, পর্যটন জোন এবং সুউচ্চ শেখ হাসিনা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে।

❑ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচরে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১ লক্ষ মিয়ানমারের নাগরিকদের ২৩১২.১৫৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাসন এবং নিরাপত্তাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

❑ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে ডিজিটাইজ ব্যবস্থা চালু।

❑ বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৪০৬টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ২ হাজার ৬৮৩টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ২ হাজার ৫৮২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৯৩.৮৪ শতাংশ।

❑ ২২১টি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ৮১টি নীতিমালা, কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

❑ বিভিন্ন দপ্তরে ৭৬৭টি নতুন পদ সৃজন করা হয়। নবসৃষ্ট 'সালথা' উপজেলার জন্য ৩ ক্যাটাগরির তিনটি নতুন পদ সৃজন।

❑ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

❑ সৌদি প্রিন্স আল ওয়ালিদ বিন তালাল বিন আবদুল আজিজ আল সৌদকে ১০ই জুন ২০১২-এ 'বাংলাদেশ মৈত্রী' পদক প্রদান করা হয়।

❑ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৬ জন সম্মানিত বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং ৩১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১২টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ গঠন করা হয়।

❑ দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং জনগণকে রেলপথে যাতায়াতে যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে পুনর্গঠন করে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন এবং কার্যতালিকা নির্ধারণ করা হয়।

❑ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়-এর নাম পরিবর্তন করে 'সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়' এবং এর আওতাধীন সড়ক বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ' করা হয়।

❑ Ministry of Science and Information & Communication Technology-এর অধীনে Science & Technology Division এবং Information & Communication Technology Division নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং কার্যবণ্টন করা হয়।

❑ সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় সময়োচিতভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে Science & Technology Division এবং Information & Communication Technology Division-কে পুনর্গঠন করে Ministry of Science and Technology এবং Ministry of Information and Communication Technology গঠন এবং কার্যতালিকা নির্ধারণ করা হয়।

❑ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে (ক) খাদ্য বিভাগ এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং কার্যবণ্টন নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিভাগ দুটিকে যথাক্রমে (১) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়।

❑ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে (ক) আইন ও বিচার বিভাগ এবং (খ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং কার্যবণ্টন নির্ধারণ করা হয়।

❑ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গঠন এবং কার্যবণ্টন নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' নামকরণ এবং কার্যতালিকা সংশোধন করা হয়।

❑ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিসংখ্যান বিভাগ গঠন এবং কার্যবণ্টন নির্ধারণ করা হয় । পরবর্তী পর্যায়ে পরিসংখ্যান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ' (Statistics and Informatics Division) নামকরণ করা হয় এবং কার্যতালিকা সংশোধন করা হয়।

❑ 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়'-কে একীভূত করে 'ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' পুনর্গঠন করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং বিভাগ দুটির কার্যতালিকা নির্ধারণ করা হয়।

❑ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাঠপ্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়।

❑ নাটোরের উত্তরা গণভবন জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

❑ অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ প্রণয়ন। এর তফসিলে ৯৭টি আইন সংযোজন করা হয়। মোবাইল কোর্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন আইনে ৫,৭০৮ জন বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

❑ মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে বিচারিকসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম চালু করা হয়। সকল জেলায় ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

❑ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২৫,০০০ সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটের সমন্বয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম জাতীয় তথ্য বাতায়ন নির্মিত হয়, যা ২০১৫ সালে WSIS (The World Summit on the Information Society) পুরস্কারে ভূষিত হয়।

❑ সেবা কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়।

❑ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সারাদেশের ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন, ৩২৫টি পৌরসভা ও বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে ৪০৭টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়।

❑ সরকারি দপ্তরসমূহে সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নাগরিকগণের সাথে সেবা প্রদানকারীর সরাসরি ও উন্মুক্ত যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৬' জারি করা হয়।

❑ 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব কেবিনেট ডিভিশন' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। দুর্নীতি বিরোধী একটি ব্যবহারিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' গ্রহণ করা হয়।

❑ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের 'শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়।

❑ Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (www.grs.gov.bd) চালু করা হয়।

❑ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি হিসেবে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) প্রণয়ন করা হয়। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ফরম্যাটের বিভিন্ন কলাম পূরণের সুবিধার্থে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

❑ ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। সব সরকারি অফিসে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১০ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয় এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

❑ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের ৬৪ জেলায় জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জেলা ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

❑ বিপিএটিসির আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ভবন সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❑ কুমিল্লা সার্কিট হাউজের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৭টি জেলায় সার্কিট হাউজের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে।

২৩শে জুলাই ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে 'জনপ্রশাসন পদক-২০১৮' প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ–পিআইডি

❑ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ রংপুর বিভাগে নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করে এই বিভাগের কমিশনারের কার্যালয়সহ ১১টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় কার্যালয় একই ভবনে স্থাপন করা হবে।

❑ গণকর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট উন্নত ও আধুনিক সকল সুবিধা সংবলিত ১৬তলা ভিত্তির উপর নতুন ভবনে ৪তলা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল সরকারি আদেশ অনলাইনে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তরের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৫০৪,৮৬৫টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

❑ ৯টি বিসিএস (২৮তম থেকে ৩৬তম পর্যন্ত) পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ২৪,৩৮০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৩৭তম বিসিএসে ১,৩১৪ জনকে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

❑ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ১০,২৪৪ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ৮,১৬৩ জন স্বল্পমেয়াদি এবং ২,০৮১ জন দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ ডিপ্লোমা/মাস্টার্স/পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

❑ ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সচিব পদে ১৮২ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৮৩৯ জন, যুগ্মসচিব পদে ১,০৯৮ জন, উপসচিব পদে ১,৭৪০ জন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদে ১৪০৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান। এছাড়াও অন্যান্য ক্যাডারের গ্রেড-১ পদে ৯৩ জন, গ্রেড-২ পদে ৩৮৯ জন, গ্রেড-৩ পদে ১,৪৩৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

❑ 'জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর ২৩শে জুলাই জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ১,২৪২টি পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

❑ বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে আট লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

❑ গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স উনষাট বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়

❑ বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে চলমান সংকট এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদ্ভূত নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও যথোপযুক্ত রাজস্বনীতি ও সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রয়েছে।

❑ গত দশ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৬.৪৩ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। এছাড়া, মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫১ মার্কিন ডলার, রিজার্ভ প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, রেমিট্যান্স প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

❑ গত দশ বছরে বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫ গুণ বা ৪৯৪ শতাংশ (অর্থবছর ২০০৮-২০০৯-এর তুলনায়)।

❑ ৫ (পাঁচ) টাকার নোটকে সরকারি টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।

❑ ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশ ও অতি দারিদ্র্যের হার ১১ শতাংশে নেমে এসেছে।

❑ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ বা স্বল্পোন্নত দেশের সারি থেকে উত্তরণ করে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

❑ সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি।

❑ অর্থ বিভাগে পিপিপি ইউনিট স্থাপন PPTAF Fund নামক ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন।

❑ (Bangladesh Public Private Partnership (PPP) Act প্রণয়ন।

❑ Financial Reporting Act প্রণয়ন।

❑ অন-লাইনে সরকারি কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ ও বেতন বিল দাখিল এবং ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইফটি) পদ্ধতিতে বেতন প্রণয়ন।

❑ পেনশনারদের ডাটাবেজ তৈরি এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান।

❑ সরকারি খাতে অর্থ জমাদানের জন্য অনলাইন ই-চালান পদ্ধতি প্রবর্তন।

❑ (Integrated Budget and Accpunting System (iBAS++) নামক ইন্টারনেট ভিত্তিক, কেন্দ্রীভূত ও অত্যাধুনিক সিস্টেম চালুকরণ।

❑ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ এবং জি-টু-পি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের পছন্দমতো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা মোবাইল হিসাব ইএফটির মাধ্যমে সরাসরি ভাতা প্রদান।

❑ সকল বেতন গ্রেডে মূল বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা এবং মূল বেতনের ৩.৭৫% থেকে ৫% হারে ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান।

❑ সকল কর্মচারীর জন্য আহরিত মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা চালুকরণ।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক সহায়তায় অর্জিত মোট প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ১৪,৬১২.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত বৈদেশিক সহায়তায় কমিটমেন্টের মোট পরিমাণ ৭০,২৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; অর্থাৎ প্রতি অর্থবছরে গড়ে প্রায় ৭,৮১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক সহায়তায় ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণ ৬২৯০.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল) যা স্বাধীনতার পরে সর্বাধিক।

❑ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত বৈদেশিক সহায়তায় ছাড়ের ডিসবার্সমেন্টের মোট পরিমাণ ২৮,৬০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; অর্থাৎ প্রতি অর্থবছরে গড়ে প্রায় ৩,১৭৮ মিলিয়ন ডিসবার্সমেন্ট অর্জিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ৭ই জুন ২০১৮ জাতীয় সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত–পিআইডি

❑ কর্মচারীদের অবসরকালে অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাসের ছুটি নগদায়নের স্থলে ১৮ মাসের ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রদান এবং আনুতোষিকের হার প্রতি ১ (এক) টাকার বিপরীতে ২০০/- টাকার স্থলে ২৩০/- টাকায় উন্নীতকরণ।

❑ শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী সন্তানকে আজীবন এবং বিপত্নীক স্বামীকে সর্বাধিক ১৫ বছর পারিবারিক পেনশন সুবিধা এবং মাসিক চিকিৎসা ভাতা ও বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা প্রদান।

❑ পেনশনযোগ্য চাকরিকাল ১০-২৫ বছর এর স্থলে ৫-২৫ নির্ধারণ এবং পেনশনের হার সর্বশেষ আহরিত বেতনের ৮০ শতাংশের পরিবর্তে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ।

❑ সরকারি পেনশন এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য মাসিক পেনশনের ৫ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট চালুকরণ।

❑ সামরিকবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পারিবারিক পেনশন ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে বেসামরিক কর্মচারীদের ন্যায় শতভাগ উন্নীতকরণ।

❑ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন।

❑ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১,৭১,৬৫৬.৪৪ কোটি টাকা; গত দশ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৮.১৯% এবং গড় প্রবৃদ্ধি ১৭.১৫%; জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর ও ভিজিপির অনুপাত ৯.৪৬% এ উন্নীতকরণ; গত দশ বছরের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ৬ বার।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তায় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫২,০৫০ কোটি টাকা, যা মোট আরএডিপি আকারের ৩৬%।

❑ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তায় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২১৭,০৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি অর্থবছরে গড়ে প্রায় ২৪,১১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বীমা আইন ২০১০, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন এবং এশিয়ান রি-ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন আইন ২০১৩ জারিসহ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট ও ১০টি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ করদাতাগণ যেন অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন ও অর্থ পরিশোধ করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

❑ মূল্যসংযোজন কর বিষয়ে অধিকরতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে (E-learning I VAT Line) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ভ্যাট বিষয়ক যে-কোনো প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানের জন্য ১৬৫৫৫ নম্বরে কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ করদাতাদের সচেতন ও রাজস্ববান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় করদাতাদের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ভ্যাট দিবস ও জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

❑ বিগত দশ বছরে করদাতা সেবা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

❑ ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪০টি একনকে সভায় সর্বমোট ১১৭২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

❑ প্রকল্পগুলোর সর্বমোট প্রাক্কলতি ব্যয় ১৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা।

❑ ১০ বছরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে ১৭ লাখ ৮২ হাজার ৯০৪ কোটি টাকার।

❑ ২০০১-২০০৮ মেয়াদের তুলনায় ২০০৯-১৮ মেয়াদে ADP-এর আকার প্রায় পাঁচগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ আর্থসামাজিক বিষয়ের ওপর গবেষণার জন্য পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক ২০০৯-২০১৭ মেয়াদে ৪৬৬ জন গবেষককে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

❑ জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র-২ (সংশোধিত) ২০০৯-১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

❑ ২০১৫ উত্তর উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়ন এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) প্রণয়ন।

❑ একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যানের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

❑ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ।

❑ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের (এসডিজি) প্রায় ৮২% সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

❑ Mapping of Ministries by Targets in the inplementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan প্রণয়ন ও প্রকাশ।

❑ Date Gap Analysis for Sustainable Development Goals Bangladesh Perspective প্রণয়ন ও প্রকাশ।

❑ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্র প্রকাশ। এবং সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা এবং কর্মকৌশল ২০১৭ (প্রথম সংস্করণ) প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে থাকা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন যাতে নির্বিঘ্নে হয় সেজন্য যুক্ত করা হয়েছে ফার্স্ট ট্রাক। ফার্স্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্পগুলো হচ্ছে- পদ্মাসেতু, পদ্ম সেতুতে রেল সংযোগ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামু-মিয়ানমারের কাছে ঘুনধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প।

তথ্য মন্ত্রণালয়

❑ বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনায় এসে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশনের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে টেলিভিশনকে বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে।

❑ তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য জানার অধিকার সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

❑ বর্তমান সরকার গঠিত বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা ভাতা/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, জাতীয় সংসদ কার্যক্রম, কৃষি, শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, নামে একটি পৃথক চ্যানেল চালু করা হয়েছে।

❑ বেসরকারি ৪৪টি চ্যানেলের মধ্যে বর্তমানে মোট ৩০টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

❑ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার জন্য ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৭টি চালু রয়েছে।

❑ বেসরকারি মালিকানায় এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই নীতিমালার আওতায় বর্তমান সরকারের সময়ে ২৪টি এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ২২টি চালু রয়েছে।

❑ চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৩রা এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে।

❑ বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণে সহযোগিতা প্রদানের জন্য 'পি-ফিল্ম মঞ্জুরী নীতিমালা ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ প্রতি অর্থবছরে ২টি করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে মোট ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা এবং ১টি চলচ্চিত্র (প্রামাণ্যচিত্র) কে ৪০,০০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ) টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে মোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

❑ সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যমানের আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ রাজধানীর আগারগাঁও অঞ্চলে বিশ্বমানের 'ফিল্ম আর্কাইভ ভবন' নির্মাণ করেছে।

❑ সংবাদপত্রকে সেবা শিল্প খাত হিসেবে ঘোষণা। সাংবাদিকদের ৫% কোটা বরাদ্দ দিয়ে প্লট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❑ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❑ সন্ত্রাস, নাশকতা, জঙ্গিবাদ-বিরোধী জনমত গঠনের লক্ষ্যে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ৭টি বিভাগে সুধী সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠানসহ জেলা তথ্য অফিসসমূহের উদ্যোগে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিটিভি সদর দপ্তর ভবন' নির্মাণ বাস্তবায়ন এবং ৫৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনসহ চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডের অনুষ্ঠান ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে IPTV এবং Web TV-এর মাধ্যমে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে।

আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রে বাংলাদেশ বেতারের 'হীরক জয়ন্তী ২০১৪' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সম্মাননাপ্রাপ্ত শব্দসৈনিকদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

❑ বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি বুলেটিন ইশারা ভাষায় উপস্থাপিত হচ্ছে।

❑ বাংলাদেশ বেতারের প্রতিদিন সম্প্রচার সময় ২৪০ ঘণ্টা থেকে ৩৮৫ ঘণ্টায় উন্নীত করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ বেতারের শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

❑ ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ধামরাইস্থ পুরাতন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের বিকল্প হিসেবে একই শক্তিসম্পন্ন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন এবং ২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২টি এফএম ট্রান্সমিটার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ২৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং ৬১.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'কবিরপুর কেন্দ্রে ১টি ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণযন্ত্র উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের নতুন উদ্ভাবন ট্রাসকাইভ (ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম আর্কাইভ)। এই সিস্টেমের সহায়তায় একজন শ্রোতা ফেসবুক এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে কোনো গানের অনুরোধ জানালে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রচার করা হয়।

❑ বর্তমান সরকারের মেয়াদে সাত শতাধিক পত্রিকার নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক এবং ষান্মাসিক প্রভৃতি মিলে ২ হাজার ৮শ-র বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

❑ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও বিদেশি সাংবাদিকদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের ওপর প্রামাণ্যচিত্র *বাংলার মাটি বাংলার জল*, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ওপর নির্মিত *অসমাপ্ত মহাকাব্য*, সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মোট ১৭৭টি প্রামাণ্য চিত্র, ৩৬টি ফিলার নির্মাণসহ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

❑ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ (বঙ্গবন্ধুর জীবনী), মহীয়সী নারী ফজিলাতুন নেছা, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), বিভাগভিত্তিক পুস্তক বাংলাদেশ পর্যটন আকর্ষণ সিলেট ও চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল ইত্যাদিসহ ৩ লক্ষ কপি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া এ অধিদপ্তর থেকে *মাসিক নবারুণ*, *সচিত্র বাংলাদেশ* ও *বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। যা সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমসহ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য জনগণের সামনে তুলে ধরছে।

❑ ২১০টি পত্রিকা নতুনভাবে মিডিয়া তালিকাভুক্তি, ১২৭টি পুনঃমিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং ১৯৯টি পত্রিকার মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ৯৫৫টি পত্রিকা অফিস ও প্রেস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। ৮৮টি পত্রিকায় ৭ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ এবং ৮৯টি পত্রিকায় ৮ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ ৬০.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত তথ্য ভবনের নির্মাণ কাজ ১২ই আগস্ট ২০১৫ শুরু। এই ভবনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের দপ্তরসমূহ স্থানান্তরিত হবে। ১লা নভেম্বর ২০১৮ ভবনটি উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

❑ পুরাতন ফিল্ম যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুরক্ষায় ২২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে 'চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য গত

সাড়ে আট বছরে ৬৪৩টি পুরাতন ও ক্লাসিক চলচ্চিত্র, ২৬৯৫টি ছায়াছবি/গানের সিডি/ডিভিডি, ১৩টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র এবং ৩৪৬টি প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

❑ ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএফডিসি-তে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিএফডিসির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিজিটাল ক্যামেরা সংগ্রহসহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি নির্মাণ (১ম পর্যায়)' শেষ হয়েছে।

ডিএফপির প্রাঙ্গণে নির্মিত ১৬তলা অত্যাধুনিক তথ্য ভবন

❑ সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৯.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পত্রিকা সংরক্ষণ এবং সার্ভারভিত্তিক লাইব্রেরি ও আর্কাইভ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের আর্থিক সহায়তায় দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ ও পিআইবি'র যৌথ উদ্যোগে সাংবাদিকদের জন্য ৫টি ক্যাটাগরিতে ৫টি পুরস্কার প্রবর্তন করেছে। যারা পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন তারা জার্মানিতে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

❑ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-তে 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক সাংবাদিকতা বিষয়ক চার মাসমেয়াদি চারটি কোর্স চালু।

❑ ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম জুন, ২০১২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

❑ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট গত সাড়ে আট বছরে বিভিন্ন ধরনের ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

❑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকা স্কুল অব ব্রডকাস্ট জার্নালিজম-এর অধীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ব্রডকাস্ট জার্নালিজম (পিজিডে বিজে) কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ ২১,৬০০ বর্গফুট ও বেজমেন্টসহ ১৫,৯৬৭ বর্গফুট আয়তনের অডিটোরিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর ফিচার, নিবন্ধ ও ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে ১,৫২৭টি। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার-এর ওপর জনসচেতনতামূলক ফিচার/নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ১২টি। এছাড়া তথ্য অধিদফতর মিডিয়া গাইড ৪ বার প্রকাশিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ-এর সহায়তায় 'শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন তথ্য অধিদফতর গত পাঁচ বছর বিভিন্ন সময়ের ওপর ফিচার, নিবন্ধ ও কার্টুন তৈরি করেছে। সেগুলো বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

❑ 'বাসস ইনফোটেইনমেন্ট' নামে একটি ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। উন্নয়ন সাংবাদিকতাসহ বিনোদন সাংবাদিকতায় সমৃদ্ধ এ পোর্টালটিতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ব্র্যান্ডিং এবং এসডিজি-এর ওপর সংবাদ, ডকুমেন্টরি, অডিও কমার্শিয়ালসহ বিভিন্ন প্রচারণা এবং সমাজ সচেতনতামূলক তথ্য-উপাত্ত রয়েছে।

❑ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের মাধ্যমে মোট ৬১৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৩৬১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৪৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৩টি প্রামাণ্যচিত্র, ৪৩২টি বাংলা ও ইংরেজি চলচ্চিত্রের ট্রেইলার এবং ৬৬টি বিজ্ঞাপনচিত্রের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দূতাবাস ও ফিল্মক্লাব কর্তৃক আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ১০৫৪টি চলচ্চিত্রের অনুকূলে বিশেষ সেন্সর সনদপত্র দেওয়া হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং এর প্রথম কোর্স 'চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা) কোর্স'-এর উদ্‌বোধন করেন।

❑ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৭১ জন প্রশিক্ষিত হয়েছেন। পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত ২৫৪টি ট্রেনিং প্রোডাকশন (ডিপ্লোমা ফিল্ম ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান) নির্মিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের লক্ষ্যে গত ২০শে জুন ২০১৭ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

❑ মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ১৪.১১ শতাংশ। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম।

❑ এক ও দুই ফসলি জমি অঞ্চল বিশেষে প্রায় চার ফসরি জমিতে পরিণত করা হয়েছে এবং দেশে বর্তমানে ফসলের নিবিড়তা ১৯৪%।

❑ ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্যের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ শত ৭ দশমিক ১৪ লাখ মেট্রিক টন, উৎপাদন হয়েছে ৪ শত ১৩ দশমিক ২৪৯ লাখ মে.টন।

❑ কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার নিয়মিত প্রদানের মাধ্যমে কৃষি সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

❑ দক্ষিণ অঞ্চলে ভাসমান বেডে চাষাবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে। ভাসমান বেডে সবজি উৎপাদনের পদ্ধতিটিকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ২০১৫ সালে কৃষিতে বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

❑ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন বাবদ ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

❑ উৎপাদনমুখী কৃষিবান্ধব সরকার নানাবিধ সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ২ কোটি ৮ লাখ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করেছে।

❑ শেখ হাসিনার সরকার কৃষককে মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেওয়ায় ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৫৪৮টি ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে, যেখানে বর্তমান স্থিতি প্রায় ২ শত ৮২ কোটি টাকা।

❑ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩শত ৩ দশমিক ৮৪ কোটি টাকায় অর্থাৎ ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মোট ২০৪টি প্রকল্পর গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ১৫৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

❑ ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। আম উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম।

❑ Homestead Gardening, Rooftop Gardening এবং ছাদ কৃষি-এর মাধ্যমে সবজি, ফল ও মসলা উৎপাদনে শহর এবং মফস্বল এলাকায় বসবাসকারীদের সরকার উৎসাহিত করছে।

❑ Floriculture একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষে উৎসাহ প্রদান করছে এবং ফুল চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

❑ কৃষি পণ্য রফতানি থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬ শত ৭৩ দশমিক ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

❑ ২০০৯ থেকে বিভিন্ন ফসলের ৫৮৪টি উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে এবং ৪৪২টি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

❑ দেশি ও তোষা পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কার এবং পাটসহ পাঁচ শতাধিক উদ্ভিদ/ফসলের ক্ষতিকর একটি ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করা হয়েছে।

❑ সরকার ২০১৮ সালে গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলাদেশের ধান কাটার মেশিন 'কম্বাইন হার্ভেস্টার'

❑ দেশের ১৬টি স্থানে 'বাংলাদেশে সুগার বিট চাষ প্রযুক্তি' নামক একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ধান, গম, পাট, ভুট্টা, আলু, সবজি, তৈল ও মসলাসহ বিভিন্ন ফসলের গুণগত মানসম্মত বীজ সরবরাহের পরিমাণ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ২২ মে.টন।

❑ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্মত বীজের ঘাটতি মোকাবিলায় পটুয়াখালী ও নোয়াখালীতে বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টাসহ ২৪টি ফসলের চাষ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদের ৪% সুদে ঋণ প্রদান করছে।

❑ সারাদেশে নারিকেল, তাল ও খেজুর চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান।

❑ ফসলের উৎপাদন খরচ হ্রাস করার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকার সারের মূল্য ৪ দফা কমিয়েছে।

❑ কৃষকের মৃত্তিকা নমুনা সরেজমিনে পরীক্ষা করে ফলাফলের ভিত্তিতে সুষম মাত্রার সার সুপারিশ করার লক্ষ্যে ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার চালু করা হয়েছে।

❑ কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন।

❑ সঠিক শস্যবিন্যাস অনুসরণের লক্ষ্যে জলবায়ু ও মৃত্তিকা

উপযোগিতা অনুযায়ী ১৭টি ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যাম চালুর ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩ হাজার ৫ শত হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে।

❑ সেচের পানির উৎস বৃদ্ধিকল্পে ভূপরিস্থ পানি (বৃষ্টি ও বন্যার পানি) সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য খাল-নালা, পাহাড়ি ছড়া ইত্যাদি পুনঃখনন/সংস্কার।

❑ ৩০টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প এবং ৪৫০টি আর্টিজান নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত ১৭২টি পাতকুয়া স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ৫ হাজার ৮ শত ২৫টি বিভিন্ন ক্যাপাসিটির শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য এলাকায় ৫০টি ঝিরিবাঁধ নির্মাণ।

❑ ২৮ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১২টি আলুবীজ হিমাগার নির্মাণ এবং ৪টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোড ম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে দেশের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার কৃষকের জন্য ৭০% এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০% হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

হংস বলাকা

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১৮ হাজার ৫ শত ২০ দশমিক ৪২ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। ১৮.৪৭ লক্ষ নারী কৃষক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রায় ৬২৪০.৬৬ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

❑ আমদানিকৃত বীজের রোগবালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপন করা হয়েছে। উন্নত জাতের চারা-কলম তৈরির জন্য টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ কৃষকদের সহায়তা ও পরামর্শের জন্য ডিজিটাল কৃষি তথা 'ই-কৃষি'র প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি), কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষি তথ্য বাতায়ন, কৃষক বন্ধু ফোন- ৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, ই-বালাইনাশক, প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে।

❑ বিএআরসি Adaptive Trials on Seaweed Project-এর মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবালের ৭টি প্রজাতি নার্সারিতে সাফল্যজনকভাবে চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

❑ স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষি খাতে বায়োটেকনোলজি, পার্চিং, ফেরোমন ফাঁদ, IPM, ICM, Good Agriculture Practice (GAP) ব্যবহার করে যথাসম্ভব বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

❑ ১০ বছরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান ১,৩৫,৭৩৫ বর্গমিটার টেক্সিওয়ে রিকন্ট্রাকশন-এর মাধ্যমে টেক্সিওয়ের ক্যাটাগরি ডি-টাইপ থেকে ই-টাইপে উন্নীত করাসহ বিদ্যমান ১০৫০০ ফুট রানওয়ে এসফল্ট ওভারলেকরণের মাধ্যমে-এর strength বৃদ্ধি করায় বিমানবন্দরে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে উড়োজাহাজের চলাচল সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ আমদানি ও রপ্তানি কার্গো এলাকায় ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্গো গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কার্গো হ্যান্ডলিং সেমি-অটোমেশন করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রাডার এবং যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর এবং ডিএমই স্থাপন।

❑ কার্গো স্ক্যানিং সম্পন্ন করার জন্য হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রপ্তানি কার্গো ভিলেজে দুটি অত্যাধুনিক গ্যান্ট্রি টাইপ কার্গো স্ক্যানিং মেশিন ও একটি হেভি লাগেজ এক্সরে মেশিন স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)-এর নিজস্ব অর্থায়নে এপ্রোন-এ চারটি সুপরিসর প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফট ও দুইটি সুপরিসর কার্গো এয়ারক্রাফট-এর পার্কিং সুবিধা চালু করা হয়েছে।

❑ কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের কাজ চলছে।

❑ ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারত একে অপরের ATS Contingency Plan অনুমোদন করেছে এবং ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার একে অপরের ATS Contingency Plan অনুমোদন করেছে।

❑ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৩৭-৮০০ (মেঘদূত ও ময়ূরপঙ্খী) উদ্‌বোধন। কক্সবাজার বিমানবন্দরে সুপরিসর বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমান চলাচল উদ্‌বোধন।

❑ বিমান বহরে চারটি অত্যাধুনিক বোয়িং ৭৮৭-৮ (আকাশবীণা, হংস বলাকা, রাজহংস ও গাংচিল) ড্রীম লাইনার এয়ারক্রাফট যোগ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আকাশবীণা ও হংস বলাকা উদ্‌বোধন করেছেন।

❑ পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে দিনাজপুর, কুয়াকাটা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, রাঙামাটি সিলেটের জাফলং ও চট্টগ্রামে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন ও সংস্থার সকল ইউনিটকে ডিজিটাইজ করতে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

❑ কুয়াকাটায় পর্যটন মোটেল ও ইয়ুথ ইন নির্মাণ। কিশোরগঞ্জ জেলার মসুয়ায় অবস্থিত সত্যজিৎ রায়ের জমিদার বাড়িতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ এলাকায় পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণ।

❑ রাজশাহী ও রংপুর পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন।

❑ দিনাজপুর পর্যটন মোটেল-এর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরের সন্নিকটে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ সিলেটের জাফলং-এ পর্যটন সুবিধাদি বৃদ্ধিতে ৪টি আবাসিক কক্ষ, ৫০০ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ২টি ওয়াস রুম নির্মাণ।

❑ রাঙামাটিতে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ। চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের স্থলে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ।

❑ দেশের ২৮টি স্থানে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ/উন্নয়নসহ সাইনেজ স্থাপন করা হচ্ছে। পর্যটনকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন।

❑ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের সকল বাণিজ্যিক ইউনিট ডিজিটাল সিস্টেম/অটোমেশন-এর আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। অনলাইন রিজার্ভেশন পদ্ধতি চালু, এনএইচটিটিআই-এর অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু, ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতির প্রবর্তন ও ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রিভিলেজ কার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ পর্যটন সম্পর্কিত খবরাখবর ডিজিটাল মাধ্যমে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের একটি নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস তৈরি; সোসাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণের কাছে দেশের পর্যটন শিল্পের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❑ বাংলাদেশের বিভিন্ন গন্তব্য ও পর্যটন আকর্ষণ নিয়ে নিয়মিত ই-নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন ই-মেইল অ্যাড্রেসে এসব ই-নিউজ লেটার পাঠানো হয়।

❑ আগের রূপসী বাংলা হোটেলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে। ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল নামে গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি. প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে-এর উদ্‌বোধন করেন। সোনারগাঁও হোটেলের কক্ষসমূহের আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন এবং হোটেলটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

❑ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এসব তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে প্রতিমাসে ৪০ লক্ষাধিক গ্রামীণ মানুষকে সেবা প্রদান।

❑ মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের ৪.৬ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১৫.০৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ৯২.৬৭%, যা ২০০৮ সালে ছিল ৩৪.৫%।

❑ ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের মাত্র ৪০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৮ কোটি ২ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেটে ডেনসিটি-৫৩.৬৫%, যা ২০০৮ সালে ২.৬৭% ছিল।

❑ ২০০৮ সালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের

পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৫ জিবিপিএস, যা বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি একটি মাত্র সাবমেরিন ক্যাবলের (SEA-ME-WE-4) মাধ্যমে সরবরাহ করত। বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার ৬৭৩ জিবিপিএস ছাড়িয়েছে।

❑ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে ১০ম।

❑ বর্তমানে দৈনিক আন্তর্জাতিক কল ৬ কোটি ৭৬ লক্ষ মিনিট।

❑ বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা আছে। সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছেন। মে ২০১৮ থেকে অফনেট ও অননেটের অভিন্ন কলরেট সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা চালু করা হয়েছে। আগে অননেট ০.২৫ টাকা এবং অফনেট ০.৬০ টাকা নির্ধারিত ছিল।

❑ গ্রাহকের ব্যবহৃত যে-কোনো অপারেটর মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অন্য কোনো অপারেটরে সংযোগটি স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে MNP (Mobile Number Portability) সুবিধা বলা হয়ে থাকে। Infozillion Teletech BD নামক প্রতিষ্ঠানকে Mobile Number Portability (MNP) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২১ মার্চ ২০১৮ Directives BTRC কর্তৃক ইস্যু করা হয় যার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা নিজস্ব Platform তৈরি করবে। অক্টোবর ২০১৮ থেকে বাণিজ্যিকভাবে MNP-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❑ মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তায় গ্রাহকগণ সহজেই তার প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন, জমাকরণ এবং অন্যের নিকট পাঠাতে পারেন।

❑ বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোর মধ্যে প্রায় ৯৯% শহর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

❑ সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক চার্জ ২৭,০০০ টাকা হতে কমিয়ে ৫৬২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

❑ ২০১২ সালে থ্রিজি নেটওয়ার্কের উদ্‌বোধন। বর্তমানে দেশের সবগুলো জেলা শহরে টেলিটকের থ্রিজি সেবা চালু হয়েছে। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে থ্রিজি লাইসেন্স প্রদান। ইতোমধ্যে দেশের ৯২.৭৯ জনগোষ্ঠী এর ৮২.৯৩% ভৌগোলিক এলাকা 3G নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ থ্রিজি গ্রাহক রয়েছে।

❑ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তে 4G-এর বাণিজ্যিক সেবা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

❑ জুন ২০১৮ পর্যন্ত দেশে 4G নেটওয়ার্কের কভারেজ ৪৬%।

❑ ৩টি দুর্গম পার্বত্য জেলার সব উপজেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করায় পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সুন্দরবনের মতো দুর্গম স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

❑ দেশের সকল টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে দেশের সব জেলা, উপজেলা এবং বেশ কিছু ইউনিয়ন পর্যন্ত দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা সর্বত্র একই মূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

❑ দেশের ১,২১২টি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে IP Based আধুনিক এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সারা দেশে বিস্তৃত হচ্ছে।

❑ পার্বত্য এলাকার সব উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ঢাকা-কুয়াকাটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লিংকের মাধ্যমে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ঢাকা কক্সবাজার ব্যান্ডউইডথ পরিবহণ ক্ষমতা ৬ গুণ বৃদ্ধি করে 240 Gbps করা হয়েছে।

❑ দেশের প্রায় সকল উপজেলা উচ্চক্ষমতার অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা জেলা পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বিটিসিএল এর অন-নেট কলচার্জ সর্বনিম্ন ১০ পয়সা/মিনিট (রাত আটটা থেকে সকাল আটটা)। পূর্বে ছিল ১.৫০ টাকা/মিনিট।

❑ .bd এর পাশাপাশি 'বাংলা' চালু করা হয়েছে। ফলে ইন্টারনেট পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইটের এড্রেস দেওয়ার সুযোগ হয়েছে।

❑ .bd এবং বাংলা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

❑ বর্তমানে লেজার ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন করা হয়েছে। ফলে গ্রাহক নিজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে বিল প্রিন্ট নিতে পারছেন। বিলিং সংক্রান্ত জটিলতা নেই। এখন ঘরে বসে মোবাইলে রকেট সার্ভিসের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারছেন।

❑ বর্তমানে দেশের যে-কোনো স্থানের সঙ্গেই ভিডিও কনফারেন্স করা সম্ভব হচ্ছে।

❑ বর্তমানে গ্রাহক কল সেন্টারে (১৬৪০২) কল করে অভিযোগ প্রদান করতে পারছেন।

❑ দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME_WE-5-এর 'ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন' পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে ১৫০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ পাবে।

❑ ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রথম মোবাইল ফোনে বাংলায় এসএমএস আদান প্রদানের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে বাংলা প্রমিতকরণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ।

❑ পোস্ট ই-কমার্স সার্ভিস প্রদান কার্যক্রম ডাক অধিদপ্তরের নতুন সেবা কার্যক্রম হিসেবে চালু। বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। ৭১টি প্রধান ডাকঘর এবং ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

❑ বর্তমানে ২,৭৫০টি ডাকঘরে ইএমটিএস এবং ১,৪৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস চালু। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২০টি ডাকঘরে ই-কমার্স চালু।

❑ সকল মোবাইল অপারেটরদের মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকদের আঙুলের ছাপ সংরক্ষণ করে NID-এর তথ্যের সাথে গ্রাহকগণের তথ্য যাচাইপূর্বক পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার (৩১শে মে, ২০১৬) মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটসমূহে সমাজ ও দেশ বিরোধী প্রচারণা রোধে মনিটরিং ও প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফ্ট এবং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্পসংস্থা ২০১২ সাল থেকে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদন শুরু করেছে। বাংলাদেশ ক্যবল শিল্প লি. দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে HDPE Silicone Duct-এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। টেশিস উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এবং Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করেছে।

❑ সাইবার এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিহত করার লক্ষ্যে Bangladesh Computer Security Incident Response Team (BD-CSIRT) নামে একটি টিম গঠন করে ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ দমনে সহায়তা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

❑ ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন। ২০১৪ সালে আইটিইউ কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত।

❑ ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত UPU Postal Congress, 2016-এ বাংলাদেশ Postal Operations Council (POC)-এর সদস্য পদে নির্বাচন করে জয়লাভ।

❑ Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত। একই সাথে Supply Chain Working Group-এর সদস্য মনোনীত।

❑ আন্তর্জাতিক ভিওআইপি কল টার্মিনেশন সহজীকরণকল্পে ৮৮২টি VoIP Service Provider (VSP) লাইসেন্স প্রদান।

❑ ই-ব্যাংকিং-এর সুবিধাসম্পন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর সাথে মোবাইল অপারেটরের যৌথসেবা কার্যক্রমের আওতায় ওয়েব/আন্তর্জাতিক রিচার্জ, ই-টিকেটিং, ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মোবাইল-ব্যাংকিং ইত্যাদি সেবা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে ব্যাপক সংখ্যক নাগরিককে ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে।

❑ টেলিটক 'মায়ের হাসি' প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সরকারি বৃত্তি প্রদানের জন্য বিনামূল্যে ১০ লক্ষ সিম বিতরণ করেছে। টেলিটক 'উচ্চমাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের' আওতায় শিক্ষার্থীদের সরকারি বৃত্তি প্রদানের জন্য বিনামূল্যে ১.৭৫ লক্ষ বর্ণমালা সিম বিতরণ।

❑ টেলিটকের অনলাইন সেবার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকরিতে নিয়োগ আবেদন ইত্যাদি করা যায়। ঘরে বসেই এখন গ্রাহকরা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবার বিল প্রদান করতে পারবেন। ২০১০ সালে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্লান্ট স্থাপন করা হয় এবং ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে বাণিজ্যিকভাবে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন শুরু।

❑ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় HDPE Silicone Duct তৈরীর জন্য প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেশিন স্থাপন করা হয়েছে, যা সেপ্টেম্বর ১৬ থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

❑ ১১ই মে, ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়।

❑ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর পরিচালনার জন্য গাজীপুরে সজিব ওয়াজেদ ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

❑ স্যাটেলাইট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড' গঠন করা হয়েছে।

❑ ৮,৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং ডাক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে ১১৮টি মেইল গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ নারীর ক্ষমতায়নে টেলিটক কর্তৃক ১৫ লক্ষ নারীর কাছে অপরাজিতা সিম বিতরণ করা হয়।

❑ ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের জন্য Postal Cash Card-এর প্রবর্তনের মাধ্যমে ৬ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে।

❑ প্রযুক্তি নির্ভর ডাক পরিসেবা প্রবর্তনের জন্য ডাক বিভাগ ২০১৭ সালে ৩টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

❑ বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচি, এনএসটি ফেলোশিপ ও গবেষণা প্রকল্পের আওতায় এমএস, পিএইচডি, পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৮৮৪ জন ছাত্রছাত্রী, ফেলো/গবেষককে ফেলোশিপ এবং ৩,৪৩৫টি গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

❑ ক্যানসার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, কেমিক্যাল মেজারমেন্ট, খনিজ সম্পদ বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদির জন্য ৪টি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

❑ যশোর 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক,' ঢাকায় 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', গাজীপুরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি', সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি' ও দেশের সাতটি স্থানে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৩% লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

❑ 4G চালু করা হয়েছে; 5G চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ২য় সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক SEA-ME-WE-5 এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

❑ ৩,৬০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ইন্টানেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) চালু করা হয়েছে।

❑ ১,১১০টি ইউনিয়ন পরিষদে এবং ৩৪০টি উপজেলা পরিষদে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মোট ১৬,৯০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন হয়েছে।

❑ আইসিটি বিভাগের সবচেয়ে বড়ো অর্জন সরকার কর্তৃক ১২ই ডিসেম্বর 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস' ঘোষণা।

❑ এ পর্যন্ত ৩টি আইন, ৩টি নীতিমালা, ৬টি বিধিমালা, ১টি স্ট্রাটেজি প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৫ হাজারেরও বেশি অফিসের তথ্য সংবলিত বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ৩৩৩ কলসেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে আড়াই হাজারেরও বেশি অফিসে ৪০ হাজার কর্মকর্তাকে ই-নথি ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে।

❑ কৃষকরা খুব সহজে তথ্য পাওয়ার জন্য কৃষি বাতায়নে ৭৮ লক্ষ কৃষকের তথ্য, মাঠপর্যায়ে কর্মরত ১৮ হাজার কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ৫০৪টি উপজেলা কৃষির তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

❑ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষক বাতায়নে প্রায় ৩ লক্ষ শিক্ষামূলক দেড় লক্ষাধিক ডিজিটাল কনটেন্ট, কিশোর বাতায়নে দেড় লক্ষাধিক সদস্য এবং হাজারেরও অধিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবহার করা হচ্ছে।

❑ এ যাবৎ এ বিভাগ থেকে মোট ২,৬৪,৯৭১ জনকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে ১৮,৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একীভূত পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া, ইনফো-সরকার (ফেজ-৩) প্রকল্পের মাধ্যমে ২,১০০টি ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক (Installation) সম্পন্ন হয়েছে।

❑ সারাদেশে ৮০৪টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ১,০১৩টি বিদ্যুৎবিহীন ইউনিয়নে সৌর-বিদ্যুৎ ব্যবহার করে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ১টি সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩,৯০১টি ল্যাব স্থাপন করে নিরবচ্ছিন্ন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ১৩টি বেসরকারি আইটি প্রতিষ্ঠানকে সফটওয়্যার টেকনোলজি

পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব আইসিটি বিভাগকে একটি ডিজিটাল ফরেনিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ সারাদেশে ৫,২৮৬টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে ৪,৫৫৪টি পৌরসভায় ৩২৫টি এবং সিটি করপোরেশনের ৪০৭টি ডিজিটাল সেন্টার চালু রয়েছে। মোট উদ্যোক্তা ১০,৫৭২ জন।

❑ বর্তমানে ২৩,৩৩১টি মাধ্যমিক, ১৫,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

❑ আদালতের কার্যক্রম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল মোবাইল কোর্ট সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ৪১,৪৩১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

❑ ২০১৬ সালে সর্বমোট ১.০৮ বিলিয়ন সুবিধাভোগী জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

❑ শিক্ষক বাতায়নে ২,৭৩,০০০ জনেরও বেশি নিবন্ধিত শিক্ষক তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য ১,২৮,০০০+ কন্টেন্ট ব্যবহার করছেন।

❑ ডেলিভারি ইনোভেশন: দ্য স্কোপ ফর সাউথ-সাউথ অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার কো-অপারেশন শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার মাধ্যমে এটুআই (a2i) দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশের সঙ্গে নেটওয়ার্ক জোরদার করেছে এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারিতে উদ্ভাবনের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

❑ ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০'-এর আওতায় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন অব্যাহত।

❑ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভবনে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ব্যবহৃত দপ্তর কয়েকটি 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

❑ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এমওডিসি সদস্যদের জন্য এমওডিসি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

❑ মিরপুর সেনানিবাসে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST)-এর অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ জনগণের আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, ইন্টার্নি মেডিক্যাল স্টুডেন্টস এবং নার্সদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ এবং চাকরির সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ মিরপুর সেনানিবাসসহ চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে সামরিক/বেসামরিক কর্মচারী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ মিরপুর সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP) স্থাপন করা হয়েছে।

❑ সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে এবং ভাটিয়ারী, চট্টগ্রামে বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স, সেনাসদরের অভ্যন্তরে হেলমেট কনফারেন্স রুম, সৈনিকদের আধুনিক বাসস্থান (ব্যারাক) নির্মাণ এবং ধামালকোট এলাকায় নির্ঝর আবাসিক এলাকা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সামরিকবাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বিভিন্ন সেনানিবাসে আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে অফিসার্স, জেসিওএস এবং অন্যান্য পদবির সৈনিকদের জন্য আধুনিক মেস, বিভিন্ন কোয়ার্টার এবং সৈনিক ব্যারাক নির্মাণসহ ফলোয়ার্স কোয়ার্টার (বহুতল ভবন) নির্মাণ করা হয়েছে। মিরপুর ডিওএএইচএস-এ শহিদ পরিবারদের জন্য ১৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অ্যামুনিশন সঠিকভাবে মজুদ করার লক্ষ্যে মিসাইল টেস্টিং সাপোর্ট (এমটিএস) শেড নির্মাণ, অ্যামো স্টোর, এমটি গ্যারেজ, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ অ্যামো ল্যাব ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ জিই (আর্মি) রামু, জিই (আর্মি) লেবুখালী (অ্যাডহক), এজিই (আর্মি) সিএমএইচ ঢাকা (অ্যাডহক) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা সেনানিবাসে পূর্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে জিই (আর্মি) সেন্ট্রাল ঢাকা, জিই (আর্মি) সাউথ ঢাকা, জিই (আর্মি) নর্থ ঢাকা হিসেবে নাম পরিবর্তনসহ মিরপুর সেনানিবাসে সামরিকবাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) করা হয়েছে।

❑ সিলেট এবং কক্সবাজার জেলার রামুতে পদাতিক ডিভিশন গঠন। বরিশাল বিভাগের বাকেরগঞ্জ, মির্জাগঞ্জ এবং দুমকি উপজেলার লেবুখালীতে নতুন সেনানিবাস স্থাপন।

❑ স্কুল অব ইনফেন্ট্রি এন্ড ট্যাকটিকস (SI & T) কর্তৃক Fighting In Built up Area (FIBUA) প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি FIBUA ভিলেজ, বর্তমানে FIBUA ভিলেজের একটি রাস্তাসহ ১৩টি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ৩৩, ৫৫ ও ৬৬ পদাতিক ডিভিশন এবং ১ প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নে মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সেনাবাহিনীর রিক্রুট এবং মৌলিক প্রশিক্ষণ ছয় মাসের পরিবর্তে এক বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ সিএমএইচ ঢাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ডিপার্টমেন্টসমূহে নতুনভাবে বিভিন্ন ইউনিট সংযোজিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫টি সেনানিবাস এলাকায় (বগুড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর) ৫টি আর্মি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ২টি আর্মি নার্সিং কলেজ (কুমিল্লা এবং রংপুর) শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❑ সেনাবাহিনীর অফিসার, জেসিও এবং ওআরগণের ছুটি নগদায়নের অর্থ প্রদান সরকার কর্তৃক ১২ মাসের পরিবর্তে ১৮ মাসে উন্নীত এবং জেসিও এবং ওআরগণের পেনশনযোগ্য চাকরিকাল সরকার কর্তৃক ১৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর নির্ধারণ। জেসিও পদকে ১ম শ্রেণি (নন ক্যাডার) এবং সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই মার্চ ২০১৭ চট্টগ্রাম নৌজেটিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'নবযাত্রা' এবং 'জয়যাত্রা' নামে দুটি ডুবোজাহাজের আনুষ্ঠানিক কমিশনিং প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

❑ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি ২টি সাবমেরিন, ফ্রিগেট, করভেট, লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট, প্যাট্রোল ক্র্যাফট, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল, ফ্লিট ট্যাংকার, ল্যান্ডিং, ক্রাফট ট্যাংক, ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি, কন্টেইনার ভেসেল, সাবমেরিন হ্যান্ডলিং টাগসহ মোট ২৭টি জাহাজ, ২টি মেরিটাইম হেলিকপ্টার ও ২টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) সংযোজিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত দেশীয় শিপইয়ার্ড (খুলনা শিপইয়ার্ড লি.) প্রথমবারের মতো যুদ্ধজাহাজ (৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট এবং ২টি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট) নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

❑ কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের বাসস্থান, নাবিক নিবাস, নৌভবন কমপ্লেক্স, নৌপ্রধানের সচিবালয় ইত্যাদি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ Missile System C-802A অত্যাধুনিক Surface to Surface Missile Ges FL-3000N SAM অত্যাধুনিক Surface to Air Missile বানৌজা স্বাধীনতা ও বানৌজা প্রত্যয়ে স্থাপিত হয়েছে।

❑ বানৌজা বঙ্গবন্ধুতে Missile System FM-90N SAM অত্যাধুনিক Surface to Air Missile স্থাপিত হয়েছে।

❑ বানৌজা বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে OTOMAT MK-rr মিসাইল ক্রয় করা হয়েছে।

❑ নৌবাহিনীর মিসাইল বোট এবং জাহাজে আধুনিক সি-৭০৪ মিসাইল সংযোজন করা হয়েছে।

❑ ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে মহিলা নাবিক ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে নৌবাহিনীতে ১৭৫ জন নারী অফিসার এবং ৫৯ জন নারী নাবিক নিয়োজিত রয়েছেন।

❑ ২১শে মার্চ ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামস্থ পতেঙ্গায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ক্যাডেটদের উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের উদ্‌বোধন করেন। ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন নৌঅঞ্চলে নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী

❑ বিমানবাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে 'বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিকাল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

❑ রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন বিমানের নকশা প্রণয়ন ও উদ্ভাবন এবং বিমানের বিবিধ গবেষণা কার্যক্রমের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০২, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০১০ মেইনটেন্যান্স ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ঘাঁটির নিরাপত্তার জন্য এয়ার রেজিমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান মেয়াদ পর্যন্ত চীন থেকে ১৬টি (F-7BGI) যুদ্ধবিমান, ৯টি (K-8W), ২৩টি (PT-6) প্রশিক্ষণ বিমান, রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে ১৬টি (YAK-130) বিমান, ১৩টি (Mi-171SH) হেলিকপ্টার, ১টি (Mi-171E VIP Saloon) হেলিকপ্টার, ইতালি থেকে ২টি (AW-119KX) হেলিকপ্টার ট্রেইনার, ৪টি (AW-139 Maritime Search and Rescue Helicapter) চেক রিপাবলিক থেকে ৩টি (L-410 Transport Trainer Aircraft), সিঙ্গাপুর থেকে ১টি (Mi-17/Mi-171 Series) হেলিকপ্টার Simular ক্রয় করা হয়েছে।

❑ এছাড়াও ২টি Short Range Air Defence (SHORAD) System, ৫টি Air Defence Radar, ১টি জিসিএ রাডার এবং ১টি লং রেঞ্জ Air Defence Radar ক্রয় করা হয়েছে।

❑ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফোর্সেস গোল ২০৩০-এর আলোকে অত্যাধুনিক ও কারিগরিভাবে উৎকর্ষতাসম্পন্ন ১৬টি Multi Role Combat Aircraft (MRCA) এবং ৮টি Attack Helicopter বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশের আকাশসীমার উপর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শনাক্তকরণ এলাকা Air Defence Identification Zone (ADIZ) নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

❑ যশোরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

❑ সমুদ্রে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ, অবস্থান, তীব্রতা, স্থলভাগ অতিক্রমের স্থান ও জলোচ্ছ্বাসের সঠিক পূর্বাভাস প্রদানের নিমিত্ত কক্সবাজার ও খেপুপাড়ায় ২টি অত্যাধুনিক সিসমোমিটার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ পঞ্চগড়, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা ও কক্সবাজার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে আরো ৬টি অত্যাধুনিক ব্রডব্যান্ড সিসমোমিটার স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সিসমিক সার্ভারের সঙ্গে একই নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ১০টি সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার থেকে ভূমিকম্পের তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে।

❑ দেশের ৩২টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনকল্পে অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল পূর্বাভাসকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালী করা হয়েছে।

❑ আবহাওয়া পূর্বাভাস জনগণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে 'বিএমডি ওয়েদার অ্যাপ' (BMD Weather Apps) উদ্‌বোধন।

❑ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্পারসোর ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রসমূহ হালনাগাদ করার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা ৩টিতে উন্নীত হয়।

❑ স্পারসোর ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা হচ্ছে।

❑ ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টারের (DMC) নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

❑ মানচিত্র মুদ্রণ ব্যবস্থা উন্নতকরণের জন্য ১টি Two color offset press (KBA Rapida-105, Germany) ক্রয় ও স্থাপন এবং সফট মানচিত্রের কপি সংরক্ষণের জন্য ১টি সার্ভার ও ১টি CTP ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৮টি বিভাগীয় ম্যাপ ও ২৯টি জেলা ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ ঢাকা, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, রংপুর, রাজশাহী ও খুলনায় ৬টি স্থায়ী জিএনএসএস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

❑ ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন খাতের আওতায় ৪ হাজার ৩৩১ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণসহ ৫ হাজার ১৭১ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ করা হয়েছে।

❑ অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৪ হাজার ৮৬৯ কিলোমিটার মহাসড়ক কার্পেটিং ও সিলকোট, ১ হাজার ৮৯২ কিলোমিটার ডিবিএসটি এবং ৮ হাজার ১৫৮ কিলোমিটার ওভারলে করা হয়েছে।

❑ ৪১৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। রংপুর মহানগরীর বিভিন্ন সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম-হাটহাজারী সড়ক ডিভাইডারসহ চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ দৃষ্টিনন্দন মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ।

❑ যাত্রাবাড়ি-কাঁচপুর সড়ক আট লেনে উন্নীতকরণ। এটি দেশের প্রথম আট লেন মহাসড়ক।

❑ গত দশ বছরে এ বিভাগ ২৭৬টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং ৩৪১টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

❑ এ সময়ে ৯টি ফ্লাইওভার/ওভারপাস ও ৭টি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনীর মহিপালে ছয় লেনের ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ফেনীর ফতেহপুর, কুমিল্লার পদুয়ার বাজার, ইলিয়টগঞ্জ ও চট্টগ্রামের কালুশাহ মাজার এলাকায় তিনটি রেলওয়ে ওভারপাস, কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নির্মিত হয়েছে মাওনা ফ্লাইওভার। এছাড়া ঢাকা মহানগরীতে বনানী রেলওয়ে ওভারপাস, মিরপুর থেকে এয়ারপোর্ট রোড পর্যন্ত মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুমিল্লা শহরে শাসনগাছা ফ্লাইওভার, টঙ্গীতে আহসান উল্যাহ মাস্টার ফ্লাইওভার, চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে ৯১৪টি সেতু ও ৩ হাজার ৯৭৭টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক সরলীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সারাদেশের মহাসড়কে ১৪৪টি দুর্ঘটনাপ্রবণ বাঁক চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে ১৩০টি নিরসন করা হয়েছে।

❑ ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল-এর নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

❑ একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে সংস্কার এবং আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস প্রণয়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে।

❑ কর্মীদের শান্তির ব্যবস্থা রেখে সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮ সংসদে পাস করা হয়েছে। বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার সুবিধার্থে ২০১০ সাল থেকে মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায়, ২০১১ সাল থেকে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ২০১২ সাল থেকে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট এবং রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ সংযোজন, ২০১৪ সাল ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

❑ মোটরযানের ফিটনেস স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যুর লক্ষ্যে মিরপুরস্থ মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনপূর্বক ৩০শে অক্টোবর ২০১৬ থেকে চালু করা হয়েছে।

❑ দশ বছরে বিভিন্ন ধরনের ৯৫৮টি বাস বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর বাস বহরে সংযোজন করা হয়েছে।

❑ বিআরটিসি'র মহিলা বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ১৪টি রুটে ১৭টি বাস দ্বারা মহিলা বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

❑ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছে স্কুল বাস সার্ভিস।

❑ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন ১৩৯টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ঢাকা-মাওয়া-পাচ্চর-ভাঙ্গা মহাসড়ক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ এগিয়ে চলেছে। এটি হবে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে।

❑ এডিবি'র অর্থায়নে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ এগিয়ে চলেছে। এছাড়া এলেঙ্গা থেকে রংপুর পর্যন্ত মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ কাজও শুরু হয়েছে। গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত দ্রুতগতির বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি রুট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কাংশে পায়রা নদীর ওপর চার লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু, তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুসহ বেশকিছু সেতুর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু

❑ ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)-এর আওতায় কালনা সেতুসহ ১৭টি সেতুর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

❑ চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে ধীরগতির লেনসহ ছয় লেন এবং কক্সবাজার প্রান্তের সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ শীঘ্রই শেষ হতে যাচ্ছে। জাইকা'র ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে চার লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতুর নির্মাণকাজ শেষ প্রান্তে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় প্রায় ২৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চার লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ এগিয়ে চলেছে। কুমিল্লা বিশ্বরোড থেকে লাকসাম হয়ে নোয়াখালীর গোনাপুর পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ শুরু হয়েছে।

❑ প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিআরটিএ'র নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ শেষ প্রান্তে।

❑ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩০,১৯৩.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে মাওয়া সংযোগ সড়ক, জাজিরা সংযোগ সড়ক এবং সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫৭ শতাংশ।

❑ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত ৮৭০৩.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ প্রায় ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১১৮৯টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ২৩৬টি পাইল ক্যাপ, ২০টি ক্রস বিম, ১১৯টি কলাম ও ১৫০টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ২০১৪ সালের জুন মাসে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ কর্ণফুলি টানেলের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ২০ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

❑ গাজীপুর থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি লেনের মধ্যে সেতু বিভাগ কর্তৃক ৯৩৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

❑ ১৬৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জিজি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Import and Export Corporation (CMC)-এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে সাবওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ হিসেবে ২১৯.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর থেকে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে পিডিপিপি নীতিগত অনুমোদন হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

❑ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন।

❑ ৯ বছরে প্রাক-পাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের সর্বমোট ২৬০ কোটি ৮৫ লাখ ৯১ হাজার ২৯০টি বই বিতরণ করা হয়েছে।

❑ ২০১৮-এর জানুয়ারির প্রথম দিকে ৪ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২ কপি নতুন বই বিতরণ।

❑ ২০১৭ সালে সরকার ৫টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ৭৭ লাখ ২৮২টি বই ছাপিয়ে বিতরণ। ২০১৮ সালে পার্বত্য ৩ জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে পাঠ্যবই বিতরণ। ২০১৮ সালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির ১ লাখ ৪৯ হাজার ২৭৬টি পাঠ্যপুস্তক ও পঠন-পাঠন সামগ্রী মুদ্রণ করা হয়।

❑ ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রথমবারের মতো ৯,৭০৩ কপি ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ।

বই উৎসব সারাদেশে

পৌষের সকালের শীত মাড়িয়ে বছরের প্রথম দিনেই নতুন রঙিন বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা হয় শিক্ষার্থীরা। নতুন বই যেন শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল নতুন বছরের এক পরম উপহার। ১লা জানুয়ারি সব স্কুলে স্কুলে, মাদ্রাসায় সরকারিভাবে বই বিতরণ করা হয়। সকল শিক্ষার্থীরা এ বই উৎসবে অংশ নিয়েছিল। শিক্ষার্থীদের চোখে-মুখে ছিল নতুন বই পাওয়ার আনন্দ।

এ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে নবম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল, মাদ্রাসা ও ভোকেশনালে ৪ কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২টি নতুন বই বিতরণ করে সরকার। ২০১০ সাল থেকে এ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ২৯৬ কোটি ৭ লাখ ৮৯ হাজার ১৭২টি বই বিতরণ করা হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়।

রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ১লা জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টায় বেলুন উড়িয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে মাধ্যমিকের বই বিতরণ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এসময় শিক্ষার্থীদের মাঝে বই উঁচু করে ফটোসেশনে অংশ নেন তিনি। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর বিভিন্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বই উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে সব বই বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এ জগতে এমন পাঠ্যপুস্তক বিতরণের উদাহরণ আর কোথাও নেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শতভাগ সফল হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি বলেও মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা এবং আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. হাছিবুর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি ভাষায় বই বিতরণ করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ব্রেইল বই। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ২ কোটি ৩৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৫১ শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন বইয়ের পাশাপাশি অনুশীলন খাতাও বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদালয় খেলার মাঠে বই বিতরণ উৎসবে জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ, তাই তোমাদের হাতে বই তুলে দেওয়াটা সব থেকে বড়ো কাজ। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলারও পরামর্শ দেন। শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদন: মিতা খান

❑ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায় পর্যন্ত মোট প্রায় ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৫১ জন শিক্ষার্থীর (ছাত্র-৬৯,৯৪,০৯২, ছাত্রী-১,৮৫,৪০,০৫৯) মধ্যে ৪ হাজার ৬ শত ১৫ দশমিক ৫৪ কোটি টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

❑ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মেধাবৃত্তির আওতায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১১ হাজার ৮০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১০০ কোটি টাকা সিড মানি প্রদান করেছে।

❑ ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এ ফান্ড থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮১০ জন ছাত্রীকে ৭২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে প্রদান।

❑ মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিকুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে।

❑ পাঠদান পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আনা হয়েছে এবং পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকল পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তিসহ নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির ৪১টি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life skill based education) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে ২০১২ সালে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সময়োপযোগী ও মানসম্পন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন। এই শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ১ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক সহায়িকা ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ৩টি পাঠ্যপুস্তক সময়োপযোগী করে পরিমার্জনের কাজ সম্পন্ন।

❑ ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় পঞ্চাশ নম্বরের চারু ও কারুকলা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে সাধারণ শিক্ষা ধারার ন্যায় মাদ্রাসা ধারার শিক্ষার্থীদেরও সুকুমার বৃত্তির বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

❑ ২০১৩ সালে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির সকল ধর্ম বই-এর নাম পরিবর্তন করে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' নামকরণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিষয়বস্তু লেখা হয়েছে।

❑ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস মনিটরিং করার লক্ষ্যে Online-এ Dash Board চালু। এছাড়াও অনলাইনের মাধ্যমে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমেও এ ফল অতি দ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে।

❑ ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএস-এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ সারাদেশে মোট ৬৪০টি বিদ্যালয়ে I.C.T Lab (৫১২টি বিদ্যালয় ও ১২৮টি মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্যে ৫৮৮টির অবকাঠামো সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ল্যাব স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

❑ ২৯টি জেলার মোট ২৯টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সরকারি কলেজ, সরকারি মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ দেশের প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি, মাধ্যমিক স্তরের ৪৯টি, মাদ্রাসা শিক্ষার ৭৫টি এবং কারিগরি শিক্ষার ৩২টি পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহার যোগ্য 'ই-বুক' এ কনভার্ট করে (www.ebook.gov.bd) ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

❑ ইতোমধ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৩৬ জন শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

❑ দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সরকার উল্লেখযোগ্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

❑ বাংলাদেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার কর্তৃক একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

❑ দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২টিতে উন্নীত হয়েছে।

❑ পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❑ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীতে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

❑ খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয়েছে।

❑ বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনায় শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৪ঠা নভেম্বর ২০১৮ দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তর সমমান স্বীকৃতি দেওয়ায় আল্লামা শাহ আহমেদ শফি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে শুকরিয়া স্মারক তুলে দেন–পিআইডি

❑ এছাড়া দেশে মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ স্থাপনের আইন ১৭ই জুলাই, ২০১৬ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে।

❑ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে তাদের আর্থিক সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ বেতন পাচ্ছেন ১০০%।

❑ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জুলাই, ২০১৫ থেকে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুসারে বেতন দেওয়ার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ ১ জুলাই, ২০১৬ থেকে চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকার স্থলে ১০০০ টাকা, বাড়ি ভাড়া ৩০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

❑ এ পর্যন্ত বেসরকারি বিদ্যালয় ১০১৯, বেসরকারি কলেজ ১৬৫ এবং বেসরকারি মাদ্রাসা ৩১০টি অর্থাৎ ১ হাজার ৪৯৪টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

❑ এ পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৯০৬১ জন এবং বেসরকারি মাদ্রাসার ৩৯৩২৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

❑ মাউশির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ে ১৪৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ১০ হাজার বিদ্যালয়ে Teaching Aid সরবরাহ।

❑ সরকারি কলেজে আইসিটি শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি। ৩৫-তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (নন-ক্যাডার) ১৫১৮ জনকে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ।

❑ এ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন উপজেলায় ৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১২টি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে।

❑ অটিস্টিক শিশুদের মূলধারার শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৩০০ জন শিক্ষক-অভিভাবককে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

❑ এ পর্যন্ত ২৫৮৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ২১৩১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৫০০ বেসরকারি কলেজের কাজ শেষ।

❑ ৩১০টি বিদ্যালয়ে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।

❑ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরি ও চর্চা এবং সৃজনশীল নেতৃত্বের বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৫ সাল থেকে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্টুডেন্টস্ কেবিনেট নির্বাচনের আয়োজন করা হচ্ছে।

❑ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১০ হাজার ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি সরকারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

❑ শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূলে ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যানবেইসের আওতাধীন উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫টি উপজেলায় ইউআইটিআরসিই নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় সদরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।

❑ ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/সমমানের প্রতিষ্ঠানে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে ও গ্রুপ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❑ ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ফলে ২৬,২২০ জন অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

❑ ২০২০ সাল নাগাদ কারিগরি শিক্ষায় ২০% এনরোলমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিপ্লোমা কোর্সে আসন সংখ্যা ২৫,০০০ থেকে ৫৭,৭৮০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

❑ ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহে ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন।

❑ নারীদের জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য সরকারিভাবে স্থাপিত ৪টি মহিলা পলিটেকনিকে শুধু নারী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

❑ শিক্ষার্থীদের জন্য নারীবান্ধব ইমার্জিং টেকনোলজি প্রবর্তন। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ডিপ্লোমা পর্যায়ে শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ২০% কোটা সংরক্ষণ।

❑ বেসরকারি পর্যায়ে ৪৫৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ প্রায় ৭,৭৭৩টি কারিগরি স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান।

❑ বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ১,৬১৩টি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১৮,১০৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

❑ কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ৯ বছর পূর্বে ১%-এর কম ছিল। তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৫.১২%-এ উন্নীত হয়েছে।

❑ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

❑ মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ৩৩টি মডেল মাদ্রাসায় আধুনিক ভবনসহ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন, ৫২টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ মাদ্রাসা শিক্ষা স্তরে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা পাঠ্যসূচিত পরিবর্তন আনা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনার আলোকে মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সমান নম্বর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

❑ মুখস্থ বিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করে নিজেদের মধ্যে স্বকীয়তা অনুশীলনের মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতা অর্জনের প্রয়াসে সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে প্রশ্ন পদ্ধতির সাদৃশ্য বজায় রেখে জেডিসি দাখিল এবং আলিম পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গৃহীত হচ্ছে।

❑ সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীদের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে সমগুণাবলি অর্জন এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

❑ কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। দাওরা হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স মান দেওয়া হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

❑ বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা প্রায় ২১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত।

❑ বিদ্যমান জরাজীর্ণ খাদ্য গুদামের কার্যকর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে ৯৪ হাজার মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম মেরামত করা হয়।

❑ দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলে মোট ১৪০টি গুদামসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সারাদেশে ১০০০ মেট্রিকটন ধারণক্ষম ৭টি গুদাম এবং ৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষম ১৪টি গুদাম নির্মাণ করা হয়।

❑ পোস্তগোলায় সরকারিভাবে দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন ক্রাশিং ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ময়দা মিল নির্মাণ। এছাড়া ১০০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সাইলোসহ আনুষাঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ।

❑ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো, আনলোডার, সাইলো জেটি নির্মাণ, সাইলো ভবনসহ বিভিন্ন ধরনের কনভেয়িং সিস্টেম ও ওজন যন্ত্র স্থাপন।

❑ বগুড়া জেলার সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে বহুতল গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। সোলার প্লান্টসহ ২৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার মাল্টিস্টোরিড ওয়্যারহাউজ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

❑ দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগ্রাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা) মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❑ ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর ইত্যাদি খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮.৩৭ মেট্রিক টন পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ।

❑ ভিজিডি খাতে পুষ্টি চাল বিতরণ; হাওর এলাকায় ১০০ দিন কর্মসূচিতে ১০ টাকা মূল্যে চাল বিতরণ ও ওএমএস কার্যক্রম গ্রহণ।

❑ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুমোদিত। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। দেশের নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক।

❑ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' ঘোষণা।

❑ ২০১৫ সালে শ্রীলঙ্কায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি। ২০১৬ সালে নেপালে ২০ হাজার মেট্রিক টন চাল সাহায্য হিসেবে প্রেরণ।

❑ ২০১৬ সাল থেকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রতি মাসে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে প্রতিবছর ৫ মাস পর্যন্ত চাল ১০ টাকা কেজিতে বিতরণের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

❑ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৫ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

❑ ২০১১ সালে বাংলাদেশ ও ভারত–দুদেশের সরকার কর্তৃক স্থল সীমানা চুক্তি ১৯৭৪-এর প্রটোকল স্বাক্ষর এবং ২০১৫ এর স্থল সীমানা চুক্তির অনুসমর্থন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সুদীর্ঘ প্রচেষ্টারই সুফল। ইন্সট্রুমেন্ট অব রেটিফিকেশন এবং লেটার অব মোডালিটিস স্বাক্ষরের মাধ্যমে তৎকালীন ১১১টি ভারতের ছিটমহল বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অংশ হয়ে যায়।

❑ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ৬-৭ই সেপ্টেম্বর ২০১১ বাংলাদেশ সফর করেন। এই সফরের সবচেয়ে আলোচিত ল্যান্ডমার্ক সাফল্য হচ্ছে ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন।

❑ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬-৭ই জুন ২০১৫ বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরে সর্বমোট ২২টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

❑ গত কয়েক বছরে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল রুট সম্পর্কিত প্রটোকল, ঢাকা-গৌহাটি-শিলং এবং কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি দেশ দুটির আন্তঃযোগাযোগ সম্প্রসারণে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। মৈত্রী এক্সপ্রেসের ঢাকা ও কলকাতায় প্রান্তীয় কাস্টম ও ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। খুলনা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে।

❑ ২৫-২৬শে মে ২০১৮ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের অর্থায়নে নবনির্মিত 'বাংলাদেশ ভবন'-এর উদ্‌বোধন করেন।

❑ আসানসোলে অবস্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট) উপাধিতে ভূষিত করে।

❑ জিসিসিভুক্ত অন্যান্য দেশেও কর্মসংস্থানের উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি জর্ডান, ইরাক ও লেবাননেও বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর ২০১০ এবং ২০১৪ সালে গণচীনে সরকারি সফর এবং গণচীনের রাষ্ট্রপতির ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

❑ ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট জন কেরির বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে দুদেশের মধ্যে নিরাপত্তার ও সহযোগিতার বিষয় ছাড়াও জাতীয়, বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জোরদার হয়েছে।

❑ আমেরিকাস অনুবিভাগের আওতাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা সংলাপ, অংশীদারিত্ব সংলাপ, সামরিক সংলাপ, ব্যাংক সংলাপ এবং টিকফা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

❑ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ-ব্রাজিল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ২০শে মার্চ ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

❑ রাশিয়ান ফেডারেশন-এর সাথে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রুশ ফেডারেশনে সফরের মাধ্যমে

চার ক্ষেত্রে বিশ্বে ১ নম্বর বাংলাদেশ

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদনে চারটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের সব দেশের উপরে স্থান পেয়েছে। আর নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের শীর্ষে অবস্থান বাংলাদেশের। ১৭ই ডিসেম্বর ডব্লিউইএফ 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৮' প্রকাশ করে। এতে ১৪৯টি দেশের নারী-পুরুষের সমতার চিত্র তুলে ধরা হয়।

যে চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১ নম্বর সেগুলো হলো–

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের সমতা
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের সমতা
- সরকার প্রধান হিসেবে নারীর সময়কাল
- জন্মের সময় ছেলে ও মেয়ে শিশুর সংখ্যাগত সমতা (যদিও এটিতে মানুষের হাত নেই)।

ডব্লিউইএফ-এর প্রতিবেদনে মোট চারটি মূল সূচকের ওপরে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এগুলো হলো– নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষায় অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও আয়ু এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এর ভেতরে আবার ১৪টি উপসূচক আছে।

সার্বিক বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৮তম। ২০০৬ সালে এ অবস্থান ছিল ৯১তম। নারী-পুরুষ সমতায় প্রতিবেশী দেশগুলো বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। শ্রীলঙ্কার অবস্থান ১০০তম। নেপাল ১০৫তম, ভারত ১০৮তম, মালদ্বীপ ১১৩, ভুটান ১২২তম ও পাকিস্তান ১৪৮তম অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সূচকে। এই সূচকে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সবচেয়ে বেশি হয়েছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এই সূচকে বাংলাদেশ প্রায় অর্ধেক বৈষম্য কমিয়ে এনেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তিনটি উপসূচক আছে। সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮০তম এবং নারী মন্ত্রীর সংখ্যার দিক থেকে ১২৬তম। নারী সরকার প্রধানের দিক দিয়ে বিশ্বসেরা হয়েছে বাংলাদেশ।

শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৬তম। এক্ষেত্রেও কিছু উপসূচক আছে। এর মধ্যে সাক্ষরতার হারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৯তম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের সমতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ নম্বর। তবে উচ্চ শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১২১তম।

স্বাস্থ্য ও আয়ু সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৭। এর উপসূচক আছে দুটি। ছেলে ও মেয়েশিশু জন্মের সমতায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১ নম্বরে। আর আমৃত্যু সুস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৫তম।

অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম। এক্ষেত্রেও কিছু উপসূচক আছে। এর মধ্যে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম, একই ধরনের কাজে মজুরি সমতার নিরিখে ১০৫, উপার্জনের নিরিখে ১১৪, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৩৫তম। আর পেশাদার ও দক্ষ কর্মীর দিক দিয়ে ১৩০তম।

প্রতিবেশী দেশের অবস্থা: ভারত ২০০৬ সালের তুলনায় এখন আরো পিছিয়েছে। নারী-পুরুষ সমতায় ২০০৬ সালে দেশটির অবস্থান ছিল ৯৮তম, এখন ১০ ধাপ পিছিয়ে ১০৮তম অবস্থানে ভারত। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ১৯তম, শিক্ষায় ১১৪, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে ১৪২ ও স্বাস্থ্যে ১৪৭তম অবস্থানে ভারত। এক যুগে পাকিস্তান পিছিয়েছে ৩৬ ধাপ। সার্বিকভাবে ১৪৮তম হলেও নারীর ক্ষমতায়নে দেশটির অবস্থান ৯৭, শিক্ষায় ১৩৯, স্বাস্থ্যে ১৪৫ ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে ১৪৬তম।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চুক্তি, পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি, সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের চুক্তি এবং ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ৫ বছরে বাংলাদেশে জার্মান, বেলারুশ ও গ্রিসের রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর ছাড়াও জার্মানি, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডস সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশ সফর করেন।
- ২০১২ সালে বেলারুশের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে শিক্ষা, কৃষি, আইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সামরিক বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে মোট ১২টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯-২০শে ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী Mr. Binali Yildirim বাংলাদেশে সরকারি সফর করেন।
- ঢাকায় BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)-এর স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন।
- আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্পর্কে জোরদার করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আরেকটি সফল পদক্ষেপ হলো সার্কের অধীনে ঢাকায় Douth Asian Regional Standards Organization (SARSO)-এর সদর দফতর স্থাপন।
- 'ব্লু ইকোনমি' বিষয়ে জ্ঞান/অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১-২রা সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঢাকায় 'International Workshop on Blue Economy' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১০ সালে জাতিসংঘের ৬৫তম অধিবেশন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দ উন্নয়ন+১০ সম্মেলনে সহ-সভাপতিত্ব করেন।
- ২০১১ সালে ৬৬তম অধিবেশনের সময় Clinton Global Leader Climate Initiative জাতিসংঘ মহাসচিবের Every Woman Every Child এবং সন্ত্রাস নিরোধ সংক্রান্ত শীর্ষ সভায় প্রধানমন্ত্রী নীতিনির্ধারণী বক্তব্য প্রদান করেন এবং জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল উপস্থাপন করেন।
- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ৬৭তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেলটি একটি নতুন রেজুলেশন আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- ৬৮তম অধিবেশনের সময় জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ আমন্ত্রণে Global Education First Initiative অন্যতম শীর্ষনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং এমডিজি সংক্রান্ত Follow up on Efforts Made Towards Achieving The MDG উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতিত্ব করেন।
- নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত Budapest Water Summit 2016-এ অংশগ্রহণ করেন।
- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর Commonwealth Parliamentary Association (CPA)-নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন, Inter-Parliamentary Union (IPU)-এর প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল, International Telecommunication Union (ITU) Council, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)-কমিটি এবং International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এর মহাপরিচালক পদে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ Member UN South South Steering

Committee On Sustainable Development, President, UN High-level Committee on South-South Cooperation, Chairman, UN Credential Committee, Chair, Global Fund for Development, Governing Body Member, International Labour Organisation Ges Vice-Chair, Executive Board, UN-Women পদে নির্বাচিত হয়েছে। এসব নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

❑ ২০১১ সালে বাংলাদেশ সফরকালে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটি 'মডেল দেশ' হিসেবে উল্লেখ করেন।

❑ ২০১২ সালে ৬৭তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী Peacebuilding Commission ও Autism Speaks-এর উচ্চপর্যায়ের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মহাসচিবের Education First Initiative and Scaling UP Nutrition Movement-উদ্যোগসমূহের সকল সভায় অন্যতম শীর্ষনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

❑ অক্টোবর ২০১৪ সালে ইতালির মিলানে অনুষ্ঠিত ১০ম ও জুলাই ২০১৬ সালে উলানবাটার, মঙ্গোলিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম)-এর ১১তম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

❑ বাংলাদেশ ২০১৫ সালে অভিবাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈশ্বিক ফোরাম (GFMD)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়।

❑ Global Forum on Migration and Development (GFMD)-এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ গত ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় নবম GFMD শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করে।

❑ অক্টোবর ২০১৬ সালে ভারতের গোয়াতে অনুষ্ঠিত 'BRICS-BIMSTEC Outreach Summit'-এ প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন।

❑ জাতিসংঘের Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ Agenda for Sustainable Development প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৫-১৬ই নভেম্বর ২০১৬ মরক্কোর মারাকেশ শহরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Framwork Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর Conference of the Parties (COP 22)-এর High Level Segment-এ অংশগ্রহণ করেন।

❑ ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রাচীনতম আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা অরগানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেট (ওএএস)-এর স্থায়ী পর্যবেক্ষকের পদমর্যাদা লাভ করে।

❑ ১৭-১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত ৫৩তম Munich Security Conference (MSC)-এ প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ২২ শে মার্চ ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশপত্রের রেপ্লিকা তুলে দেওয়া হয়–পিআইডি

❑ আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এবং ২০১৪ সাল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সমুদ্রসীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং বঙ্গোপসাগরে সর্বমোট ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্তি

❑ গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সংখ্যক কমিটি, অঙ্গ সংস্থা ও ফোরামের পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণী পর্ষদে সদস্যপদ লাভ করে যার মধ্যে ECOSOC, Human Rights Council, UNDP/ UNFPA, UNECO, UN-Women, CEDAW, FAO, WHO, UNAIDS, UNEP, UN-HAITAT, IMO, ITU, UPU, ISBA, ILO, CEDAW উল্লেখযোগ্য।

❑ প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আরো বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: South-South Award (2011) 'Champions of the Earth', 'Tree of Peace Award', 'Cultural Diversity Medal 2012', 'Global Women's Leadership from global Hope Coalition (2018), 'IPS International Achievement Award' From Inter Press Service for outstanding leadership (2018).

রোহিঙ্গা ইস্যু

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ প্রায় ১০ লাখের অধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছে।

❑ বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের জন্য দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

❑ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে মোট ২০টি নতুন আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও যুগপোযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকার প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে মোট ২১টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

❑ সারাদেশে ১০১টি নতুন থানা ভবন নির্মাণ, ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট নির্মাণ, ১৯টি নৌ পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ এবং ব্যারাক নির্মাণ, পিবিআই-এর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়, ৯টি পুলিশ সুপার ভবন নির্মাণ, পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ১৯টি জেলা/ইউনিটে অস্ত্র-গোলাবারুদ মজুতাগারসহ অস্ত্রগার নির্মাণ, ৫০টি সার্কেল এএসপি অফিস কাম বাসভবন নির্মাণ, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি, সিআইডি অফিস ভবন নির্মাণ, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি, সিআইডি অফিস ভবন নির্মাণ, জরাজীর্ণ থানা ভবন পুনঃনির্মাণ এবং পুলিশ একাডেমি সারদার মর্ডানাইজেশন উল্লেখযোগ্য।

❑ বাংলাদেশ পুলিশের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মোট ৭৫,২৫১টি পদ সৃজিত হয়েছে। ১৫টি নতুন ইউনিট, ৫৬টি থানা এবং ৮৯টি তদন্ত কেন্দ্র গঠিত হয়েছে।

❑ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের ৫টি মিশন নিয়োজিত রয়েছে।

❑ দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিরাপদ রাখতে শিল্পাঞ্চল এলাকাভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

❑ ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

❑ হাইওয়ে পুলিশকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ।

❑ ২টি সিকিউরিটি প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এবং পুলিশ এন্টি-টেররিজম ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

❑ রংপুর ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

❑ যে-কোনো প্রয়োজনে পুলিশি সহায়তার জন্য ৯৯৯ সেবা চালু করা হয়েছে।

❑ ২০১৩ সালে নৌ পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। নৌ পুলিশ ইউনিট গঠনের ফলে কার্যকরভাবে জাটকা নিধন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথে সম্পদ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

❑ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর সদর দপ্তর ও র‍্যাব ট্রেনিং স্কুলসহ ১৪টি র‍্যাব ব্যাটালিয়নের জন্য র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর অফিস ভবন, র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুলসহ মোট ২৪০টি নির্মাণ কাজ এবং ২৩৩টি মেরামত কাজ সম্পন্ন।

❑ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫টি রিজিয়ন (রামু অ্যাডহক রিজিয়নসহ) সৃজন করে কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। নতুন ৪টি সেক্টর, ১৫টি নতুন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো, ৪টি রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ৪টি বর্ডারগার্ড হাসপাতাল স্থাপন, সীমান্ত ব্যাংক (১০টি শাখাসহ) স্থাপন এবং বিজিবি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জানুয়ারি ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮' অনুষ্ঠানে পুলিশ সদস্যদের প্যারেড পরিদর্শন করেন–পিআইডি

❑ সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে ১৪১টি বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট), ২৯টি বিএসপি (বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট) এবং ২টি ভাসমান বিওপি নির্মাণ করে পার্বত্য এলাকাসহ বিভিন্ন সীমান্তে ৪০২ কি.মি. সীমান্ত সুরক্ষিত করা হয়েছে।

❑ সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধে ১৮টি ডগ স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে।

❑ বিজিবি পরিবার এবং সাধারণ নাগরিকদের বিশেষ শিশুদের জন্য দীপ্ত সীমান্ত নামে একটি বিশেষায়িত স্কুল চালু করা হয়েছে।

❑ পটুয়াখালী জেলায় কোস্ট গার্ড বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ আনসার ও ভিডিপির ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপির ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ রাজশাহী, মানিকগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলায় ৩টি নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।

❑ দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করা হয়।

❑ ২০১৭-এর ১৯শে জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও জননিরাপত্তা বিভাগ নামে দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ একটি সুরক্ষিত সেবামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের জনগণের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

❑ ১৩,৪০৫ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদ প্রদান। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নাগরিকত্বের অধিকারকে সুসংহত করার জন্য নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন, বিধি, পরিপত্র ইত্যাদি সংশোধনক্রমে বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৫-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ কূটনৈতিক এবং অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীগণের জন্য ২০০৯ সাল থেকে অন্তত ১৬টি দেশের সাথে বাংলাদেশের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে।

❑ ৩১টি জেলায় ৩৪টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ।

❑ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার এবং ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন।

❑ ২০১৬ সাল থেকে পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ পালন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ ৫টি ব্যাংকের সাথে ২০১০ সাল থেকে চুক্তির ফলে পাসপোর্ট প্রত্যাশী জনসাধারণ পাসপোর্ট ফি অনলাইনের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যাংকসমূহে জমা প্রদান করতে পারছেন।

❑ প্রবাসী বাংলাদেশীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশে ভ্রমণেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদানের লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত ৬৫টি বাংলাদেশ মিশনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এমআরপি এবং এমআরভি কার্যক্রম চালু।

❑ মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক বিবেচনায় বাংলাদেশ আশ্রয় প্রদান করে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা প্রদান করছে। এখন পর্যন্ত ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনসহ ই-গেইট স্থাপনের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২,৯১,১১৫টি অভিযান পরিচালনা করেছে।

❑ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় মোট ৪০টি অফিস থেকে বেড়ে প্রধান কার্যালয়সহ মোট ৮৫টি অফিস-এ উন্নীত হয়েছে।

❑ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ৫০ থেকে ২০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

❑ প্রতি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ৩৪৬টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।

❑ পুরাতন ও জরাজীর্ণ ২৫টি ফায়ার স্টেশন, ২৮টি দপ্তর ও অন্যান্য স্থাপনা পুনঃনির্মাণ হয়েছে।

❑ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে পূর্ণাঙ্গ রেশন প্রদান, ২য় ও ৩য় শ্রেণির অপারেশনাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩০% হারে ঝুঁকিভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে এ পর্যন্ত ৪০,৩৭১ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুত করে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৫ সাল থেকে সারাদেশে ৯৪টি হাইওয়ে পয়েন্টে ভ্রাম্যমাণ Rapid Rescue Squad কার্যক্রম চালু।

❑ ২২৮ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকার কেরানীগঞ্জে স্থানান্তর করে পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারকে সংরক্ষণপূর্বক বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর, কনভেনশন সেন্টার, খেলার মাঠ ও পার্ক স্থাপন।

❑ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু।

❑ কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের কারাগার সম্প্রসারণ, পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

❑ গড় আয়ু ৭২.৮ বছরে উন্নীত। নারীর ৭৩ এবং পুরুষের ৭০।

❑ পাঁচ বছর বয়সি শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩৪.২ জন। গত ১০ বছরে ৭৪ ভাগ কমেছে। নবজাতক মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ১৯ জন। প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণের হার ৬৪%। মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে ১৬৮.৫ (স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জরিপ)।

❑ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%-এ হ্রাস, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬৩.৭%-এ উন্নীত, মোট প্রজনন হার বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ২.৩-এ হ্রাস পেয়েছে।

❑ সারাদেশে ১৩,৪৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে।

❑ গত ১০ বছরে সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রায় ৫শ অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে।

❑ যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১৪৫টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে।

❑ ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ বেসিক জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম চালু আছে। ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ৫৯টি জেলা হাসপাতাল ও ২৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমন্বিত জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

❑ হতদরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকল্পে মাতৃস্বাস্থ্য ভিম্যান্ড সাইড ভাউচার স্কিম (ডিএসএফ) কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৫৫টি উপজেলায় উন্নীত করা হয়েছে।

❑ তৃণমূল পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের প্রসব-পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য ১২,৪৮০ জন নারীকে কমিউনিটি স্কিলড বার্থ অ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা এবং প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ৬ মাসের মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ এবং ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)-তে এখন ১১টি টিকা অন্তর্ভুক্ত আছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ হাম-রুবেলা টিকা কার্যক্রম সম্পন্ন করে। ৯ কোটি ৩০ লক্ষ শিশুকে এসময় টিকা দেওয়া হয়।

❑ জরায়ুর ক্যানসার প্রতিরোধে ইপিআই কর্মসূচিতে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভেকসিন সংযোজনের জন্য গাজীপুরে এপ্রিল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই এপ্রিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি' ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন–পিআইডি

২০১৬-তে সূচিত ডেমোনেস্ট্রেশন কর্মসূচি সফলভাবে ২০১৭ সালের শেষভাগে সম্পন্ন হয়েছে।

❑ টিকাবীজের গুণগত মান যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে মানসম্পন্ন টিকা প্রদান করার জন্য ১৫টি জেলায় ইপিআই স্টোর নির্মাণ করা হয়।

❑ সকল উপজেলায় ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অফ চাইল্ডহুড ইলনেস (আইএমসিআই) কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় নবজাতক কৌশলপত্রের আলোকে ৫টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ৩৫টি জেলা হাসপাতালে মারাত্মক অসুস্থ নবজাতক ও ছোটো শিশুদের চিকিৎসার জন্য স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (SCANU) ও ৬১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিউবর্ন স্ট্যাবলাইজিং ইউনিট (NSU) রয়েছে।

❑ বর্তমানে দেশে ১৩,৪৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে। ১ হাজার ১০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসব হচ্ছে। ২৭ রকমের ওষুধ দেওয়া হয়।

❑ প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ল্যাপটপ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ আছে। এর মাধ্যমে তারা ডিএইচআইএস ২ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে হালনাগাদ স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করে। এত ব্যাপক সংখ্যক স্বাস্থ্য স্থাপনায় সফটওয়্যারটি ব্যবহৃত হয় বলেই বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বোত্তম সর্ববৃহৎ ডিএইচআইএস ২ (DHS2) সফটওয়্যার ব্যবহারকারী দেশের মর্যাদা পেয়েছে।

❑ এমডিজি অর্জনের জন্য শিশুমৃত্যু হার কাঙ্ক্ষিত হারে কমিয়ে আনার জাতিসংঘ পুরস্কার ২০১০ অর্জন।

❑ স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতিস্বরূপ সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড ২০১১ লাভ।

❑ নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য ২০০৯ সালে এবং ২০১২ সালে 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন্স অ্যান্ড ইম্যুনাইজেশন (GAVI)' শ্রেষ্ঠ অ্যাওয়ার্ড অর্জন।

❑ সরকার ইতোমধ্যে দেশের ৩৪টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) চালু করেছে।

❑ রাজধানীর চানখাঁরপুলে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি' নির্মিত।

❑ গাজীপুরে চালু হয়েছে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল।

❑ দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৩টি নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ রাজধানীর কমলাপুরে বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে।

❑ স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় অতি দরিদ্রের জন্য 'শেখ হাসিনা হেলথ কার্ড' চালু করা হয়েছে।

❑ ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৪টি সরকারি ও ৫টি সামরিকবাহিনীর অধীনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালে সব সরকারি কলেজে ১০ বছর পর ৭৫০ আসন বাড়ানো হয়েছে।

❑ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস-এর উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারপার্সন সায়মা হোসেনকে দুবার বিশেষ সম্মানসূচক স্বীকৃতি দেয়। প্রথমে 'চ্যাম্পিয়ন অফ দি অটিজম ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া' এবং পরে 'গুড উইল অ্যামবাসেডর অন অটিজম ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া' ঘোষণা করে।

❑ অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যার চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অটিজম ইন চিল্ড্রেন (CNAC)-কে ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (IPNA) নামে আলাদা ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপান্তর করা হয়।

❑ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও এবং ধনুষ্টংকারমুক্ত ঘোষণা, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা নির্মূলেও অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

❑ যক্ষ্মা মোকাবিলায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমডিআর টিবি রোগের চিকিৎসায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত ছয় মাসের কোর্সের ওষুধ সাফল্যের সাথে কার্যকর হচ্ছে।

❑ কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে 'ইলেক্ট্রনিক হাজিরা মনিটরিং ব্যবস্থা' চালু করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

❑ বর্তমানে স্থানীয় চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বাংলাদেশ বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করছে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❑ সারাদেশে মডেল ফার্মেসি চালু।

❑ ২০১১ সাল থেকে পুষ্টিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার মূলস্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় পুষ্টিসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❑ মাতৃমৃত্যু রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য 'মায়ের ব্যাংক' চালু করা হয়েছে।

❑ 'সেবা পরিদপ্তর'কে 'নার্সিং ও মিডওয়াইফারি' অধিদপ্তরের উন্নীত

করা হয়েছে। এক্সান্সন অ্যান্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন প্রকল্প শুরু।

❑ ১২টি জেলায় নতুন ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট চালু করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

❑ নার্সিং কলেজের বিএসসি-ইন-নার্সিং কোর্সে আসন সংখ্যা ৫২৫ থেকে ১২৭৫-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❑ হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে চিকিৎসা সেবার মূল স্রোতে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিকল্প চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০১৭ সালের শেষে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় কেন্দ্রে দ্রুততার সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। সেখানে প্রায় একশ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন, শতাধিক চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, কক্সবাজার মেডিক্যাল হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

❑ ২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৫২,২৮০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন।

❑ ৭৫,৭৭৩ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ৩১,৬৩৭ মি. ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন।

❑ ৩,০১,৩৪১ মি. ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ।

❑ ১৬২টি উপজেলা কমপেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ ১৪৯১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন সম্প্রসারণ।

❑ ১,৯৮৬টি গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন।

❑ ৭৬০টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ১০৫০.৫০ কিলোমিটার বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন, ১,২৫৩টি পানি সম্পদ অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ।

❑ শহরাঞ্চলে ৫,৫৩৮ কি.মি. সড়ক/ফুটপাথ নির্মাণ; ২,৮৮০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ৬,৯৯৯ মি. ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ঢাকা মহানগরীতে ১টি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ৩০৩,৫৩৯টি পানির উৎস নির্মাণ, ১১৬৬টি উৎপাদক নলকূপ, ১৪৩টি পুকুর খনন/পুনঃখনন, ১৬১টি পানি শোধনাগার, ১৩৪৬১.৭৬ কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও ৫৪টি উচ্চ জলাধার স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❑ স্যানিটেশনের জাতীয় কভারেজ ৯৯%। ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও ৪৪৮৬টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন, ১০৭টি গ্রাম রুরাল পাইপড ওয়াটার-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

❑ ১৩১৪৪.৭৬ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ১২২টি পানি শোধনাগার নির্মাণ, ৪৯টি উচ্চ জলাধার নির্মাণ।

❑ ১ হাজার ৭শ ৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার 'কর্ণফুলি পানি সরববরাহ প্রকল্প' বাস্তবায়ন।

❑ ২০১০ সালে রাজশাহী ওয়াসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে ২০১১-২০১৭ সাল পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদসমূহের অনুকূলে ৩,৬১৭.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান। ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

❑ প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন সেবা স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন। এসব সেন্টার থেকে জনগণ ১১২ ধরনের সেবা গ্রহণ করছে।

❑ নতুন ৪টি সিটি কর্পোরেশন যথা- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।

❑ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে করা হয়েছে। ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন ঘোষণা।

❑ নগরবাসীকে উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকা সন্নিহিত ৮টি ইউনিয়নে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা সন্নিহিত ৮টি ইউনিয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর ২৭টি পৌরসভা গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের পৌরসভার সংখ্যা ৩২৮টি। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৮৮টি পৌরসভার শ্রেণি উন্নীত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮৪টি 'খ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১০৪টি 'গ' শ্রেণি পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। জেলা পরিষদসমূহকে ক, খ এবং গ শ্রেণির ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

❑ 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত একটি দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। এটি ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

❑ দেশের সকল জেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একটি করে মোট ৪০ হাজার ৫২৭টি গ্রামে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে ৬০টি দরিদ্র পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম সংগঠন

গড়ে তোলা হয়েছে যার মধ্যে ৪০ জনই নারী।

❑ এ পর্যন্ত ৪০ হাজার ২১৩টি সমিতির ২২ লক্ষ পরিবার তথা ১ কোটি ২০ লাখ মানুষের ৩ হাজার ১৪৪ কোটি টাকার তহবিল গড়ে দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০৩০ সালের মধ্যে এ দেশ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম তৃতীয়বারের মতো সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ সমবায় অধিদপ্তরের অধীন সারাদেশে মোট ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৭০টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৬ লাখ ৩২ হাজার ৫২৬ জন, মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২৬১৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৬০৬৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

❑ সমবায়ীদের পণ্য দেশে এবং বিদেশে বিপণনের জন্য সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম স্থাপন ও সমবায় ই-কমার্স চালুর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার সমবায় পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

❑ গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসহ গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে মিল্ক ভিটার নিজস্ব অর্থায়নে, পঞ্চগড় সদর, যশোরের অভয়নগর, গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়া, জামালপুরের মাদারগঞ্জ, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী ও পারবাহুবলীর চর, চট্টগ্রামের পটিয়া, চাঁদপুরের মতলব, ঠাকুরগাঁও সদর, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, যশোরের ঝিকরগাছা, রংপুরের পীরগঞ্জ ও গঙ্গাচড়ায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মোট ১ লাখ ৭০ হাজার ১৮০টি সমিতি ও দল গঠন, ৫৫ লাখ ৭৭ হাজার ২২১ জন উপকারভোগী সদস্যভুক্ত, ৯০ কোটি ৮৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ৪৪৯ কোটি ১০ লাখ টাকা সঞ্চয় জমা ও উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ১৪ হাজার ৬ শত ৮৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

❑ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ৮০ হাজার ৮৮৫টি মহিলা সমিতি/দল গঠন করেছে, যেখানে সদস্য সংখ্যা ২৭ লাখ ২৪ হাজার ২৮১ জন। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৪টি প্রকল্প এবং ৫১৯৯টি ক্ষুদ্র স্কিম বাস্তবায়ন করেছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

❑ শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও দেশি-বিদেশি শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিতকরণ, পণ্যের গুণগত মান রক্ষা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩৩৮ জনকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

❑ বার্ষিক ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার স্থাপন।

❑ গত ১০ বছরে দেশের কৃষক ও জনগণের কাছে সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

❑ দেশের বিভিন্ন স্থানের চিনিকলসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত মান বজায় রাখতে পুরনো যন্ত্রপাতির স্থলে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ থেকে গলগণ্ড রোগ এবং আয়োডিনের ঘাটতিজনিত রোগ নির্মূল করার জন্য দেশের লবণ মিলে আয়োডিন মিশ্রণ মেশিন স্থাপনের লক্ষ্যে সারাদেশের ২৬৭টি লবণ ক্র্যাশিং মিলের সবকটিতে আয়োডিন সংমিশ্রণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

❑ রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ৩০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

❑ বিসিক খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

❑ পাবনা জেলার হেমায়েতপুর এলাকায় ৫০ একর জমিতে পাবনা শিল্পনগরী স্থাপিত।

❑ রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভারে ২০০ একর জমিতে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলায় ২০০ একর জমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত দেশের প্রথম বিশেষায়িত শিল্পপার্ক 'অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক' স্থাপিত হচ্ছে।

❑ ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে ৬টি নতুন ল্যাবরেটরি স্থাপন।

❑ SAARC ভুক্ত ৮টি দেশের পণ্যের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে South Asian Regional Standards Organization (SARSO) নামক Regional Standars Body-এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ডে নির্মিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❑ দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে এসএমই নীতি ও কৌশল প্রণয়ন।

❑ জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার চালু। প্রতি জেলায় ন্যূনতম একটি করে মোট ৭১টি এসএমই হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন।

❑ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিসিকের ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

❑ অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত ও সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনার মাধ্যমে সর্বমোট ৫৪৯.৬৭ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা।

❑ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য জামদানিকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন প্রদান। এতে এ সকল পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানাস্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

❑ এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৫০০টির অধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৩,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরো ১৭০০ জনকে ই-মার্কেটিং ফর এসএমই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৯ উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

❑ স্থানীয়, যৌথ উদ্যোগে ও ১০০% বিদেশি বিনিয়োগে মোট ১৫,৮৮৬টি শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী বেপজা ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টরস্ সামিট ২০১৮-এ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন।

❑ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে বেপজায় ৪৫,২৪১.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪৫.৬৮%।

❑ ১০ বছরে বেপজায় ১৭৯টি নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে ৪৫.৫৩% প্রবৃদ্ধি করে।

❑ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে হাসপাতাল এবং বাকি ৬টি ইপিজেডে 'ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার' স্থাপন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

❑ বর্তমান সরকারের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে পবিত্র রমজান মাসসহ সারা বছর দেশে চাল, ডাল, তেল, চিনি, ছোলাসহ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রয়েছে।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৯৯টি দেশে ৭৪৪টি পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩৬.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

❑ বর্তমানে ২৭টি পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২% থেকে ২০% পর্যন্ত নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক। ২০১৭-২০১৮ সালে এ খাতে রপ্তানি হয়েছে ৩০.৬১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের।

❑ পূর্বাচল উপ-শহরে চীন সরকারের সহায়তায় ৩০ একর জমিতে স্থায়ী মেলা কেন্দ্র বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার-এর কাজ শুরু হয়েছে ২০১৭ সালে। এ প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ১৩০৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। ২০২০ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

❑ বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে 'পেপারলেস ট্রেড' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। অনলাইন বাণিজ্যে রপ্তানিকারকদের দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

❑ Bangladesh Economic Growth Programme (BEGP) প্রকল্পের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও লেদার সেক্টরের রপ্তানি বাণিজ্যের কমপ্লায়েন্স পূরণের লক্ষ্যে GAP, HACCP, FLAYCUT বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ Economic opportunities and sexual & reproductive health and rights-a pathway to empowering girls and women in bangladesh (BWCCI) প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে ৩০০ ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোটো ছোটো ৪৬৮টি ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ। সমতল গ্রামীণ রাস্তায় ৫৬৪৬টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ। কম-বেশি ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ১০.৪৪৫টি ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ।

❑ ২৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

❑ ভূমিকম্পে উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে ব্যবহারের জন্য ৩০৩৫টি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয়। মহাখালীস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন ৭ তলা থেকে ১০ তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ ৩০টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সংগ্রহ।

❑ কক্সবাজার জেলার পাহাড়ধসের ঝুঁকি-মানচিত্র প্রণয়ন। বজ্রপাতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সারাদেশে ৩১ লক্ষ তাল বীজ রোপণ।

❑ জাতীয় বিল্ডিং কোডে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণ ও বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন।

❑ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর নতুন ৩৯৩টি ইউনিট গঠন করে ৫৮৯৫ জন নতুন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫২৬০ জনে।

❑ ভূমিকম্প প্রবণ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ ৯টি জেলা শহরের জন্য মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ ও আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি।

❑ ৩২০০০ আরবান ভলান্টিয়ার তৈরি ও প্রশিক্ষণ দান।

❑ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কমসূচির আওতায় ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ২০৮৪০০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৭৩০৩৫০ জন উপকারভোগীদের মাঝে ২০৫৩৫৬৪ মে.টন খাদ্যশস্য ও ৪৩৫২.৩২ কোটি টাকা বিতরণ।

❑ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির (জি আর, খাদ্যশস্য টাকায়) আওতায় ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১.৫৮ কোটি উপকারভোগীর মাঝে ২৫২৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

ভোলায় নির্মিতব্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র

❑ গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি (টাকা) বরাদ্দ বাবদ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৫২৪০০০ জন উপকারভোগীদের মাঝে ১০২ কোটি টাকা বিতরণ।

❑ ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১০.৯২ কোটি উপকারভোগীর মাঝে ৮৭৭৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

❑ ঢেউটিন বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৫০ কোটি টাকার ৫,১২,৬৫৪ উপকারভোগীর মাঝে ঢেউটিন বিতরণ।

❑ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৭১,২০,৮১০ উপকারভোগীর মাঝে ১১.৬০৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

❑ নব-জীবন কর্মসূচির আওতায় ৫৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত এবং ৭টি নির্মাণ।

❑ দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ৩৫টি উপজেলায় পোল ফিটেড মেগাফোন সাইরেন স্থাপন। ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স বোট ৬টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা এবং চট্টগ্রাম) বিতরণ। ৪টি সি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট কোস্ট গার্ড ও র‍্যাবকে প্রদান করা হয়েছে।

❑ আইলা ক্ষতিগ্রস্ত ২৪টি উপজেলায় ৭৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তাকে একক স্তর বিশিষ্ট ইটের রাস্তায় রূপান্তরকরণ।

❑ পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ৫১১২টি পারিবারকে দুর্যোগ সহনশীল পায়খানা এবং ৪১২টি গভীর নলকূপ প্রদান। ৬,০০০০০ আইলা জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❑ আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও আগাম সতর্ক বার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) system চালু করা হয়েছে।

❑ বিনা পয়সায় ১০৯০-তে মোবাইল কল করে আবহাওয়া বার্তা জানার ব্যবস্থাকরণ। নিয়মিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা প্রকাশ।

❑ দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ সরবরাহের জন্য দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে ২০০০টি প্যারাশুট তৈরির জন্য সহায়তা প্রদান করেছে।

❑ উপকূলীয় অঞ্চলের ২৫০০ জন জেলেকে তাদের নৌকায় ব্যবহারের জন্য ১টি করে সৌরবাতি ও ২টি করে লাইফ জ্যাকেট প্রদান এবং ১২,০০০টি পরিবারকে পরিবারভিত্তিক প্রস্তুতিমূলক সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে।

❑ ১৪টি কমিউনিটি রেডিও সেন্টারের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে সতর্কবার্তা প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ১২০০টি রেডিও প্রদান করা হয়েছে।

❑ আইলা ও সিডর আক্রান্ত এলাকার পানীয় জলের চাহিদা পূরণে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে ৪০টি RWH, ৫০টি DTW, ২২টি test-wells এবং ১টি ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন।

❑ ঢাকায় জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) স্থাপন।

❑ বাস্তুচ্যুত ১১ লক্ষাধিক মিয়ানমার নাগরিকের খাদ্য ও আশ্রয়সহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা, চিকিৎসা, শিক্ষা, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

❑ ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ে 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা'- শীর্ষক ১ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন। সম্মেলনে গৃহীত 'ঢাকা ঘোষণা' বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

❑ ১৫-১৭ই মে, ২০১৮ সময়ে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা'-শীর্ষক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন। এতে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে ২য় 'ঢাকা ঘোষণা' গৃহীত।

❑ সরকারি অর্থায়নে হতদরিদ্রদের বসতবাড়িতে ২,১৫,৬৫৯টি সোলার প্যানেল স্থাপন।

❑ গ্রামীণ রাস্তাঘাট, হাটবাজারে ৩১৫৬২টি সোলার স্ট্রিট লাইন স্থাপন।

❑ ১৯০০টি উন্নত চুলা ও ৯টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন। বন্যাকবলিত এলাকায় ৬০২৮টি বসতভিটা উঁচুকরণ।

❑ ৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধাপে ৪৩টি পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

❑ বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেওয়া উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক 'চ্যাম্পিয়নস অফ দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

❑ বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ ইউএনএফসিসিসি'র ৬টি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্যপদ এবং আরো ৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার

অর্জন করেছে। এগুলো হচ্ছে– বন ব্যবস্থাপনায় 'ইকুয়েটর প্রাইজ', উপকূলীয় বনায়নের জন্য আর্থ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড, বন সংরক্ষণের জন্য ওয়াঙ্গারি মাথাই অ্যাওয়ার্ড এবং সিএফসি গ্যাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ওজোন কমিটির স্বীকৃতি সনদ।

❑ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান অব ২০০৯' শিরোনামে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে।

❑ বর্তমান সরকার পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে আর্টিকেল ১৮(ক) সংযোজন করেছে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ অর্জন করেছে 'The Global Green Award-2014'।

❑ গাজীপুরে প্রায় ৪ হাজার একর এলাকাজুড়ে প্রায় ৩২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক'।

❑ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন' নামে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অধিকতর অর্থায়নের উদ্দেশ্যে আগামী ৫ বছরে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার (৫৬ হাজার কোটি টাকা) অর্থায়নের পরিকল্পনা করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Country Investment Plan-CIP) তৈরি করেছে।

❑ বৃক্ষরোপণে গুরুত্ব আরোপের ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বেড়েছে। ২০০৮ সালের ৯.৫ শতাংশের স্থলে ২০১৭ সালে ১৩.২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

❑ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শেখ রাসেল এভিয়ারি' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা-National Adaptation Programme of Action (NAPA) প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলার জন্য সরকার কর্তৃক রাজস্ব বাজেট থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৩২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-এর CDM (Clean Development Mechanism) এক্সিকিউটিভ বোর্ড, এডাপটেশন কমিটি ফান্ড বোর্ড এডাপটেশন কমিটি, Compliance কমিটি এবং কনসালটেটিভ গ্রুপ অব এক্সপার্ট-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ২০১২ সালে রিওডি জেনারিওতে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত রিও+২০ সম্মেলনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

❑ সরকার অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সাথে অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষে National Adaptation Programme of Action (NAPA) update করেছে এবং NAPA-এর আওতায় বাংলাদেশ ১৮টি অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কার্যক্রম (প্রকল্প) চিহ্নিত করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য 'সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

❑ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনসহ পৌরসভাসমূহের জৈব আবর্জনা থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রোগ্রামেটিক সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❑ কার্বন, টেট্রা-ক্লোরাইড (সিটিসি) এবং মিথাইল ক্লোরোফোরাম (এমসিএফ) ১০০% ফেইজ আউট নিশ্চিত করেছে। এ জন্য মন্ট্রিল প্রটোকল সচিবালয় থেকে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে একটি ক্রেস্ট প্রদান করে।

❑ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় গত ৩০শে নভেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে (cop21) সকল সদস্য রাষ্ট্রের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এ প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

❑ সরকার ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৪৬.০৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

❑ সরকারি নির্দেশনায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে দেশের ইটভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে ৪,২৭৭টি জিগজ্যাগ, ৬০টি হাইব্রিড হফম্যান, ৫৭টি টানেল ভাটা এবং ৫টি ভার্টিক্যাল শেফট/অন্যান্য পদ্ধতির আধুনিক ইটভাটা স্থাপিত হয়েছে।

❑ ৩১৮.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (কেইস) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ ঢাকা শহরের চারপাশের নদীসমূহকে দূষণ থেকে রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বর্ণিত নদীসমূহের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুফল হিসেবে দেশের ২০১৭টি ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্পকারখানার মধ্যে ১৬১১৯টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা

সম্ভব হয়েছে, যা বেপরোয়া দূষণ প্রশমন সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

❑ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছে।

❑ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থার জন্য ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে Community Based Adaptation in the Ecologycally Critical Areas Through Biodiversity Conservation and Social Protection শীর্ষক গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে গঠিত সমিতি পরিচালনার জন্য 'এনডৌমেন্ট ফান্ড' (Endowment Fund) গঠন ও তা ব্যবহারের জন্য গাইড লাইন তৈরি করা হয়েছে।

❑ পরিবেশসম্মতভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার 31s (Reduce, Reuse & Recycle) স্ট্র্যাটেজি এবং কঠিন আবর্জনা ব্যবস্থা বিধিমালা-২০১১ প্রণয়ন করেছে।

❑ শহরের বর্জ্য থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে শহরগুলোর (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে) শহরের বর্জ্য থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস উদগীরণ হ্রাসের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশে আগর শিল্প একটি সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প। অগির শিল্পকে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বন গবেষণা ইনস্টিটিউট উন্নত জাতের আগর বীজ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট আগর গাছের কাঠ থেকে আগরের তেল নিষ্কাশনে উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

❑ বৈজ্ঞানিক উপায়ে (ক্যামেরা ট্রাপিং পদ্ধতি) বাঘ শুমারি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি আমাদের সুন্দরবনের বাঘ সুরক্ষার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ বিগত ৯ বছরে মাছের উৎপাদন ২৭.০১ লাখ মে.টন থেকে বেড়ে ৪১.৩৪ লাখ মে.টনে উন্নীত, যা ২০১৬-১৭ সালের উৎপাদন লক্ষমাত্রা ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনের চেয়ে ৮৪ হাজার মেট্রিক টন বেশি।

❑ মাংসের উৎপাদন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭১.৬০ লাখ মে.টন থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৬০ লাখ মে.টন হয়েছে।

❑ দুধের উৎপাদন ২২.৯ লাখ মে.টন থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯২.৯ লাখ মে.টন এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৪.০৬ লাখ মে.টনে উন্নীত।

❑ ডিমের উৎপাদন ৪৬৯.৬১ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৫৫২ কোটিতে উন্নীত।

❑ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭-এর তথ্য মতে, এদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৩.৬১ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে। কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.০১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৩১ শতাংশে উন্নীত।

❑ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৮৩০৫.৬৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করে ৪২৮৭.৬৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অর্জন।

❑ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে রপ্তানি আয় ৩৩৯৬.২৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৫৩.৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত।

❑ ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলসীমায় আইনগত একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা।

❑ গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো লং লাইনার ও পার্সসেইনিয়ার প্রকৃতির মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সরকারের গণমুখী কর্মকাণ্ডের পরিপেক্ষিতে ইলিশের উৎপাদন ২.৯৮ লক্ষ মে.টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫.০০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত।

❑ সরকারের বাস্তবধর্মী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ ইলিশ ভৌগোলিক পণ্যের নিবন্ধন-সনদ অর্জন।

❑ দৈনিক মাথাপিছু মাছের প্রাপ্যতা ৬০ গ্রামে, দৈনিক মাথাপিছু মাংসের প্রাপ্যতা ১২০ গ্রামে, দুধ ও ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতা ১৫৮.১৯ মিলি/দিন/জন-এ উন্নীত হয়েছে।

❑ ইতোমধ্যে ১০টি আইন ও ৬টি বিধিমালা নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। ৯ বছরে ৮৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত।

❑ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জাটকা সমৃদ্ধ ১৭ জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত থাকতে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৩ জন জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৮১৮৭.৬৮ মে. টন চাল প্রদান করা হয়েছে।

❑ বিভিন্ন নদনদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৫৩৪টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন।

❑ বর্তমান সরকারের আমলে প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধন ও ডাটাবেইজ প্রস্তুত এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন।

❑ বঙ্গোপসাগরে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর.ভি.মীন সন্ধানী' ক্রয়।

❑ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৫৫৮.৩৫ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ১২৫১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন।

❑ ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে। এনআরসিপি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

❑ ১৯টি পুরাতন গলদা হ্যাচারি সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং ৬টি নতুন গলদা হ্যাচারি নির্মাণ।

❑ গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলার তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।

❑ বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী চিংড়ি সম্পদের উন্নয়নে ২০১১ সালে বাগেরহাট জেলার চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

❑ কুচিয়া মাছ অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণসম্পন্ন। কুচিয়া রপ্তানি করে ১৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত।

❑ হাওর-বাঁওড় থেকে আহরিত মাছ সংরক্ষণ, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায়, নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার ওয়েজখালী ঘাটে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

❑ ট্রান্সবাউন্ডারি রোগ প্রতিরোধের জন্য দেশের বিমান, স্থল ও সমুদ্রবন্দরে ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপন।

❑ ৬৩টি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ প্রাণিসম্পদ লালনপালন, চিকিৎসা সেবাসহ যে-কোনো ধরনের সমস্যার জন্য মোবাইল থেকে ১৬৩৫৮ নম্বরে বিনামূল্যে এসএমএস-এর মাধ্যমে পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

❑ শ্রমিকের পেশাগত অসুখের চিকিৎসার জন্য পিপিপি'র মাধ্যমে প্রায় তিনশ তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জে দেশের প্রথম তিনশ শয্যার পেশাগত বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ নারায়ণগঞ্জের বন্দর এবং চট্টগ্রামের কালুরঘাটে এলাকায় নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য দুই হাজার সাতশ আসনের ডরমেটরির নির্মাণ কাজ শুরু।

❑ শ্রমিকদের সেবা প্রাপ্তি সহজকরণে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন সহজীকরণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের আগে তৈরি পোশাক শিল্পে যেখানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৮২টি, আজ সেখানে ৬৯০টি।

❑ ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে ২৮৪ কোটি ৪৯ লাখ টাকার প্রকল্প গ্রহণ। এ প্রকল্পের আওতায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১ লাখ শিশুকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিমুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনা হবে। সেই সঙ্গে প্রতিমাসে দেওয়া হবে এক হাজার টাকা করে বৃত্তি।

❑ দেশের উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলার মেয়েদের গার্মেন্টসে দক্ষকর্মী তৈরিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং ঈশ্বরদী ইপিজেডে থাকা-খাওয়া সম্মানীসহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

❑ প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের কল্যাণের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে বর্তমানে জমার পরিমাণ প্রায় ৩১০ কোটি টাকা।

❑ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শ্রম আইনের আলোকে গত ২০১৬ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছে। গত দুবছরে এ তহবিলে প্রায় একশ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

❑ গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সরকার ১৬ হাজার ১০৩টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের প্রতিটি পরিবারকে ৪-৮ শতক খাসজমির কবুলিয়াত দলিল, ৩০০ বর্গফুটের দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর, নলকূপ, মাল্টিপারপাস হল, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

❑ কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭-এর আওতায় মাত্র ১ টাকা প্রতীকী মূল্যে ভূমিহীনদের সর্বোচ্চ ১ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।

❑ বর্তমান সরকারের সারাদেশে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৮টি ভূমিহীন পরিবারকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০৩ দশমিক ৪৩৪৮ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান।

❑ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম চালু। সারাদেশের ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৫৫টি জেলায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের মোট ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৫ হাজার ৭০৩টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।

❑ চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪-এর আওতায় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচরে ১২ হাজার ৪৬১টি ভূমিহীন পরিবারের প্রতি পরিবারকে ১ থেকে ১.৫ একর করে প্রায় ২০ হাজার একর কৃষি খাসজমির খতিয়ান বিতরণ।

❑ ভূমি জোনিং কার্যক্রমের আওতায় ৪৭৮টি উপজেলার ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ ৯৬টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ। ৩২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত।

❑ রাজধানীর কাঁটাবন এলাকায় ৫তলা বিশিষ্ট ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ।

❑ ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় সরকারি জমিতে ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের জন্য নির্মিত বহুতল বিশিষ্ট ভবনে ২০১৬টি ফ্ল্যাট নির্মিত। এর মধ্যে ৫৯৬ জন বস্তিবাসীসহ ১৭৯৪টি ফ্ল্যাটে সুবিধাভোগীগণ বসবাস করছেন।

❑ ২৮ হাজার ৮৪৮ দশমিক ৯১ একর জমিসহ সর্বমোট ৩৫ হাজার ৫৩৫ দশমিক ৩০৬৬ একর অকৃষি খাসজমি ইতোমধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত নবম ও দশম সংসদে মোট ৩৮৪টি আইন পাস হয়।

❑ সংসদে ডেটা সেন্টার স্থাপন ও সংসদ টেলিভিশন কার্যক্রম চালু। ২০১৬ সালে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্টুডিও ডিজিটাল লাইটিং স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন। বিভিন্ন আঙ্গিকে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❑ জাতীয় সংসদ ভবনে Fire Detection and Alarm System চালু করা হয়েছে।

❑ ২০১৪ সাল থেকে সংসদ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মানী, বেতন-ভাতাদি Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

❑ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ৪৪৮টি বাসা নির্মাণ করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'শিশু গ্যালারি' স্থাপন করা হয়।

❑ রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন।

❑ ২০০৯-২০১৮ (জুন) সময়কালে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় আইন ৪০৭টি, অধ্যাদেশ ৩৫টি, এসআরও ৩৭৭৪টি প্রণয়নসহ ১০৯৪টি চুক্তি নিরীক্ষা করা হয়েছে।

❑ বেসরকারি পর্যায়ে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন প্রণয়নসহ জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আইন প্রণয়ন করা হয়।

❑ ২০১১ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধে জনস্বার্থ তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইনসহ পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আইন প্রণয়ন করা হয়। একই বছরে ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাস্নাত গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত মূল সংবিধানের চেতনা পুনরুদ্ধার এবং সংবিধানের অন্যতম মূল স্তম্ভ গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে সামরিক ফরমান ও অধ্যাদেশ দ্বারা সংবিধানের বিভিন্ন বিলুপ্ত অনুচ্ছেদসমূহ পুনঃপ্রণয়নের অভিপ্রায়ে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন প্রণয়ন।

❑ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয়।

❑ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক আইনের অধীন সংঘটিত মানবতা বিরোধী বিভিন্ন অপরাধ যেমন-গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে জাতিকে কলংকমুক্ত করার পথ সুগম করা হয়।

❑ বয়ঃস্কালে অসহায় ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় থাকা বয়োঃবৃদ্ধ বাবা-মা, দাদা-দাদি ও নানা-নানির প্রতি তাদের সন্তানাদির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয়ে পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

❑ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির স্থান সংকুলানের জন্য ২ হাজার ৩৮৮ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ।

❑ ২০১৪-২০১৭ সময়ে ১৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭টি জেলায় বিদ্যমান পূর্বের ২য় তলা জেলা জজ আদালত ভবনগুলো ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০১২ সময়ে ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ভবনের ৫ম তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত এবং হাজতখানা-কাম-পুলিশ ব্যারাকের ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের স্থান সংকুলানের জন্য ২০১০-২০১৩ সময়ে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের ৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম, ৮ম, ৯ম এবং ১০ম তলার আংশিক ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ আইন কমিশনের স্থান সংকুলানের জন্য ১৪ কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যয়ে বর্তমানে এটিকে ১২ তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

❑ বিচারকার্য মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত ৯টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১৯টি চৌকি আদালত স্থাপন করা হয়েছে।

❑ সন্ত্রাস বিরোধী মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২টি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হয়েছে এবং রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় শহরে আরো ৫টি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হচ্ছে।

❑ এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আরো

৪১টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল স্থাপন করে সেগুলোতে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

❑ ঢাকায় ১টি সাইবার ক্রাইম ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও এজলাস সংকট নিরসনের পাশাপাশি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঢাকায় সলিসিটরের নেতৃত্বে মনিটরিং সেল গঠন এবং জাতীয় পর্যায়ে National Justice Co-ordination Committee গঠন করেছে। এছাড়া বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

❑ দরিদ্র-অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সরকারিভাবে আইনি সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে সরকার দেশের ৬৪টি জেলা সদরে এবং সুপ্রিম কোর্টে লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইন সহায়তা প্রদান সেল চালু করেছে।

❑ এছাড়া আইনি পরামর্শ প্রদানের জন্য ২০১৬ সালে টোল ফ্রি জাতীয় হেল্প লাইন কল ১৬৪৩০ চালু করেছে। জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৮শে এপ্রিল জাতীয়ভাবে আইনগত সহায়তা দিবস উদ্‌যাপন এবং সভা সেমিনার করছে।

❑ অল্প সময়ে, অল্প খরচে ও সহজে বিচারিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিচার বিভাগে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড মামলার বিচার হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার করা হয়েছে।

❑ জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহকে ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ১৮টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৪২টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ করেছে।

❑ ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো সরকার সব জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারকে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে পর্যায়ক্রমে স্বল্পমেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

❑ বর্তমান সরকারের আমলে ৬টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সৃজন করা হয়েছে।

❑ নিবন্ধন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী ২ জানুয়ারি/২০১৮ নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৯ সালে (৫৩ নং আইনের আলোকে) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়।

❑ মানবাধিকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কনভেনশন অনুস্বাক্ষর এবং আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে জাতীয় আইন প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

❑ মানবাধিকার বঞ্চিত জনমানুষের পক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের পদ্ধতিসমূহ প্রচার সহজলভ্য হয়েছে।

❑ সরাসরি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারার কারণে নিশ্চিত হচ্ছে জনমানুষের মানবাধিকার।

❑ মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; ফলে নিরীহ জনগণের ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

❑ কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা প্রদান করা; ইতোমধ্যে কমিশন পুরো দেশে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে।

❑ বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ।

❑ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও লঙ্ঘনের আশঙ্কা দূর করতে নাগরিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ নিষ্পত্তি।

❑ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ তার বলিষ্ঠ ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য মানবাধিকার কমিশনসমূহ (NHRI) আন্তর্জাতিক ফোরাম (International Coordinating Committee) কর্তৃক বি স্ট্যাটাস এবং এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম কর্তৃক সহযোগী সদস্য পদ লাভ করেছে।

❑ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১০-২০১৫) কৌশলগত পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০২০) কৌশলগত পরিকল্পনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিকারের প্রয়াস এবং তদপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

❑ কমিশনের দুইটি শাখা কার্যালয় স্থাপন। এর একটি পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে অন্যটি খুলনা জেলায়।

❑ আগামীতে সমগ্র দেশে কমিশনের শাখা অফিস স্থাপন করে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ ও জনমানুষের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে বড়ো পরিসরে কাজ করবে।

❑ সরকার কর্তৃক গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

❑ মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের দুঃখ-কষ্টের বিষয়টি কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে কাজ করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩,২৬৮ মেগাওয়াট থেকে ১১,৩৮৭ (১৮ জুলাই ২০১৮) মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ।

❑ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত থেকে বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট ১১,৯৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্তকরণ।

❑ সর্বমোট ২৪,৩৪৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৩৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর।

❑ বর্তমানে ১৩,৯৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন।

❑ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট।

❑ পায়রা, রামপাল, মাতারবাড়ি ও মহেষখালীতে কয়লাভিত্তিক সর্বমোট ৯,৯৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি মেগা প্রকল্প গ্রহণ।

❑ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাওয়ারিং-এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।

❑ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ৫১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ৫২ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন।

❑ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ভিশন বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি-২০১৬) প্রণয়ন।

❑ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৮,০০০ সার্কিট কিলোমিটার থেকে ১১,১২৩ সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত।

❑ গ্রিড সাবস্টেশন ক্ষমতা ১৫,৮৭০ এমভিএ থেকে ৩৬,০৪৬ এমভিএতে উন্নীত।

❑ বাংলাদেশ-ভারত ৪০০ কেভি আন্তঃসংযোগ গ্রিডলাইন নির্মাণ এবং ৮০০ কেভি আঞ্চলিক গ্রিড নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ; ২০২১ সালের মধ্যে ১০,০০০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

❑ গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ৩ লক্ষে উন্নীত। বিতরণ লাইন ২ লক্ষ ৬০ হাজার কি.মি. থেকে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার কিলোমিটারে সম্প্রসারণ।

❑ সামগ্রিক সিস্টেম লস ১৬.৮৫% থেকে ১১.৪০%-এ হ্রাস।

❑ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ থেকে ৪৬৪ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৪৭% থেকে ৯১%-এ উন্নীত।

❑ এ পর্যন্ত ১২ লক্ষের অধিক প্রিপেইড মিটার স্থাপন।

❑ ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা আন্ডারগ্রাইন্ডে রূপান্তরকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

❑ গ্রাহক সেবা বৃদ্ধিতে ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

❑ আইসিটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন।

❑ (Enterprise Resource Planning) (ERP) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

❑ অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন ও নিয়োগ ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ ইত্যাদি।

❑ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য 'সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আইন, ২০১২' প্রণয়ন।

❑ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫' প্রণয়ন।

❑ বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI) গঠন। বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন।

❑ জ্বালানি সাশ্রয়ের দিকে গুরুত্ব প্রদান করে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রায় নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্যাস সংকট মোকাবিলায় এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

❑ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

❑ সরকারের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা, গতিশীল নেতৃত্ব এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

❑ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিজেএমসি'র ৫টি জুট মিল চালু করা হয়েছে। এই জুট মিলগুলো পুনরায় চালু করার মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার জনবলের কর্মসংস্থান হয়েছে।

❑ রাঙামাটি টেক্সটাইল মিলস ও দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস ও সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলের মূল ইউনিট সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ধ মিল চালু করা, ছাটাইকৃত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল, বদলি শ্রমিকদের স্থায়ী করা ও শ্রমিকদের মজুরি স্কেল ২০১০ বাস্তবায়ন করার ফলে মিলসমূহে শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯-১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটের তৈরি পলিথিন ব্যাগ

❑ তাঁতশিল্পে বয়নে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে ও পাটমিলগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মরত জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্য ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, নতুন ১২টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৪২টি।

❑ বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ হিসেবে টেক্সটাইল ভোকেশনালে প্রায় ২৮,৮৬৩ জন, ডিপ্লোমায় ৯৪,৮০১ জন, বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ১৪৪১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

❑ ৬টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত শতভাগ দেশীয় চাহিদা পূরণপূর্বক পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ৮৫৯০.১৪ মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

❑ দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৬ শতাংশ বস্ত্র খাত থেকে অর্জিত হয়। এ খাতে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ কর্মরত রয়েছে, যাদের অধিকাংশই মহিলা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাত থেকে ৩১.৮৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্জিত।

❑ ২০১৮ সালের ৬ই আগস্ট পোল্ট্রি ও ফিস ফিড সংরক্ষণ ও পরিবহণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। এ দুটি পণ্যসহ মোট ১৯টি পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

❑ নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবনে সরকার বিজেএমসিকে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প 'সোনালি ব্যাগ' ভিসকস কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস, চারকোল, পাট পাতার পানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পাট শিল্পে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে।

❑ ৬ই মার্চকে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৭ সালের ৬ই মার্চ প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পাট দিবস' হিসেবে দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

❑ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের সহায়তায় উদ্যোক্তাগণ ইতোমধ্যে ২৩৫ রকম দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি করেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব পাটপণ্য রপ্তানি হচ্ছে।

❑ পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং কম জমিতে অধিক পরিমাণ পাট উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩ লক্ষ পাটবীজ উৎপাদনকারী এবং ১২ লক্ষ পাট উৎপাদনকারী পাট চাষিকে বিনামূল্যে পাটবীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার পাটচাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ তাঁত বোর্ড পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫,৬৩৭ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

❑ ঐতিহ্যবাহী মসলিন বস্ত্রের সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারে সাড়ে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার।

❑ তাঁত বস্ত্রের গুণগত মানোন্নয়নে ৩৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার গজ কাপড়ে বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে।

❑ তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সিলেটে ও রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী কাম-বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ১১০০ তাঁতি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী কর্তৃক ৩৯০.৫ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন করে রেশম চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

❑ চাষিদের পলু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রসারণ এলাকায় ৩০০টি তুঁত ব্লক স্থাপন এবং গুচ্ছাকারে রেশম চাষের উদ্দেশ্যে ১৮টি আইডিয়াল রেশম পল্লি স্থাপন করা হয়।

❑ রেশম চাষের সঙ্গে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের ২,১৭১ জন চাষিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যায় নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

❑ নারী অধিকার সুরক্ষাসহ নারীকে দেশের সকল উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে রোল মডেল। এর স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউএন উইমেন 'প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও গোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' প্রদান করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর 'পিস ট্রি' পুরস্কার পান। এবং এ বছর এপ্রিল মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ এ ভূষিত হন।

❑ এই সরকারের সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো নারী স্পিকার নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া সংসদ নেতা, উপনেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ ২ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ৩ জন প্রতিমন্ত্রীসহ মোট ৫ জন নারী মন্ত্রী দায়িত্ব পালন করছেন।

❑ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়েছে।

❑ ২০১৫ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে। উপজেলা পরিষদে ১টি করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান-এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ৩টি করে সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে।

❑ বর্তমানে সচিব পদে ৭ জন নারী এবং ৭৮ জন নারী অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

❑ সর্বপ্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে একজন নারী অধ্যাপককে নিয়োগ প্রদান করেছে।

❑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি পদে একজন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নারী প্রো-ভিসি নিয়োগ।

❑ আওয়ামী লীগ সরকার সর্বপ্রথম রাষ্ট্রদূত, সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নারী বিচারপতি,

হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার পদে নারী নিয়োগ করেছে। প্রথমবার নির্বাচন কমিশনার হিসেবে একজন নারীকে নিয়োগ প্রদান করেছে।

❑ দুস্থ, নির্যাতিত, অসহায়, দরিদ্র ও তালাকপ্রাপ্ত ৭১ লক্ষ ভিজিডি নারী উপকারভোগীদের প্রতি মাসে ৩০ কেজি পুষ্টি চাল প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে গর্ভবতী দরিদ্র মহিলার ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকার স্থলে ৮০০ টাকা এবং ২৪ মাসের পরিবর্তে ৩৬ মাস করা হয়েছে।

❑ দুগ্ধবতী উপকারভোগী ১১.০৯ লক্ষ মাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ল্যাকটেটিং মা ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৮০০ টাকা এবং সময় ২৪ মাসের পরিবর্তে ৩৬ মাস করা হয়েছে।

❑ Investment Component for Vulnerable Group Development (ICVGD) প্রকল্পের আওতায় ৭ জেলার ৮টি উপজেলায় ৮ হাজার উপকারভোগী মহিলাকে স্বাবলম্বীকরণে ব্যবসা পরিচালনার জন্য মাথাপিছু এককালীন ১৫,০০০ টাকা অনুদান এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

❑ 'শেখ হাসিনার বারতা, নারী-পুরুষ সমতা' বিষয়ক স্লোগানটি ব্র্যান্ডিংকরণে মন্ত্রণালয়ের চিঠি, খাম, প্যাড ও ফোল্ডারে ব্যবহার করে প্রচার করা হচ্ছে।

❑ নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে ব্র্যান্ডিংকরণে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে।

❑ জয়িতার মাধ্যমে ১৮০টি স্টলের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের ১৮,০০০ নারী উদ্যোক্তা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করেছে, ১৪,৯৬০ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, ২৩,৫০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪,০০০ উদ্যোক্তাকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

❑ ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে ১৯,৯২৯ জন কর্মজীবী নারীকে আবাসিক হোস্টেল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

❑ কর্মজীবী নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য ৭৪টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৩৬,১৮৩ জন শিশুর দিবা যত্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

❑ ভিজিডি উপকারভোগী ৬৩.৫০ লক্ষ মহিলাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আয়বর্ধক ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী ২২.০০ লক্ষ মহিলাকে বছরে ১০ দিন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ নারী উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধে ৩৩.৪৩ লক্ষ মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১.৮৪ লক্ষ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন, স্বল্প-ও শিক্ষিত মহিলাদের আবাসিক ও অনাবাসিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দদের সক্ষমতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ৬৪টি উপজেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❑ ৬০টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে ৩৩,৫০৩ জন নির্যাতিত নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

❑ ৪০টি সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল থেকে ৪০,৮৪৩ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

❑ ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার থেকে ১,৪৭০ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং প্রদান করা হয়েছে।

❑ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯-এর মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে ৯,৮৪,১২৫টি ফোনকল গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১৫৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

❑ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

❑ বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ের উপর সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪৪টি উপজেলায় ৫২৯২টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মহিলাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা সম্পর্কে সচেতনকরণে ১৩টি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের ২৫ লক্ষ নারীদের তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১৭ থেকে মার্চ ২০২২ মেয়াদে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯০টি উপজেলায় ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

❑ নারীদের উৎপাদনে উৎসাহ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক

সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

❑ জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ঢাকার রাপা প্লাজায় 'জয়িতা' নামে বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করে প্রায় ১৮,০০০ জন নারী স্বাবলম্বী হয়ে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।

❑ 'তথ্য আপা প্রকল্পের ১৩টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আয়োজিত উঠান বৈঠকসমূহে নারী নির্যাতনের শিকার নারীদের বিভিন্ন আইনগণ সহায়তা প্রদানের জন্য তথ্য সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করার জন্য ৬৪টি জেলার ৪৮৯টি উপজেলায় ৫,২৯২টি কিশোরকিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে।

❑ মাতৃত্বজনিত ছুটি ৩ মাস হতে ৪ মাস এবং ৪ মাস হতে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ সর্বস্তরে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় 'জয়' মোবাইল অ্যাপস ২৯ জুলাই, ২০১৮ সালে চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপসে ৩টি মোবাইল নম্বর এফএন্ডএফ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

❑ ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নাম। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে যে সফলতা বয়ে এসেছে তা ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

❑ বঙ্গবন্ধু সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০০৯, সাউথ এশিয়ান গেমস ২০১০, আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১, আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বাছাইপর্ব ২০১১, এশিয়া কাপ ক্রিকেট ২০১২, এশিয়া কাপ ক্রিকেট ২০১৪, ওয়ার্ল্ড টি টুয়েন্টি বাংলাদেশ ২০১৪, ৪র্থ রোলবল বিশ্বকাপ ২০১৭, ইসলামিক সলিডারিটি আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭, ১০ম পুরুষ এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্ট ২০১৭ ও সাফ অনূর্ধ্ব ১৫ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭ সফলভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ।

❑ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বাছাই পর্ব-২০১১ এ বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল জাপান, আয়ারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে ওয়ানডে স্ট্যাটাস অর্জন করে জাতির জন্য নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। হকি, শুটিং, জিমন্যাস্টিকস, আর্চারি, ভারোত্তোলন, সুইমিং ও রোলবল ইত্যাদি ডিসিপ্লিনে ভালো ফলাফল অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

❑ দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনার অভিপ্রায়ে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মোট ৪৯০টি মিনি স্টেডিয়ামের অবকাঠামো নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকার অদূরে পূর্বাচলে ৭০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং কক্সবাজার ও মানিকগঞ্জে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

❑ প্রায় ৩০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহম্মেদ স্টেডিয়াম, খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম ও নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীত করা হয়েছে। সাউথ এশিয়ান গেমসের সময় প্রায় ১২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন নতুন স্থাপনা তৈরী করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ ৬ এপ্রিলকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো ১৬ এপ্রিল ২০১৭ গণভবনে ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

❑ ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্নাতক ডিগ্রিধারী যুবক ও যুব নারীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) শিক্ষা প্রদান করছে। ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজে মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্ব থেকে চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত ২৮টি জেলার ৬৪টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্বে আরও ৬৪টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

❑ যুবদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৮৩টি উপজেলায় আবাসিক ও অনাবাসিকভাবে ৭৪টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

❑ যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রণীত যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন ২০১৫-এর আলোকে যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ সাল থেকে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ রহিত করে যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৩ সালের জাতীয় যুব নীতির স্থলে একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

❑ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪১টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে।

❑ বাংলাদেশের বাউল গান (২০০৮), জামদানি বয়নশিল্প (২০১৩), মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) ও শীতল পাটি (২০১৭) ইউনেস্কোর নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

❑ দেশের ১৯টি জেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ, সম্প্রসারণ, সংস্কার কাজ জেলা শিল্পকলা একাডেমিসমূহের সুষমকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত হয়েছে।

❑ ৪টি ছবি প্রদর্শনী গ্যালারি, ১টি ভাস্কর্য গ্যালারি, ১টি ফটোগ্রাফি গ্যালারি ও ৩০০ আসনবিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়ামসহ আধুনিক জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ।

❑ উপজেলা পর্যায়ে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রচার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ১০টি উপজেলায় উন্মুক্ত মঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বাউল সঙ্গীতের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নতুন প্রজন্মের ১৭০ জন বাউলকে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৫০টি বাউল গানের ওপর বই ও ৫০০ সিডি প্রকাশ করা হয়েছে। ১০০টি বাউলগান ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

❑ ১২২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি জেলায় গণগ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ৫৩.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি জেলা গণগ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

❑ দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৬০১০টি গ্রন্থাগারের জন্য ১৮.৫২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে।

❑ ২০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

❑ ১১০.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সাউথ এশিয়ান ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার এলাকা, বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকা, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

❑ প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারি বাড়ি জাদুঘরে রূপান্তর, শিলাইদহে কুঠিবাড়ি সংস্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত বোট পুনঃনির্মাণ, রাজবাড়ি পুঠিয়াতে মনুমেন্ট, মন্দির, রাজবাড়ী সংস্কার।

৮ই জুলাই ২০১৮ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

❑ বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর ও লেখক জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে এবং একাডেমির প্রেস আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

❑ বাংলা একাডেমিতে ৮তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে বাংলা একাডেমির প্রশাসনিক কক্ষ, সেমিনার কক্ষ, প্রদর্শন কক্ষ ও অডিটোরিয়ামের সংস্থান রয়েছে। ভবনটির নামকরণ করা হয়েছে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভবন।

❑ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের ২টি খণ্ড মুদ্রিত হয়েছে, বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান প্রকাশিত হয়েছে।

❑ বাংলাপিডিয়া: ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ কুমিল্লা নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং ফরিদপুরে পল্লিকবি জসিমউদ্‌দীন সংগ্রহশালা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া জাদুঘরের জন্য উন্নতমানের অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ ২৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

❑ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি উদ্‌বোধন।

❑ কান্তজির মন্দির সংলগ্ন এলাকায় জাদুঘর নির্মাণ কর্মসূচি সমাপ্তকরণ, চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের প্রদর্শনী উন্নয়ন, সংগ্রহ বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন এবং বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

❑ মানিকগঞ্জের বালিয়াটি প্রাসাদ জাদুঘরে রূপান্তর করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

❑ জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ। অপ্রচালিত নথিপত্র সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

❑ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, বর্ণমালা সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ ২৬শে মার্চ ২০১৪ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের সহায়তায় অনুষ্ঠিত লাখো কণ্ঠে গাওয়া সোনার বাংলা (জাতীয় সংগীত)-এর রেকর্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ যাতে অংশগ্রহণ করেছিল ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন মানুষ।

❑ ৯ কোটি ২৩ লাখ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয়ে লোক সংগীত শিল্পী মরমী কবি হাছন রাজার স্মৃতি রক্ষার্থে ৪০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম ও ১টি মিউজিয়ামসহ হাছনরাজা একাডেমি স্থাপন।

❑ ২০১০ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ এবং ২০১৬ সালে অর্থের পরিমাণ দুই লক্ষ টাকায় উন্নীত।

❑ ২০১৮ সাল হতে একুশে পদকের সংখ্যা ১৫টি হতে বৃদ্ধি করে ২১টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

❑ সার্ক কালচারাল সেন্টার, কলম্বো, শ্রীলংকার অর্থায়নে এবং বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় ২২-২৫শে অক্টোবর ২০১১ ঢাকায় Symposium on Folkdance in the SAARC Region আয়োজন করা হয়। সার্ক কালচারাল সেন্টার, কলম্বো, শ্রীলংকার অর্থায়নে এবং বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় ২২-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ঢাকায় SAARC Handicrafts Exhibition আয়োজন করা হয়।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যম 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র স্বীকৃতি।

❑ ৮টি জেলায় অডিটোরিয়াম ও মুক্তমঞ্চসহ শিল্পকলা একাডেমির ভবন নির্মাণ।

❑ ৭.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি জেলায় তিনজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি কেন্দ্র/সংগ্রহশালা স্থাপন।

❑ ৪৬.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কপিরাইট ভবন নির্মাণ।

❑ ১০.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর অবকাঠামো উন্নয়ন।

❑ ১৭.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন ও গেস্ট হাউজ নির্মাণ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, রূপকল্প-৪১, ডেলটা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, এসডিজির বাস্তবায়ন এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে আসছে।

❑ পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, বিতরণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৮ ও উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তর করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর করা হয়েছে। হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে 'হাওর মাস্টার প্ল্যান (২০১২-২০৩২)', প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাপ্তাহিক বন্যা পূর্বাভাস টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ই-মেইল/SMS/Voice Message বাংলা ও ইংরেজিতে প্রচার করা হচ্ছে।

❑ বিগত ১০ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪০টি (নদীতীর সংরক্ষণধর্মী ৬৬টি, সেচধর্মী ২১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশনধর্মী, ২৩টি, ড্রেজিংধর্মী ৬টি, সমীক্ষাধর্মী ১৫টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী ২টি ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের ৭টি) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ৯৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে, জুন, ২০১৯ নাগাদ ৩১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

❑ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৩১টি প্রকল্প গ্রহণ করে ৭৯টির বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৫২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

❑ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা এলাকায়) লবণাক্ততা হ্রাসে গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজিংসহ ৩০.০০ কিলোমিটার গড়াই নদীর ড্রেজিং কার্যক্রমের প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। নদীতে প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চালু রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজের ফলে শুষ্ক মৌসুমে-গড়াই নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরায় সেচ, পানীয় জল, নৌ-যোগাযোগ, লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

❑ 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যশোর এবং খুলনা জেলার প্রায় ১.২০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

❑ ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলায় ভৈরব নদী, নড়াইল জেলায় চিত্রা নদী, খুলনা জেলায় আঠারোবাকি, সালতা ও ভদ্রা নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বেমালিয়া, লংগন, তিতাস ও পাগলা নদী, লালমনিরহাট জেলায় ধরলা নদী, পঞ্চগড় জেলায় করতোয়া নদী, পাবনা জেলায় বাদাই নদী, ফরিদপুর জেলায় কুমার নদ, কুষ্টিয়া জেলায় পদ্মা ও গড়াই নদী, জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র নদ, যশোর জেলায় ভৈরব নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী ও মাতামহুরী নদী, কিশোরগঞ্জ জেলায় কালনী ও ধলেশ্বরী নদী, গোপালগঞ্জ জেলায় কুমার নদ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলায় চন্দনা ও

বারাশিয়া নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে/ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

❑ 'পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (ওয়ামিপ)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৩টি জেলার ১১৯টি উপজেলায় ১২৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন/সেচ/শহর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ফেনী জেলার ৩৫,৮০০ হে. আবাদি জমি উপকৃত হয়েছে।

❑ নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জে ছোটো ফেনী নদীর মোহনার কাছে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুছাপুর ক্লোজার ও রেগুলেটর নির্মাণের ফলে নোয়াখালী, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার বিশাল এলাকা বন্যামুক্ত এবং লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করা হয়েছে এবং ১.২১ বর্গকিমি. ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। মুছাপুর ক্লোজার নির্মাণের ফলে ঐ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়েছে।

❑ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (ফেজ-২, ইউনিট-১)-এর আওতায় রংপুর, দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলার ৮,০০০ হেক্টর এলাকাকে সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজের কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজের কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে।

❑ 'নদীতীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ (৪র্থ পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

❑ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, বান্দরবানে আলীকদম সেনানিবাস ও খুলনায় বিএনএস তিতুমীর নৌঘাঁটিকে নদী ভাঙন থেকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

❑ উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ, জেগে ওঠা চরে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য 'চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প (ফেজ ১, ২, ৩, ৪)' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পুনরুদ্ধারকৃত ১৪,৯৭২ হেক্টর ভূমিতে ১৭,৫৩৩টি ভূমিহীন পরিবারকে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হাওর এলাকায় আগাম 'বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলাতে ১০৩০ কিমি. ডুবন্ত বাঁধের (কার্যকরী দৈর্ঘ্য ৪৩৪.৮৮৭ কিমি.) মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কাবিটা প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় মোট ৭২৭টি স্কিমের আওতায় পিআইসি দ্বারা প্রায় ৩৭৫.০০ কিমি. ডুবন্ত বাঁধের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

❑ হাওর এলাকায় বাস্তবায়নাধীন এই ৩ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ৫৫.০০ কিমি. দৈর্ঘ্যে ৩৭.০৯ লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়। ১৪৪.৮৪২ কিমি. খাল পুনঃখনন (২৬.৪৭ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) করা হয়।

❑ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রতিরোধ, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি পোল্ডারের বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্থতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য Costal Embankment Improvement Project (CEIP)।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বহু ত্যাগের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

❑ মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

❑ ২০০৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ভাতার হার মাসিক ৯০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে মাসিক ১০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং ১০ হাজার টাকা করে বছরে দুটি উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ১ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ বিভিন্ন শ্রেণির সর্বমোট ৭ হাজার ৮শ ৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের মাসিক রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ প্রায় ৫২% বৃদ্ধি করে পঙ্গুত্বের হার অনুযায়ী মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। ২০১৩ সালে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে সম্মানী ভাতা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়।

❑ ঢাকায় মোহাম্মদপুরস্থ গজনবী সড়কে নির্মিত মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার ১-এ ৩৩টি ফ্ল্যাট ও ৩৩টি দোকান যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে স্বল্প মূল্যে রেশন প্রদান করা হচ্ছে।

❑ প্রতি সন্তান (অনধিক ২ সন্তান) কে বার্ষিক ১৬০০/- টাকা হারে শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ প্রতি কন্যাকে (অনধিক ২ কন্যা) বিবাহ ভাতা হিসেবে ১৯২০০/- টাকা এককালীন প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ২০% ও তদূর্ধ্ব পঙ্গুত্বের যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছে।

❑ ২০% ও তদূর্ধ্ব পঙ্গুত্ব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনে বিদেশে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

❑ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চলাফেরার জন্য হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জুতা, মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে।

❑ চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ২০১৭ সালে হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে।

❑ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরতে ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ৬৪টি জেলায় প্রায় ৪০০টি লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে অনুদান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

❑ মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট নাগরিক ও সংগঠনকে সম্মাননা কার্যক্রমের আওতায় ৭ম পর্বে ৬০ জনসহ মোট ৩৩৮ জন ব্যক্তি ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ৮ম পর্বে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

❑ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে এলিয়ট ট্রুডো-কে 'বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

❑ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে ১৮৮ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধার (বীরাঙ্গনার) নাম গেজেটে প্রকাশ।

❑ রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা প্রদানকারী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ২৫৪ জন শিল্পী/কণ্ঠযোদ্ধা/ শব্দ সৈনিককে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

❑ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আর্থসামাজিক কল্যাণের জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক এ যাবৎ ১৬৭টি সমিতি/সংগঠনকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

❑ মুজিব নগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন। এতে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত বাংলাদেশের মানচিত্র, সম্প্রতি UNESCO প্রামাণ্য দলিল বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বর্বরতার চিহ্ন, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পনের ঘটনাসংবলিত ভাস্কর্য নির্মাণসহ অডিটোরিয়াম এবং পাশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবলিত স্লোগান ও ছবি নিয়ে মুর‍্যাল নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি জাদুঘর ও প্রজেকশন কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩টি সম্মুখ সমরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৫টি জেলার ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৫০ ফুট উচ্চতার স্বাধীনতা স্তম্ভ (গ্লাস টাওয়ার) নির্মাণ করা হয়েছে। টাওয়ার সংলগ্ন সাউথ প্লাজার অবশিষ্ট কাজ শিখা চিরন্তন পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর সজ্জিতকরণ, ভূগর্ভস্থ অডিও ভিজুয়াল কক্ষ, ভূগর্ভস্থ ফোয়ারা, টেরাকোটা ম্যুরাল ও উন্মুক্ত মঞ্চের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে সংরক্ষণের জন্য আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যাতে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে।

❑ ৬৪টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৬০টি ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

❑ এ পর্যন্ত ২৬৩টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ সমাপ্ত। ৬৫টির নির্মাণ কাজ চলমান।

❑ ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ২৯৭১টি বাসস্থানের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

❑ বর্তমান সরকার ১৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করেছে। ২০টি ড্রেজার সংগ্রহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

❑ মংলা-ঘাসিয়াখালি নৌপথ খনন করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত মেয়াদে সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩টি হারালো নৌপথ খনন কাজ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১২৭০ কিলোমিটার নৌপথ উদ্ধার করা হয়েছে ও প্রায় তিন হাজার একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

❑ নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২৫০ মেট্রিক টন উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন 'নির্ভীক' ও 'প্রত্যয়' নামে দুটি উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ ঢাকার চারদিকে নদীতীরের ভূমি দখলমুক্ত রাখতে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ব্যাংক প্রটেকশনসহ ২০ কিলোমিটার 'ওয়াকওয়ে' নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকা, বরিশাল ও পটুয়াখালী নদীবন্দর আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ভোলা নদীবন্দর ও টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বরগুনা, ভৈরব ও যশোরের নওয়াপাড়া নদীবন্দরের উন্নয়ন এবং সীতাকুণ্ড, কাঁচপুর ও টঙ্গীতে ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ২০১২ সালে অভ্যন্তরীণ নৌযানে দক্ষ চালক সৃষ্টির জন্য দুটি ডেক ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সোনেল ট্রেনিং সেন্টার (ডিইপিটিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ ৫৫ বছর পর ২০১৩ সালে বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য ৩টা লংবুম এক্সাভেটর ক্রয় করা হয়েছে। এটি দিয়ে নদীর তলদেশ থেকে বর্জ্য উত্তোলন করা সম্ভব হবে। আরো ৬টি লংবুম এক্সাভেটর ক্রয় করা হবে।

❑ বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকৃতির নৌযানের সংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে 'নৌশুমারি' করা হয়েছে।

❑ পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌরুটে রাতে নৌযান চলাচলের জন্য 'নাইট নেভিগেশন' চালু করা হয়েছে।

❑ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে প্রথমবারের মতো শ্যামপুরে 'ইকোপার্ক' নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় 'ইকোপার্ক' কাঁচপুরে করা হয়েছে।

❑ মাদারীপুর-চরমুগরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ এলাকার মৃতপ্রায় মধুমতি, আপার কুমার, লোয়ার কুমার ও কুমার নদীর প্রায় ১১০ কিলোমিটার এবং ঢাকা শহরে চারদিকে ৭০ কিলোমিটার বৃত্তাকার নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নসহ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬২৮ কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন করা হয়েছে।

উদ্ধারকারী জাহাজ 'প্রত্যয়'

❑ সারাদেশে নৌপথে প্রায় ১০০টি ছোট পন্টুন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বরিশালে বিআইডব্লিউটিএ পাইলট বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি ছিল ২০টি, বর্তমান সরকারের সময়ে ১৭টি ফেরি নির্মাণ করা হয়েছে। স্টিমার সার্ভিসে ২টি বৃহৎ জাহাজ যুক্ত করা হয়েছে। আরো ২টি বৃহৎ যাত্রীবাহী নৌযান নির্মাণাধীন রয়েছে।

❑ বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ এবং শরীয়তপুর, চাঁদপুরের মতলব ও নারায়ণগঞ্জ এবং গজারিয়া ও মুন্সিগঞ্জ সদরের মধ্যে ফেরি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার বদনাতলী-চরশিবার নৌরুটে বদনাতলী ফেরিঘাট চালু করা হয়েছে।

❑ ফেরিতে ওভারলোডেড ট্রাকের মালামাল পরিমাপের জন্য এ পর্যন্ত ৬টি 'ওজন সেতু' স্থাপন করা হয়েছে। ৬টি ফেরিঘাটের জন্য ৬টি রেকার ক্রয় করা হয়েছে। ঢাকার চারিদিকে নৌপথে ১২টি ওয়াটার বাস চালু করা হয়েছে এবং নৌরুট খনন করা হয়েছে।

❑ ফেরি ও নৌযানের অবস্থান পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৪০টি নৌযানে ভেসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দর কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ২৮ ধাপ এগিয়েছে। লন্ডনভিত্তিক শিপিং বিষয়ক বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো সংবাদমাধ্যম 'লয়েডস লিস্ট (Llozds List)-এর ২০১৭ সালের জরিপে (২০১৮ সালে প্রকাশিত) বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি কন্টেইনার পোর্টের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৭০তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ছিল ৯৮তম।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায় ১৩৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে CTMS (Computerized Container Terminal Management System) প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার নিমিত্তে কর্ণফুলি চ্যানেলে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) স্থাপন করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার স্ক্যানিং করার জন্য ২০১৫ সালে 'মোবাইল স্ক্যানিং ভেহিকেল' ক্রয় করা হয়েছে।

❑ বিগত ৯ বছর প্রকল্পের আওতায় এবং রাজস্ব খাতে চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য বিপুল সংখ্যক কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ বন্দরে তৈলবাহী জাহাজ বার্থিং ও খালাস কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ডলফিন জেটি-৪ নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন-নির্গমনকারী জাহাজসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (৪৫০০ বিএইচপি) একটি 'টাগবোট' সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন-নির্গমনকারী জাহাজসমূহে পানি সরবরাহের নিমিত্ত প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি 'ওয়াটার সাপ্লাই ভেসেল' সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি বিশেষায়িত জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পেয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে 'সাউথ কন্টেইনার ইয়ার্ড' চালু করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার লোডিং-আনলোডিং দ্রুত ও সহজতর করার লক্ষ্যে দেশের প্রথম 'রেল মাউন্টেড গ্যান্ট্রি ক্রেন' চট্টগ্রাম বন্দরে সংযোজন করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরে একসঙ্গে ৯০০ গাড়ি রাখার ব্যবস্থা রেখে দেশের প্রথম 'কারশেড' চালু করা হয়েছে। দুটি কার ক্যারিয়ার ক্রয় করা হয়েছে।

❑ মংলা বন্দরের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত ড্রেজিং-এর লক্ষ্যে ৪৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে দু'টি কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ পশুর নদীর নাব্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হারবার এলাকায় ১১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে।

❑ মংলা বন্দরে মালামাল দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে হ্যান্ডলিং-এর জন্য ১৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার, ৬টি ফর্কলিফট ট্রাক, ২টি টার্মিনাল ট্রাক্টর ও ২টি কন্টেইনার ট্রেইলার সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ বন্দরে দিবারাত্রি নির্বিঘ্নে জাহাজ আগমন ও নির্গমনের জন্য ২১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬২টি বিভিন্ন ধরনের লাইটেড বয়া, ২টি রোটেটিং বীকন এবং ৬টি জিআরপি লাইট টাওয়ার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি পশুর চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বন্দরে আগত জাহাজ হ্যান্ডলিং-এর লক্ষ্যে মংলা থেকে হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত পাইলট আনা-নেওয়ার নিমিত্তে ২১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি পাইলট বোট ও ১টি পাইলট ডেসপাচ বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ১৯শে নভেম্বর পটুয়াখালীতে পায়রা সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হয়েছে।

❑ পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ১১২৮ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়সংবলিত প্রকল্প চলমান।

❑ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) বর্তমানে দুটি জাহাজের বহর নিয়ে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যে নিয়োজিত থেকে সরকারের খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

❑ ঢাকায় বিএসসি'র নিজস্ব জায়গায় বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ শেষে উদ্‌বোধন করা হয়েছে। বিএসসি'র মেরিন ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

❑ ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২টি স্থলবন্দরের গেজেট করেন। এর মধ্যে ২টি সচল ছিল। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরো ১৩টি স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের সময়ে ৮টি নতুন স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা এবং ৯টি অচল বন্দর সচল করা হয়েছে।

❑ বেনাপোল বন্দরে ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াতকারী যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুটি অত্যাধুনিক বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ২০১৪ সাল থেকে ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS)' এবং 'ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম' স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান। কাজটি সম্পন্ন হলে উপকূলীয় অঞ্চলে চলাচলকারী নৌযানসমূহের মনিটরিং, নিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ লাইট-হাউজ সুবিধা এবং সরকারের রাজস্ব আদায়ও বৃদ্ধি পাবে।

❑ বর্তমান সরকারের সময়ে সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও পাবনায় ৪টি মেরিন একাডেমির স্থাপনের কাজ চলমান।

❑ ২০১১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের সময়ে মাদারীপুরে একটি ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রামে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে ৬তলা বিশিষ্ট একটি ক্যাডেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে কন্টেইনার ঢাকায় আনা-নেওয়ার জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও-এ বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে বার্ষিক ১,১৬,০০০ টিইইউস কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং-এর সংস্থানসহ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদী যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহণে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে ৩২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

❑ ৪০০০ পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকার ১,৬৫,৩৪৩ পরিবারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃব্যবস্থা ইত্যাদি মৌলিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র মেরামতসহ ৫,১০৯ জন পাড়াকর্মীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ, ৪৩৪২ জন পাড়াকর্মীদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, ৪০৩ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ৩২,৮৪০ জনকে চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে ৫৪,০০০ শিশু প্রি-স্কুলে অধ্যয়নরত। পাড়াকেন্দ্র থেকে ২ লক্ষের বেশি শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

❑ এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষুদ্র ও পশ্চাৎপদ নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবছর ১০০০ জন শিক্ষার্থী খাদ্য, আবাসন, পোশাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও উপকরণ বিনামূল্যে প্রাপ্তিসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করছে।

❑ প্রতিরোধযোগ্য রোগের সংক্রমণ হ্রাস এবং অ্যানিমিয়া প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার সকল শিশু, নারী ও গর্ভবতী নারীকে টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

❑ এছাড়াও পাড়াকেন্দ্রে ৬-২৩ মাস বয়সি ৯৪,৭২৪ জন শিশুদের জন্য ভিটামিন-মিনারেল পাউডার, কিশোরী ও গর্ভবতীদের আয়রন ট্যাবলেট, ১,২২,৪৩৫ জন প্রসূতি মায়েদের জন্য ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ, ৫৩৪ জনকে DNI প্রশিক্ষণ ও ২০৪৫ জনকে MNHI প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

❑ প্রকল্প এলাকায় ১২০টি নলকূপ স্থাপন ও সংস্কার, ৫,৪২৩টি স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ, ১,৩৫০ জন কেয়ার টেকার প্রশিক্ষণ ও টুলবক্স বিতরণ এবং ১,২০৫টি ওয়াশিং ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।

❑ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ৪১৭.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৮ থেকে ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান জেলায় ২৩৬টি, রাঙামাটি জেলায় ১২০টি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১২০টি ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়।

❑ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৪৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান জেলায় ২১২৪টি, রাঙামাটি জেলায় ১৭৫৩টি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১৫৩৭টি ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়।

❑ সাজেক রুইলুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষের লক্ষ্যে ২৪টি ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়।

❑ আরো ৫০০০টি সোলার হোম সিস্টেম ৫৮৯০টি মোবাইল চার্জার এবং ১২ ওয়াট পিকের পরিবর্তে ৩২ ওয়াট পিকের ২৩১৫টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ ঢাকার বেইলি রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন।

❑ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় এ পর্যন্ত মোট ২৪৬০ পরিবারকে বিভিন্ন মিশ্রফলের চারা, প্রয়োজন মতো সার এবং প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (১টি সিকেচার, ১টি হাসুয়া ও ১টি স্প্রেয়ার মেশিন) ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২য় শীর্ষক পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ৫ বছরে ৮৪.৬২৮ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ, ১,৫০৭টি নলকূপ স্থাপন, ১১৮টি রিংওয়েল স্থাপন, ১২,২৪০ মিটার সিঁড়ি নির্মাণ, ১৭৮১টি পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার পাম্প সরবরাহ, ১৯টি পানি সংরক্ষণকারী ট্যাংক নির্মাণ, ৩৯,৮৮৮ মিটার সেচনালা নির্মাণ, ২০৭ মিটার বাঁধ নির্মাণ, ১৯টি

'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স'-এর মডেল

জিএফএস/আইএফজি নির্মাণ, ৬টি সাইট ওয়াটারশেড নির্মাণ, ৩০১.১৫ মিটার ফুটব্রিজ নির্মাণ, ৫৭৪.৫০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ, ৪,০৩২.৯৫ মিটার ইউ-ড্রেইন নির্মাণ, ১০টি পুকুর খনন এবং ৯টি মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ তাছাড়া, তিন পার্বত্য জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৫৮টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, উপকারভোগীদের সহায়তার ৬০০টি ভিলেজ ম্যাপিং ট্রেনিং এবং মূল্যবান শস্যাদি/ফলাদি/উৎপাদনে, উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে MAD Component-এর আওতায় ২,৪৫৪টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ইউএনডিপি কর্তৃক প্রমোশন অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস (ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ) প্রকল্পটি ১০৯৭.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

❑ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৪১টি বিদ্যালয় সংস্কার, ৪০টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, ৬১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও ১০৫টি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ ৬,২৮০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক-মাঠ-স্কুল নির্বাচন, কৃষক-মাঠ-স্কুলের প্রদর্শনী প্লটের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ এছাড়াও জুমচাষের ওপর গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার ১০টি উপজেলায় ৩৫৪টি পাড়ার সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার ৭,৫৯৬ জন প্রকৃত কৃষক নির্বাচন করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ১ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

❑ রাঙামাটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩০টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৮টি সরকারি অফিস/সংস্থা জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

❑ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স-এর মাধ্যমে ১২,২২৩টি উপজাতীয় শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

❑ গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আওতায় পার্বত্য এলাকায় বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

❑ ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়।

❑ প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিট ভর্তির হার ৯৭.৯৪%-এ উন্নীত হয়েছে।

❑ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে মিড-ডে মিল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ, উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা-চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ বিগত ১০ বছর ধরে বছরের প্রথম দিন বই বিতরণ বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

❑ ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২.৪৯ কোটি ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে চার রং বিশিষ্ট পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ঝরে পড়া রোধ, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে উপজেলাভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫৫ হাজার শিক্ষার্থীদের মাঝে মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হতো। ২০১৬ সাল থেকে বৃত্তির সংখ্যা বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৫ শত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধসহ পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৯৩টি দারিদ্রপীড়িত উপজেলায় ৩৩ লাখ ৯৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে ১৩৬টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে।

❑ 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সংযোগসহ ৫৫টি পিটিআইতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৫০৩টি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৫৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম ও সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে।

❑ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর আওতায় জুন ২০১৫ পর্যন্ত ২০১৪টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ১৯,৮১৯টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১৫,০৫৪টি শ্রেণিকক্ষ মেরামত, ২৫,৬২১টি টিউবওয়েল স্থাপন, ১২,২৫৫টি ওয়াশব্লক নির্মাণ ও ১৯,২২৬টি টয়লেট মেরামত, ৩৬টি পিটিআই সম্প্রসারণ ও মেরামত, ১১৮টি উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ ও মেরামত, ১০৩টি রিসোর্স সেন্টার সম্প্রসারণ ও মেরামত করা হয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১,১২৩টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৫,১২৮টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ২০১৩ সালের ৯ই জানুয়ারি ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণার পর ইতোমধ্যে ২৫,৮৩১টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।

❑ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য সংশ্লিষ্ট ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন করে মোট ৩৭,৬৭২টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে নবসৃষ্ট পদসহ বিভিন্ন শূন্যপদের বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে ৩,৯০১ জন, সহকারী শিক্ষক রাজস্ব পদে ৬৯,৪০৪ জন, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য সৃষ্ট পদে ৩৪,৮৯৫ জনসহ মোট ১,০৮,২০০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০১০ সাল থেকে সারাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে।

❑ তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদের বিদেশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ শিশুদের গণতান্ত্রিক চর্চা ও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুষ্ঠু নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১০ সাল থেকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন চালু রয়েছে।

❑ রূপকল্প-২০২১ রূপায়নের স্বার্থে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া সংযোজনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

❑ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হিসেবে বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে নানাধিক জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে।

❑ বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ও সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বিগত ১০ বছরে প্রায় ৫৭ লক্ষ ৫৪ হাজার কর্মী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মী গমন করেছে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৩ জন ও অর্জিত প্রবাস আয় ১১,৮৭৭.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ অভিবাসনে পিছিয়ে থাকা ৪২টি জেলা চিহ্নিতকরণপূর্বক এসকল জেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে। 'বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৮২৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে বিদেশে গমনকারী নারী কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ১০ বছরে বিদেশে নারী কর্মী গমনের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৩ জন।

❑ বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার (+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩, +৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩, +৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮) স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের অভিযোগ/সহযোগিতার বার্তা জানাতে পারছেন।

❑ বিদেশে কর্মী প্রেরণ সংখ্যা ১৬৫টি দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরবে প্রায় ৮ লক্ষ, মালয়েশিয়ায় ২ লক্ষ ৬৭ হাজার এবং ইরাকে ১০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে অনিশ্চয়তা দূর করা হয়েছে। ২০১৫ সালের জুলাই থেকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে সৌদি আরবে নারী কর্মী গমন করছে। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের নিকটাত্মীয় পুরুষ কর্মীও সৌদি আরবে গমন করতে পারছে।

❑ সিল্ক রুট অঞ্চলের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সাল থেকে বুদাপেস্ট প্রসেসের বিভিন্ন সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

❑ ২০১৭ সালে ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৫টি ট্রেডে মোট ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২১টি টিটিসিতে জাপানিজ, কোরিয়ান, আরবি, ইংরেজি এবং চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ ঢাকাসহ ৩৬টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

❑ অনলাইনে ভিসা চেকিং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ বিদেশে বৈধভাবে গমন করে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে বোর্ড থেকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ২০০৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৭টি দেশে ১৮টি নতুন শ্রম উইং খোলা হয়। বর্তমান শ্রম উইং-এর সংখ্যা ৩০টি।

❑ মহিলা গৃহকর্মীদের বিনা অভিবাসন ব্যয়ে মেগা ও মুসানেদ পদ্ধতিতে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে গৃহকর্মী পেশায় প্রেরণ করা হচ্ছে। কাতারসহ কয়েকটি দেশে বিশেষ কিছু পেশায় পুরুষ কর্মীদেরও বিনা অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে ২০তলা বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ভবন

❑ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ জোগাতে ২০১২ সাল থেকে সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

❑ বিদেশগামী কর্মীদের যাবতীয় সেবা একই স্থান থেকে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে ২০ তলা বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ করা হয়।

❑ প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

❑ ২০১১ সালে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

❑ প্রায় ১০ বছরে ৩৩০.১৫ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণ। ৯১টি স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ ও ২৪৮.৫০ কি.মি. মিটারগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর। নতুন ৭৯টি রেল স্টেশন নির্মাণ। ২৯৫টি নুন রেলসেতু নির্মাণ।

❑ রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ৩০ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৪৫) একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত।

❑ রেলপথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। রেলের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ৬১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে।

❑ সর্বমোট ১১৩৫.২৩ কি.মি. রেললাইন উন্নয়ন/পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ। ১৭৭টি রেলস্টেশন উন্নয়ন/পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ।

মেট্রোরেলের মডেল

❑ ৬৪৪টি রেল সেতু পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ। ৪৬টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ (২০টি এমজি ও ২৬টি বিজি) এবং ২০টি ডিইএমইউ, ৫১৬টি (৫০টি এমজি ফ্ল্যাট + ৫০টি এমজি ফ্ল্যাট + ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট + ১৬৫টি বিজি ট্যাঙ্ক + ৮১টি এমজি ট্যাঙ্ক) ওয়াগন সংগ্রহ এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান (৫টি + ৫টি + ৬টি + ১১টি + ৩টি) এবং ২৭৭টি পুনর্বাসন।

❑ ৯০টি সিগন্যালিং উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং ৯টি পুনর্বাসন। ১১৭টি নতুন ট্রেন চালুকরণ। ৩৬টি ট্রেন সার্ভিস/রুট বর্ধিতকরণ। ২টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ। ৬৮টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নের কাজ চলমান।

❑ ১টি (ডুয়েলগেজ) হুইল লেদ মেশিন স্থাপন। বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস সংগ্রহ।

❑ ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে নতুন যাত্রীবাহী কোচ দ্বারা ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বিরতিহীন আন্তঃনগর 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস' ট্রেন উদ্‌বোধন।

❑ তারাকান্দি-বঙ্গবন্ধু সেতু (পূর্ব) ৩৫ কি.মি. নতুন রেলওয়ে সেকশন নির্মাণ। এ সেকশনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

❑ লালমনিরহাট থেকে বুড়িমারী পর্যন্ত ৯৫ কি.মি. সংস্কারকৃত রেললাইনে ট্রেন চলাচল চালু।

❑ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ও পাচুরিয়া-ফরিদপুর বন্ধ রেলওয়ে সেকশন পুনঃচালুকরণ।

❑ রেলে অনলাইন টিকেটিং ব্যবস্থা চালু। ট্রেন ট্র্যাকিং অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (TTMS) চালু।

❑ যাত্রীদের তথ্য প্রদানের জন্য কল সেন্টার '১৩১' চালু ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্তি এবং ট্রেনের তথ্য জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

❑ লাকসাম-চিনকি আস্তানা সেকশনে ৬১ কিলোমিটার এবং টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ৬৪ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণকাজ সমাপ্ত।

❑ ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ৩২১ কিলোমিটারের মধ্যে ২৪৩ কিলোমিটার ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল করছে। আখাউড়া-লাকসাম সেকশনে ৭২ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ চলমান।

❑ ঈশ্বরদী থেকে ঢালারচর পর্যন্ত ৭৮.৮০ কিলোমিটারের মধ্যে ২৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

❑ পুকুরিয়া-ভাঙ্গা ৬.৬০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

❑ নাভারণ থেকে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং-এর আওতায় ১১ কিলোমিটার রেললাইন পুনর্বাসন এবং ২.৮৭ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।

❑ ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। ট্রেন চলাচল করছে।

❑ ৮ই এপ্রিল ২০১৭, বিরল-রাধিকাপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত রেল সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। ৯ই নভেম্বর খুলনা ও কলকাতার মধ্যে আন্তঃদেশীয় প্যাসেঞ্জার বন্ধন এক্সপ্রেস উদ্‌বোধন। ২৫শে নভেম্বর থেকে বন্ধন এক্সপ্রেস কলকাতা-খুলনা-কলকাতা রুটে চলাচল করছে।

❑ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ সিঙ্গেল লাইনের সমান্তরালে ১৬.১০ কিলোমিটার ডুয়েলগেজ নতুন একটি রেল লাইন নির্মাণকাজ চলছে।

❑ কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৪১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

❑ প্রবীণ ব্যক্তিদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ঘোষণা প্রদান।

❑ হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি।

❑ বিগত ১০ বছরে বয়স্কভাতা খাতে ১৪১৯৯.৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা খাতে ৩২৬৭.৬১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বাজেট ৮০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। বিগত ১০ বছরে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে ১১৭১.৫৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ বিগত ১০ বছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বাবদ ৬৬৫.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে সকল ভাতাসমূহ ভাতাভোগীর নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

❑ ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ G2dr (Government to Person) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান শুরু হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে, যাতে ৫৬ লক্ষ ভাতাভোগীর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

❑ দেশব্যাপী ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিটি কেন্দ্রে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু, যা থেকে বছরে প্রায় ৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরাসরি সেবা পাচ্ছে।

❑ ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেইজ তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে মেধাবী গরিব শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির' আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২,৯৫৫ জনকে ১১২৮.৮২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

❑ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর) জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৭৬ হাজার ব্যক্তির প্রশিক্ষণ, বিশেষ ভাতা এবং শিশুরা উপবৃত্তি পাচ্ছে।

❑ পল্লি অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লি সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লি মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি), দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং আশ্রয়ণ কার্যক্রম এ চারটি কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৮১ জন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১১তম 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অটিজম শিশু-কিশোর পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

❑ পথশিশুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য স্থায়ীভাবে ১২টি শেখ রাসেল প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যাতে ২৩টি আবাসস্থলে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৯০৪৯ জন (৪৪৩৩ জন বালক ও ৪৬১৬ জন বালিকা) শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

❑ গ্রামীণ দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রোগকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করে জনগণের দোরগোড়ায় সমাজসেবাকে পৌঁছে দেওয়া সহজতর করা হয়েছে।

❑ বিগত ১০ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মোট ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যাতে জিওবি অনুদান ৬৩৫.৮৪ কোটি টাকা।

❑ ৮টি শিশু পরিবার-এর হোস্টেল ভবন নির্মিত হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতাল ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ-এর জন্য পৃথক ১৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮টি হাসপাতাল ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিগত ১০ বছরে মোট ৪৫৩.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিগত ১০ বছরে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪১৬.৮৪ লক্ষ জন এবং অর্থ বিতরণের পরিমাণ ১৯১৪০.২৯ কোটি টাকা।

❑ চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৭ লক্ষ জন এবং বরাদ্দ ৪৩১৬ কোটি টাকা।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

❑ আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকার সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৮ শতাংশ আবাসন সুবিধাকে ২০২০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার কাজ চলছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে নির্মিত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্য ৭৬টি ফ্ল্যাট এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবন

জন্য ৪৪৮টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৫৪৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৩০৬টি ফ্ল্যাট ও ডরমেটরির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা শহরের আজিমপুর, মতিঝিল, মিরপুর ৬ নম্বর সেকশন, মিরপুর পাইকপাড়া, মালিবাগ, ইস্কাটন, তেজগাঁও, জিগাতলা ও নারায়ণগঞ্জের আলীগঞ্জে এ সকল প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ সকল প্রকল্পের মধ্যে ঢাকার বেইলি রোডে মন্ত্রিবর্গের জন্য ৫৯৭৬ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট ১০টি ফ্ল্যাট ও ঢাকার ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও গ্রেড-১ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য ১১৪টি ফ্ল্যাটসহ ঢাকার গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি ফ্ল্যাট এবং চট্টগ্রাম শহরে ১৫টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৫৭৬টি আবাসিক ফ্ল্যাটে ও ৬৪টি ডরমেটরি নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

❑ রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে স্বল্প ও মধ্যআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে উত্তরা তৃতীয় পর্ব, পূর্বাচল নতুন শহর এবং ঝিলমিল প্রকল্পে বরাদ্দ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ২২০০০ প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং উত্তরা তৃতীয় পর্বে ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের আওতায় কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে কাঞ্চন ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ১৩.৩০ কিমি. ৮ লেন দীর্ঘ পূর্বাচল সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জি-টু-জি ভিত্তিতে উত্তরা ৩য় পর্বে ৮৪০০টি ফ্ল্যাট এবং পিপিপি'র আওতায় ঝিলমিল রেসিডেনশিয়াল পার্কে ১৩৯২০টি ফ্ল্যাট এবং নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক পূর্বাচলে আইকনিক টাওয়ার হিসেবে একটি ১৪২তলা ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

❑ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ইতোমধ্যে ১২৫১টি প্লট ও ৫৫৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ ও ২৭৮০টি প্লট উন্নয়নের কাজ চলছে।

❑ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫.২০ কিমি দীর্ঘ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড ৬কিমি দীর্ঘ লুপ রোড, মুরাদপুর ২ নং গেইট ও জিইসি জংশনে ৬.৮০ কিমি. দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কিমি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৭২টি প্লট উন্নয়ন ও ২০৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

❑ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ২৫৯টি প্লট উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রাজশাহী কোর্ট এলাকা থেকে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত এবং নাটোর রোড (রুটের) থেকে বাইপাস পর্যন্ত ৭.২৫ কিমি রাস্তার প্রশস্তকরণের কাজ দ্রুতগতিতে চলমান রয়েছে।

❑ নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া, রংপুর ও ময়মনসিংহ শহর ও সংলগ্ন এলাকায় মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব দ্য হোল কান্ট্রি কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক ঢাকার বিদ্যমান ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান (ড্যাপ) রিভিউ করে আরো বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী করে ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম সমাপ্তির পথে।

❑ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ৮টি সরকারি অর্থায়নে ও ১৬টি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। এরমধ্যে আবাসন, রাস্তা সম্প্রসারণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও গবেষণাধর্মী প্রকল্প রয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ ২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত মোট ১০,৮১,৭৬৬ জন হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালন করেছেন।

❑ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ১,১১,৮৮৫টি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দুঃস্থদের সর্বমোট ১৯৮,২৪,১৬,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতি উপজেলায় ২টি করে মোট ১,০১০টি

'দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসা' (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠা এবং ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

❑ নিজস্ব অর্থায়নে ৮৭২২ কোটি টাকার প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❑ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁও প্রধান কার্যালয়ে 'হালাল ল্যাব' চালু করা হয়েছে। ওআইসির মহাসচিব কর্তৃক ৪ঠা আগস্ট ২০১৭-এর উদ্‌বোধন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জুলাই ঢাকায় আশকোনা হজক্যাম্পে 'হজ কার্যক্রম-২০১৮'-এর উদ্‌বোধন শেষে হজযাত্রীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন–পিআইডি

❑ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় ইমাম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

❑ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে নিয়মিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, মাদক বিরোধী প্রচারণা, নারী-শিশু পাচার, যৌতুক, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং মসজিদে প্রাক খুতবা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ 'মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৫ হাজার ৫০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২ লক্ষ ২০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাক্ষরতা ও ধর্মীয় জ্ঞান দান করা হয়েছে।

❑ হিন্দু ধর্মীয় নেতা তথা পুরোহিত ও সেবাইতদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য ২০১৫ সালে ২৪.৪২ কোটি টাকার 'আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে জুন, ২০১৮ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/শ্মশান ঘাট মেরামত ও সংস্কারের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে জুন, ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দেশের বিভিন্ন অসচ্ছল বৌদ্ধ বিহারে বিশেষ অনুদান হিসেবে বিলিবণ্টন করা হয়েছে।

❑ ২০১৫ সাল থেকে 'প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৬,০০০ বৌদ্ধ শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

মডেল মসজিদ

❑ ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮' এবং 'খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮' প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ ২০১৫ সাল থেকে সরকার ই-হজ সিস্টেম চালু করেছে। বর্তমান ই-হজ সিস্টেমে হজ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❑ মোবাইল অ্যাপ হজ গাইড হিসেবে কাজ করছে।

❑ ওয়াকফ প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ওয়াকফ এস্টেটসমূহের ডাটা বেইজ প্রস্তুতকরণ করা হয়েছে।

❑ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর করা হয় এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়।

ও নদী পাগল

সৈয়দ শাহরিয়ার

কতবার তরী বের করে
বাইতে পারে না পড়ে থাকে ঘাটে
একবার
ভেলায় দাঁড়ানো টলোমলো বর্ষা বিদ্ধ
হাত পাকেনি তখনো চিনে নিতে হতো
ডিঙি, ছিপ, বজরা, পানসি...
ময়ূরপঙ্খির ঢেউ তোলা স্বপ্ন ভাসে
বাইতে যাওয়া গাঙে
ঢের জানে কত পরে
নদীর এখন ভাবে–ভরা দিন কাল
চলে না দু'হাত মেলে স্রোত-সুখী পাড়ে
বন্ধু প্রেমে মজে বালুর কাফন তলে!
মন মাঝির রোদন
ধূ ধূ হাওয়ায় ফেরে
খুঁজে বেড়ায় হারাণ দাস চকে চকে
খোয়াজ খিজিরের সীমা দেয়া আশা
পেলে দাগ টেনে দিলে ধারা বয়ে যাবে!
কায়েমি চরের জেলে হাসি জ্বলে রোদে
গাঁ ছাড়া জেলেরা জানে ও নদী পাগল!

ফেরা

সাদিয়া সুলতানা

আমাকে এগিয়ে দেবে বলে
অনেক দূর চলে এলে তুমি
এরপর ফিরতে পারবে তো?
কী পেলে নিঃস্বার্থ দীর্ঘ পথ চলায়
আকাশের তারা গুণে-গুণে, জেনে গেছ
হাজার তারার আলো ম্লান হয়ে যায়
একটি চাঁদের আলোর কাছে।
আমি চাঁদ হবো না,
তোমার জীবনের আধার ঘুচবে না,
তুমি ফিরে যাও আলপথ ধরে
জীবনের এই সায়াহ্নে।

উন্নয়নের মহাকাব্য

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

উন্নয়নের মহাকাব্য বাংলাদেশ আজ বিশ্বে
দেশি-বিদেশি অবাক বিস্ময় কাব্য কলার দৃশ্যে!
মহাকাব্য সৃষ্টি করে
বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কেড়ে
মানবতার কৃষ্টি গড়ে
শেখ হাসিনাই শীর্ষে।

উর্দুতে লেখল বাংলা

শাহরিয়ার নূরী

শব্দেরা অল্পই ছিল মুখে ন্যানো মাপে
হয়ত বলে বা চুপ থাকে, তবু
শিকড় মাটি নক্ষত্র আর মানুষ উঠে আসত
বারান্দার চেয়ারটা ঘিরে আমরা বুঝে নিতে চাইতাম
দুনিয়াটা একটি দেশ হলে ভূ-ভাগ কেবল সমুদ্র ঘেরা,
সুখ-স্বপ্নের হয়েছে ফেরা ওই অবিশ্বাস্য ঘোরে?
গোশতের সুরুয়া গম্ভীরভাবে কাত হয় হেসে!
চলছিল ভালো চালচুলোহীন! পথের দূরত্ব
ধীরে নামে শূন্যে ১৮, তোপখানায়, যার একমাত্র
বাসিন্দা কি তিনি?
পাসপোর্ট আছে দেশ নেই, দেশ আছে বাড়ি নেই,
বাড়ি আছে দলিল নেই, দলিল আছে দখল নেই,
দখল আছে মানুষ কই!
কেমন সব হিসাব যার কোনো পরিবার নেই,
এলাহাবাদী! যদিও ঢাকায় থেকেছে ১৯৪৭'র পর
সালাম-বরকতকে নিয়ে উর্দুতে লেখল 'বাংলা'!
বাঙালির মাদ্‌রি জবানের জন্য নাসতালিক হরফে
চিকা মারা দেয়ালে, লেখত উর্দু গল্প
পাত্র-পাত্রী বাঙালার
১৯৮১ সালে আফগানিস্তানের কবির জানবেশ হঠাৎ ক্লাবে
অনশনে বসেছিলেন স্বদেশে ঢোকা বিদেশি তাড়াতে
তাকে কেউ 'কাব্য' বলেছিল?
কবির-বচন আছে মাণিক-সোহেল অপঘাতে মৃত 'দৈনিক দেশে',
আক্রান্ত কুয়েতের প্রবাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আর্তনাদ মনে পড়ে?
অথচ একটি কবিতার জন্য মাত্রা কত কত চালে
জানু, জনু, জেনো, বসার জায়গা হয় জেনো সাইড!
জয়নাল আবেদীনকে কে চেনে?
এই ক্লাবের নতুন যে মেয়েরা ওরা এত উঁচু
সদস্যবৃন্দ তাদের স্কন্ধ দেখেছে তার ওপর মেঘ ভাসে,
শুধু ওইদিন মেঘমালা গলে যায়
ওদের সবার মাথা ছিল নীচু
চেয়ারটা একা শূন্য...

জয়তু চন্দ্রাবতী

লিলি হক

পৃথিবী বিখ্যাত কালজয়ী সৃষ্টি প্রেম,প্রীতি, ভালোবাসার
ঐতিহ্যে লালিত, প্রেমিক মনের উচ্ছ্বাসে রচিত
কৃষককুলের কণ্ঠে খচিত, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত,
চন্দ্র কুমার দে'র চয়নে, নয়ান ঘোষ প্রণীত, ময়মনসিংহ
অঞ্চলের অসাধারণ প্রেমকাহিনির স্রোতধারায় উদ্ভাসিত।
অসংখ্য চেনা ফুলের মৌ মৌ গন্ধের সৌরভে সুরভিত
চম্পা, জুঁই, মল্লিকা, মালতি, রক্তজবা, অপরাজিতা,
নাগেশ্বর, গাঁদা নানা জাতের সুঘ্রাণে আমোদিত
'জয়ানন্দ চন্দ্রাবতী' দুটো হৃদয়ে উপচে পড়া ভালোবাসার
হীরা, চুনী, পান্নার আবেগমথিত প্রেমের সাম্পানে
ঢেউ তুলে ভাসিয়েছিল ভেলা যা এখন অন্তর থেকে অন্তরে
'পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে চন্দ্রাবতী পালা,
অসংখ্য প্রেমিক হৃদয়ে করছে খেলা।

রাখাইনে রোহিঙ্গা নির্যাতনের একটি চিত্র

আর‍্যা বার্মাত নযাইয়্যুম

সুফিয়া বেগম

১৫ই নভেম্বর ২০১৮ উনচিপ্রাং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৩০০ জন তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গাকে জড়ো করা হয়েছিল মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে যেতে রাজি ছিল না। দুপুর ১২টার দিকে প্রত্যাবাসন গাড়িতে ওঠার আহ্বান জানানো হলে তাঁরা চিৎকার করে জানায়, আর‍্যা বার্মাত নযাইয়্যুম। আশপাশের রোহিঙ্গা শিবির থেকে হাজার হাজার রোহিঙ্গা এসে জড়ো হতে থাকে। তারা প্রত্যাবাসন বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করে। রোহিঙ্গা নেতারা এ সময় চিৎকার করে বলতে থাকে, জোর করে যদি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পাঠানো হয়, তবে তা হবে মানবাধিকার লঙ্ঘন।

স্বেচ্ছায় ফিরতে আগ্রহীদের জন্য বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে অন্তর্বর্তীকালীন শিবির তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ১৫ই নভেম্বর ২০১৮ সালে অন্তর্বর্তীকালীন শিবির ফাঁকাই ছিল। এসব তথ্য জানা যায় বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে। নাফ নদীতে দেখা যায়নি রোহিঙ্গা পারাপারের কোনো নৌকা বা ট্রলার। পাঁচ কিলোমিটার নাফ নদী পার হয়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডুতে যেতে হয়। এ পথও প্রত্যাবাসনের জন্য তৈরি রেখেছিল দুদেশের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সড়ক ও নৌ উভয় পথ রোহিঙ্গাদের জন্য উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় বার্মা বা মিয়ানমারে যেতে রাজি ছিল না। এখন নানা মনে প্রশ্ন জেগেছে, আদৌ কি রোহিঙ্গারা ফিরে যাবে নিজ ভিটেমাটিতে? বাংলাদেশ তাদের অস্থায়ী নিবাস। বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা শরণার্থী। রোহিঙ্গা মুসলিম জাতি রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী।

রোহিঙ্গা সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই সমস্যাটিকে আর বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে দেখবার সুযোগ নেই। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ভূরাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। মিয়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থান চীন, ভারতসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের জন্য খুবই আকর্ষণীয়। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যা আর মিয়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থান একসূত্রে গাঁথা। ভূরাজনৈতিক খেলায় ভারত, চীন ও রাশিয়া কেউ পিছিয়ে নেই। ইতঃপূর্বেই ভারতকে ডিঙিয়ে চীন মিয়ানমারকে নিজের কবজায় আনতে পেরেছে। মিয়ানমারের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে চীন যে 'বাণিজ্যিক হাব' তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে বলি হয়েছে রাখাইন অঞ্চলের দরিদ্র মুসলমান রোহিঙ্গা জাতি। শুধু মিয়ানমারই নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীন প্রভাব বিস্তারে খুবই তৎপর। চীন বাণিজ্যের জন্য সহজ পথ খুঁজছে। আন্দামান সাগরে যেতে চীন আর মালাক্কা প্রণালি ঘুরতে চাইছে না। খাল কেটে থাইল্যান্ডকে বিভক্ত করে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের খুব নিকটে সরাসরি পৌঁছতে চাইছে চীন। এ লক্ষ্যে চীন ১০ বছর মেয়াদি ১২০ কিলোমিটারের দীর্ঘ খালটি কাটতে চাচ্ছে। যার জন্য বিরাট আর্থিক বিনিয়োগে চীন রাজি। ইতঃপূর্বে উত্তর রাখাইনে কিয়াউপিত্ত বন্দর নির্মাণেও রয়েছে চীনের বিপুল অর্থ বিনিয়োগ। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মাঝে অবস্থিত সংকীর্ণ মালাক্কা প্রণালি, তাই ভূকৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মালাক্কা প্রণালি দিয়ে বছরে ৮৪ হাজার জাহাজ যাতায়াত করে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে, খুব তাড়াতাড়ি এই পথে জাহাজ যাতায়াতের সংখ্যা বছরে ১ লাখ ৪০ হাজারে পৌঁছবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, মালাক্কা প্রণালি পরিসরে ১ লাখ ২২ হাজার জাহাজ যাতায়াতের ক্ষমতা রাখে। সমগ্র এশিয়ার বাণিজ্যে পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে চায় চীন। যে কারণে মিয়ানমারের সমুদ্র উপকূলীয় রাখাইন প্রদেশ তাদের কাছে এখন এত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ চীন সাগরে বিতর্কিত কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করছে যে চীন সংস্থা, সেই সংস্থাকেই খাল কাটার দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। যদি থাইল্যান্ড চীনের প্রস্তাব মেনে নেয়, তবে সহজে এবং তাড়াতাড়ি আন্দামান সাগরে জাহাজ নিয়ে চলে আসতে পারবে চীন। চীন সাগর আর আন্দামান সাগরের মাঝের দূরত্ব অন্তত ১২০০ কিলোমিটার কমে যাবে। খাল খননে ব্যাংকক যাতে সম্মতি না দেয় ভারত সে বিষয় তৎপরতা চালাচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব ঠেকাতে এবার ভারত গাঁটছড়া বাঁধছে ফ্রান্সের সঙ্গে। চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকাতে ভারত-ফ্রান্স পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা বাড়াতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আওতায় দেশ দুটি পরস্পরের নৌঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের আঞ্চলিক প্রভাববলয় বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার বিষয় নিয়ে ইতোমধ্যে উদ্বিগ্ন বিশ্বনেতারা। সুয়েজ খাল থেকে মালাক্কা প্রণালি পর্যন্ত চীনের শক্তি বিস্তার বড়ো চিন্তায় ফেলেছে বিশ্বনেতৃবৃন্দকে। ২০১৭ সালে পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতিতে নৌঘাঁটি খুলে ঐ অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছে চীন। বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে বেইজিং 'এক অঞ্চল এক পথ' নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশকে ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। পাকিস্তানের গোয়াদরে বন্দর নির্মাণ করেছে চীন। শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা বন্দর তারা লিজ নিয়েছে ৯৯ বছরের জন্য। এছাড়া মালদ্বীপের কয়েকটি দ্বীপ কিনে নিয়েছে চীন। ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রে অবস্থিত ভারত। এতে দেশটি বেশ উদ্বিগ্ন।

রোহিঙ্গাদের অনুদানের স্বচ্ছতা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঢাকায় একটি দৈনিকের বার্তা সূত্রে জানা যায়, রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ অঙ্গ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলারের তহবিল এসেছে। প্রত্যেক রোহিঙ্গাদের জন্য এসেছে মাথাপিছু ৫৭ হাজার টাকা। তহবিলের কত অংশ রোহিঙ্গাদের জন্য, কত অংশ

বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার প্রধান ও মাঠকর্মীদের পেছনে ব্যয় হয়– তার হিসাব থাকা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিচ্ছে না। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এছাড়া বিদেশি বিশেষজ্ঞদের বেতন অনেক বেশি। এ কারণে পরিচালনা ব্যয় বাড়ছে। রোহিঙ্গারা প্রত্যাশার তুলনায় ইদানীং কম ত্রাণ পাচ্ছে। শুরুর দিকে রোহিঙ্গারা ত্রাণ বিক্রি করে দিত স্থানীয় বাজারে। রোহিঙ্গাদের ঘিরে কক্সবাজারের উখিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে বহু রোহিঙ্গা বাজার। এখন চাহিদার তুলনায় কম ত্রাণ পাচ্ছে রোহিঙ্গারা। তাই রোহিঙ্গারা কিছুটা হতাশ। অনেকেই ত্রাণ বিক্রি করে কিছু নগদ টাকা হাতে রাখতে চেয়েছে। দেশে যদি ফেরা হয়, তবে দরিদ্র রোহিঙ্গারা নগদ টাকায় কিছু করে খেতে পারবে– এই আশা ছিল অনেকেরই মনে।

এখনো আরাকানে মুসলমান রোহিঙ্গাদের ওপর ধীরগতিতে গণহত্যা অব্যাহত আছে। ২০১৭ সালের আগস্টে যে তীব্র সহিংসতার শিকার হয়েছে মুসলিম রোহিঙ্গা জাতি, তা কিছুটা কমেছে। তবে রোহিঙ্গারা তাদের গ্রামে এবং একটি বিশাল বন্দিশিবিরে অবরুদ্ধ আছে। ত্রাণ পৌঁছুতে পারছে না গ্রামগুলো ও শিবিরে। মিয়ানমার প্রশাসন কৌশলে স্বাস্থ্যসেবা ও জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাবার থেকে বঞ্চিত করে রাখছে রোহিঙ্গাদের। সহিংসতায় যত রোহিঙ্গা মৃত্যুবরণ করছে, তারচেয়ে বহু রোহিঙ্গা মারা যাচ্ছে খাদ্যাভাব ও চিকিৎসাহীনতায়। এটি শুধু জাতিগত নিধন নয়, জেনোসাইড বা গণহত্যা।

মিয়ানমার প্রশাসন রোহিঙ্গা নির্মূলে কৌশল পালটেছে। রোহিঙ্গা নির্মূলে এখন রাখাইনের বৌদ্ধরা এবং সেনাবাহিনী ধারালো অস্ত্র ও গুলি ব্যবহার করছে না, তবে খাদ্য ও চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করে রোহিঙ্গাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মিয়ানমার বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানবাধিকার সংগঠন ফাটিফাই বাইসসের গবেষক ম্যাথিউ স্মিথ বলেন, মিয়ানমার সাম্প্রতিক কৌশল পালটিয়েছে। যাকে গণহত্যা বলা চলে। অভুক্ত রেখে কৌশলে কোনো জনগোষ্ঠীকে দুর্বল করাটাও ভিন্ন ধরনের গণহত্যার বৈশিষ্ট্য। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে রোহিঙ্গারা। খাদ্য, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ভয়াবহ অবস্থা রাখাইন প্রদেশে বিরাজ করছে– তাই বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। প্রতিদিনই বাংলাদেশে আসছে রোহিঙ্গারা। এখন মিয়ানমারের সেনাদের আর হত্যাযজ্ঞের প্রয়োজন পড়ছে না। রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণের পরে আর বাঁচিয়ে রাখছে না সেনারা। এটিও একটি কৌশল। ধর্ষিত নারীরা বেঁচে থাকলে কিংবা পালিয়ে বাঁচলে মিডিয়া বিষয়টি জেনে যাবে। এটি চাচ্ছে না মিয়ানমার প্রশাসন।

ধর্ষণ, ডাকাতি আর মৃত্যু রাখাইন প্রদেশের নিত্যদিনের ঘটনা। এই লেখক কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ, নাইক্ষ্যংছড়ি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বহু নরনারীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ২০১৭ সালের আগস্টে সহিংস হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে রোহিঙ্গারা গণহারে নাফ নদী আর সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অভুক্ত থেকে অমানবিক পথযাত্রার ক্লান্তি আর আতঙ্ক রোহিঙ্গা নারী-পুরুষদের চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর আগে প্রয়োজন মিয়ানমারে নিরাপত্তাসহ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। প্রত্যাবাসন টেকসই না হলে বহুবার শরণার্থী হয়ে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নেবে বাংলাদেশসহ নানা দেশে। এখনো মিয়ানমারের পরিবেশ পরিস্থিতি ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। গণমাধ্যমকর্মী এবং অন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অবাধ চলাফেরা নিশ্চিত হয়নি মিয়ানমারে। সাহায্য সংস্থা, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মীদের রাখাইনে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ এখনো কার্যকর আছে। অথচ ২০১৮ সালের ২৩শে জানুয়ারি মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রী কিউতিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, চুক্তি অনুসারে আমরা রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানাতে পুরোপুরি প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দেখছি বাংলাদেশ এখনো প্রস্তুত নয়। অথচ এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা আমাদের কাছে আসেনি। তবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের দিনক্ষণ এখনো অজানা। ২০১৭ সালের ২৩শে নভেম্বর দুদেশের মধ্যে চুক্তি হয়। চুক্তির দুই মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবার কথা ছিল। কিন্তু কবে প্রত্যাবাসন শুরু হবে, তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছে না। ১৫ই নভেম্বর ২০১৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে রাজি হয় মিয়ানমার প্রশাসন। নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা, নিজ জমিতে ফেরার নিশ্চয়তাসহ ৮ দফা দাবিতে রোহিঙ্গারা সোচ্চার।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের মিয়ানমার বিষয়ক দূত ইয়াংঙ্গি লি কাতারভিত্তিক টেলিভিশন আলজাজিরাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তারা কোথায় ফিরবে? তারা জীবিকা হারিয়েছে, ফসল খুইয়েছে, জমিও তাদের দখলে নেই, তারা বাড়ি হারিয়েছে। কাজেই তাদের বাড়িঘর তৈরির কাজটি ব্যাপক। তাই তারা যেন আবারও শিবিরে বসবাসের শিকার না হয়। সাক্ষাৎকারটি ২১শে জানুয়ারি ২০১৮ আলজাজিরায় প্রচারিত হয়েছে। ইয়াংঙ্গি লি আরো বলেন, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যাবার মতো পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি। এছাড়া শরণার্থী রোহিঙ্গাদের মতামত জানতে হবে, তারা মিয়ানমারে স্বেচ্ছায় ফিরতে চায় কিনা।

মিয়ানমারের উত্তর রাখাইনে ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০১২ সালে সুচিকে দেওয়া এলি উইসেল পদক বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়াম। জাদুঘরের পরিচালক সুচির উদ্দেশে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন, নির্যাতনের মুখে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনা এবং হত্যাযজ্ঞের মুখে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করেই টিকে আছেন সুচি। তিনি রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের কোনো নিন্দা না জানিয়ে এই ধরনের নির্যাতনের কথা স্বীকারই করেননি কোনো গণমাধ্যমে। রাখাইনের বৌদ্ধরা, সেনারা নির্বিচারে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের ধর্ষণ করেছে, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে বুলডোজার দিয়ে চিহ্ন মুছে দিয়েছে বাড়িঘরের অথচ সুচি জেনেবুঝে নিরীহ রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেনি। চিঠিতে উল্লেখ করেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘকে সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং সাংবাদিকদের রাখাইন প্রদেশে বাধা দিয়ে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞের অপরাধ গোপন রাখতে ভূমিকা রেখেছেন সুচি।

কেমন আছেন রাখাইনের মুসলিম রোহিঙ্গারা? বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, রাখাইনে যে অল্প সংখ্যক রোহিঙ্গা এখনো রয়েছে, তারা ভালো নেই। নিজ ভিটেয় তারা দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ আছে। মিয়ানমার প্রশাসন অনেক রোহিঙ্গা পরিবারকে গ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্পে। ফলে তারা বাস করছে ক্যাম্পে বা শিবিরে। রোহিঙ্গা শিবিরগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয়। মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে রোহিঙ্গা পরিবারগুলো। কোনো জীবিকা নেই তাদের। কাজকর্মেরও অনুমতি নেই। বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে পাশের গ্রামে তারা যেতে পারে না। খাদ্যবস্ত্রের ন্যূনতম চাহিদা মেটে রেডক্রসের দেওয়া ত্রাণে। তবে রাখাইনে কতজন রোহিঙ্গা বসবাস করছে, তার হিসাব আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার কাছে নেই। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন– প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গা এখনো রাখাইনে বসবাস করছে। ২০১৭ সালের ২৪শে আগস্টের পূর্বে রাখাইনে প্রায় ১৫ লাখ মুসলিম রোহিঙ্গার বসবাস ছিল। এখন রোহিঙ্গা মুসলমানদের বেশিরভাগ গ্রাম জনশূন্য। গ্রামগুলো বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। পাখির যেমন থাকে নীড়, সিংহের গুহা কিন্তু হতভাগ্য ফিলিস্তিনিদের আর রাখাইনের মুসলিম রোহিঙ্গাদের আজ নেই নিজ বাসভূমি। এইসব হতভাগ্য মুসলমানেরা কি ফিরে পাবে তাদের পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি, ফিরে পাবে কি আজীবন লালিত যে স্বপ্ন– নাগরিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকা আর স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার!

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

সরকার প্রধানের কালপঞ্জি

[জানুয়ারি–ডিসেম্বর ২০১৮]

সুলতানা বেগম

সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই জানুয়ারি ২০১৪ তৃতীয়বারের মতো দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে গঠনমূলক ও দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন, যা সরকারের ভাবমূর্তি ও ইতিবাচক ইমেজ তৈরিতে রেখেছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। নিম্নে ২০১৮ সালে সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জানুয়ারি শেরেবাংলা নগরে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ওষুধ শিল্পকে 'প্রডাক্ট অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করেন।

❑ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৪ঠা জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ফেনীর মহীপালে দেশের প্রথম ৬ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২১শে জানুয়ারি সোনারগাঁও হোটেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন নাগরিক সেবা দিতে ৪০০০তম পাড়া কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন।

❑ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়িতে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্‌বোধন করেন।

❑ সোনারগাঁও হোটেলে ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-র পর্যটন মন্ত্রীদের দশম ইসলামিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৮ই ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালীর লেবুখালীতে 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস'-এর উদ্‌বোধন করেন। এছাড়া বরিশাল বিভাগের উন্নয়নে ৩৯টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৩৩টির ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১১ই ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৪১তম বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ইতালি যান। অধিবেশনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৮ই ফেব্রুয়ারি বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন এবং চায়ের নতুন জাত বিডি ক্লোন-২১ অবমুক্ত করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে ৩৩টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১লা মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৩' প্রদান অনুষ্ঠানে ৩২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে পদক ও চেক প্রদান করেন।

❑ খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে ৩রা মার্চ এক জনসভায় সুইচ টিপে ৪৮টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৫২টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১১ই মার্চ সিঙ্গাপুর সফরে যান। সফরকালে তিনি সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠককালে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল ২০১৮ সিডনির আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'গ্লোবাল উইমেন সামিট'-এর প্রেসিডেন্ট Irene Natividad-এর কাছ থেকে গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন–পিআইডি

❑ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল অ্যাকাডেমিতে ২১শে মার্চ 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১লা এপ্রিল চাঁদপুর সফর করেন। সফরকালে তিনি চাঁদপুরের হাইমচরের চরভাঙায় বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ষষ্ঠ জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প কমডেকার উদ্‌বোধন করেন। এছাড়া চাঁদপুরের উন্নয়নের জন্য ৪৮টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৫ই এপ্রিল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৫৬০টি মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৫ই এপ্রিল সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আল জুবাইলে অনুষ্ঠিত 'গালফ শিল্ড-১' নামের এক যৌথ সামরিক মহড়ার কুচকাওয়াজ ও সমাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৭ই এপ্রিল লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ নারী ফোরামের 'এডুকেট টু এম্পায়ার: মেকিং ইকুইটেবল অ্যান্ড কোয়ালিটি

প্রাইমারি এডুকেশন অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যা রিয়েলিটি ফর গার্লস অ্যাক্রোস দ্য কমনওয়েলথ' অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ১৮ই এপ্রিল লন্ডনের গিল্ড হলে কমনওয়েলথ বিজনেস ফোরাম আয়োজিত 'বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি: নীতি অগ্রগতি ও সম্ভাবনা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯শে এপ্রিল ন্যানকোস্টার হাউসে ২৫তম কমনওয়েলথ হেডস অব গভর্নমেন্ট সভায় অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে-সহ বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। পরে ২৩শে এপ্রিল দেশে ফেরেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৭শে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ায় 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন সম্মেলন'-এ যোগ দেন। সম্মেলনে তাঁকে নারী শিক্ষা এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য মর্যাদাপূর্ণ 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' তে ভূষিত করা হয়।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৫ই মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ৪৫তম সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই মে মুগদাপাড়ায় 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ' (এনআইএএনইআর)-এর উদ্‌বোধন করেন।

❑ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৫ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৬ই মে রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের পদক প্রদান করেন।

❑ জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ইউএনএফপি-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নাতালিয়া ক্যানেস ২৩শে মে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আসা ১ লাখ রোহিঙ্গাকে ভাষানচরে স্থানান্তরের আশ্বাস দেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৩রা জুন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলায় ধরলা নদীর ওপর 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৯ই জুন কানাডায় অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিবেশ সুরক্ষার জন্য জি-৭ দেশগুলোর সঙ্গে নীল অর্থনীতি বিষয়ে অংশীদারিত্ব উন্নয়নের আহ্বান জানান।

❑ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে ৩রা জুলাই প্রধানমন্ত্রী একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং পাসপোর্ট সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন করে আরো ১৬টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের আশ্বাস দেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৮ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬' প্রদান করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৮ই জুলাই তাঁর কার্যালয়ে দেশব্যাপী 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৮'-এর নির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের ১২ জন সেরা মেধাবীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১১ই জুলাই আশকোনা হজক্যাম্পে হজ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন এবং ধর্ম নিয়ে কেউ যেন রাজনীতি না করে বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার না করে সেদিকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৭ই জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'ইলেক্ট্রনিক্স পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের' উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৮ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা কর্মসূচি'র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ৩০ লাখ বীর শহিদদের স্মরণে সারাদেশে একযোগে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩০ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৩শে জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ও জনপ্রশাসন পদক ২০১৮' প্রদান করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৪শে জুলাই তাঁর কার্যালয়ে ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮' উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসকদের জন্য ২৪টি বিশেষ নির্দেশনা দেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৫শে জুলাই তাঁর কার্যালয়ে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'প্রধানমন্ত্রী পদক' প্রদান করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৮শে জুলাই হাতিরঝিল নর্থ ইউলুপ উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৩০শে জুলাই তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জেল জীবনের ওপর '৩০৫৩ দিন' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৩১শে জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গাজীপুর ও বেতবুনিয়াতে দুটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১লা আগস্ট রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ঢাকা মহানগরীর আধুনিকায়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১২ই আগস্ট নিরাপদ সড়কের দাবিতে বিমানবন্দর সড়কের কুর্মিটোলায় শহিদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাছে আন্ডারপাস নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৩ই আগস্ট মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদকে সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্বীকৃতি দিতে কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৯ই সেপ্টেম্বর হোটেল র‍্যাডিসনে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গ্রুপ-এর ঢাকাস্থ 'রিজিওনাল হাব' উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১০ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি বিষয়ক প্রকল্প, রেলওয়ের কুলাউড়া শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন ও আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৬ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় তিতাস নদীর ওপর ওয়াই আকৃতির 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু' এবং রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীর ওপর 'গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু' উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৮ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভারতের শিলিগুড়ি থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুরের পার্বতীপুর

পর্যন্ত ১৩০ কি.মি. দীর্ঘ বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অসুস্থ, অসচ্ছল, আহত ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের মাঝে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৭শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশন চলাকালে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারপ্রেস সার্ভিসেস নিউজ এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে দূরদর্শী নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সালের 'আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৮ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্‌বোধন করেন এবং বরিশালে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৯ই অক্টোবর রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোডে লা মেরিডিয়ান হোটেলে 'দ্বিতীয় সাউথ এশিয়া মেরিটাইম অ্যান্ড লজিস্টিক ফোরাম ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন করেন এবং নৌপরিবহণ খাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের জনগণের ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী চারদিনের সফরে ১৬ই অক্টোবর সৌদি আরব যান। সফরকালে তিনি সৌদি বাদশাহ সালমান, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজ এবং সৌদি চেম্বার অব কমার্স ও রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের নিজস্ব জায়গায় এবং নিজস্ব অর্থে নির্মিত চ্যান্সেরি ভবন উদ্‌বোধন করেন। তিনি ১৮ই অক্টোবর জেদ্দার উদ্দেশে রওনা হন। জেদ্দায় প্রধানমন্ত্রী 'বাংলাদেশ কনস্যুলেট ভবন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১১ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দেশের ২০ জেলায় ৩৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২১শে অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে চার জেলার সাথে সংযুক্ত থেকে উপজেলা পর্যায়ে ৬৬টি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম, ৬ জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সিনথেটিক টার্ফসমৃদ্ধ মাল্টিস্পোর্টস কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৫ই অক্টোবর দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে টিকাটুলির রামকৃষ্ণ মিশন ও লালবাগে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৩শে অক্টোবর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেন এবং দেশের প্রতিটি জেলখানায় কোর্টরুম স্থাপনের অনুশাসনও দেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৪শে অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন চানখারপুলে ৫০০ শয্যার 'শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট'-এর উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৫শে অক্টোবর যশোরে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স (বিএএফ) একাডেমি প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'-এর উদ্‌বোধন করেন।

❑ তেজগাঁও বিমানবন্দরে ২৭শে অক্টোবর সেনাবাহিনীর এয়ার মুভমেন্ট ফ্লাইটের নতুন ভিভিআইপি কমপ্লেক্স-এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি বগুড়ায় ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পেরও উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৮শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডেসটিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে 'ভিশনারি লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত করা হয়।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৮শে অক্টোবর বেইলি রোডে 'শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস কমপ্লেক্স'-এর উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী মহাখালির বক্ষব্যাধী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ৩১শে অক্টোবর 'শেখ রাসেল গ্যাস্টোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ভবন' এবং কয়েকটি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১লা নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন দেশের ৫৬টি জেলায় ২৯৭টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং ২৪টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২রা নভেম্বর ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস মাঠে এক জনসভায় সুইচ টিপে ১০১টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৯৪টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় সর্বোচ্চ স্তরের সনদের সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ায় ৪ঠা নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'কওমি জননী' ঘোষণা করেন বেসরকারি মাদ্রাসার আলেমগণ।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৫ই নভেম্বর খিলক্ষেত এলাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নামে নৌবাহিনীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নৌঘাঁটি হিসেবে বিএনএস শেখ মুজিব-এর কমিশনিং করেন। এছাড়া তিনি নৌবাহিনীর সদস্যদের বসবাসের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে ২২টি নবনির্মিত বহুতল ভবনও উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৫ই নভেম্বর বিজয় সরণিতে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের পাশে নবনির্মিত 'তোষাখানার' উদ্‌বোধন করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ১৯শে নভেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা ২০১৮'-এর খসড়ার অনুমোদন দেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২৫শে নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্‌বোধন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ২০ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সমবায় পদক প্রদান করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২রা ডিসেম্বর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৫-২০১৬ বিতরণ' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে ট্রফি প্রদান করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতায় বিভিন্নমুখী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ২৬তম অবস্থানে উঠে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বস ৪ঠা ডিসেম্বর এই তালিকা প্রকাশ করে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ফিরে দেখা ২০১৮

সাবিনা ইয়াসমিন

আমাদের জীবন থেকে গত হলো আরো একটি বছর। বিদায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বহু সাফল্য লক্ষ করা গেছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের অর্জন ছিল চোখে পড়ার মতো। বছর জুড়ে দেশে ও দেশের বাইরের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো দেখে নিই এক নজরে:

ফেনীর মহীপালে ৬ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার

৪ঠা জানুয়ারি ২০১৮ ফেনীর মহীপালে দেশের প্রথম ৬ লেনের ফ্লাইওভার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের ৪২ মহাসড়ক প্রশস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ

অতিরিক্ত যান চলাচলের উপযোগী করতে দেশের মোট ৪২টি মহাসড়ককে প্রশস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। আর্থসামাজিক গুরুত্ব অনুসারে ১০টি জোনের ৪২টি সড়ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সমানভাবে ২৪ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। সড়কগুলোর পূর্বের প্রশস্ততা ছিল ১২ থেকে ১৮ ফুট। প্রশস্তকরণ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ১৪০ কিলোমিটার।

দ্রুত গতিতে চলছে মেট্রোরেলের কাজ

রাজধানী ঢাকাকে যানজটমুক্ত করতে এবং নগরবাসীর সময় বাঁচাতে বছর জুড়ে দ্রুত গতিতে চলছে স্বপ্নের মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ। ২০১৭ সালের ২৬শে জুন মেট্রোরেল প্রকল্পের লাইন ৬-এর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশ

নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ বা স্বল্পোন্নত দেশের সারি থেকে উত্তরণ করে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল-এর মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ এ মর্যাদা পায়। এ সারিতে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশকে তিনটি নির্ণায়ক পূরণ করতে হয়েছে। তা হলো: গড় মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচক। ২০২১ সালে এ অগ্রগতি দ্বিতীয় দফায় পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে ২০২৪ সালে।

বাংলাদেশ নেভাল অ্যাকাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স স্থাপন

২১শে মার্চ ২০১৮ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল অ্যাকাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন করা হয়। নৌবাহিনীর জন্য সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি।

বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দক্ষ নেতৃত্ব, মানবিকতা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকার কারণে জরিপের ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি দিয়েছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য স্ট্যাটিসটিকস ইন্টারন্যাশনাল। ১৯শে মার্চ মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পড়ে শোনানো হয়।

যুব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব-১৫ নারী দল

চার জাতি আন্তর্জাতিক নারী যুব ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল দল। ১লা এপ্রিল ২০১৮ স্বাগতিক হংকংকে ৬-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় মহাকাশে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামে উপগ্রহটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দি আমেরিকান ফার্ম স্পেস এক্স-এর মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মাধ্যমে ৫৭তম দেশ হিসেবে বিশ্ব স্যাটেলাইট ক্লাবের সদস্য হলো বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এটি সরকারের একটি বিশাল অর্জন। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-এর মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র (স্পারসো) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। স্যাটেলাইটটি নির্মাণ করে দি থালিস আলেনিয়া স্পেস অব ফ্রান্স।

জেলা-উপজেলায় মডেল মসজিদ

দেশের জনগণ যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে সেজন্য সরকার প্রত্যেক জেলা উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। ৫ই এপ্রিল গণভবন থেকে মোট ৫৬০টি মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতিসংঘের তিন নির্বাচনে বাংলাদেশের জয়

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) ১৬ই এপ্রিলের নির্বাচনে তিনটি বড়ো জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। তিন বছরের জন্য ইউনিসেফ-এর নির্বাহী সদস্য, ইউএল উইমেন-এর

নির্বাহী সদস্য তিন বছর এবং চার বছরের জন্য কমিশন অব দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন-এর (সিএসডব্লিউ) নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হয়েছে।

নেপালের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ চালু

২৩শে এপ্রিল বাংলাদেশ থেকে দুটি বাস পরীক্ষামূলক নেপালের কাঠমান্ডুর পথে যাত্রার মধ্য দিয়ে চালু হয়েছে নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ।

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় শেখ হাসিনা

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বখ্যাত *টাইম* ম্যাগাজিন ১৯শে এপ্রিল এ তালিকা প্রকাশ করে। এছাড়া নেতা ক্যাটাগরির তালিকায় ২১ নম্বরে আছেন শেখ হাসিনা।

বাজেট ২০১৮-১৯ পাস

বিশ্ব অর্থনীতিতে দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজ অবস্থান ধরে রেখে আগামীতে আরো দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পাস করা হয় ২০১৮-১৯ সালের ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেট। এই বাজেটে কোনো কর বৃদ্ধি করা হয়নি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর কিছুটা কমানো হয়েছে। বস্তুত জনকল্যাণের নিরিখে নিবেদিত এ বাজেট সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হয়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮ অনুষ্ঠিত

বিশ্বকাপ ফুটবলের ২১তম আসর অনুষ্ঠিত হয় মস্কোতে। ফেভারিট ফ্রান্স ৪-২ গোলে ডার্ক হর্স ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো জিতে নেয় বিশ্বকাপ শিরোপা। ৩২টি দলের অংশগ্রহণে দীর্ঘ একমাসের টুর্নামেন্টে মোট ৬৪টি ম্যাচে ঘটে অনেক নাটকীয় ঘটনা। ১৫ই জুলাই মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলার মধ্যদিয়ে বিশ্বের জনপ্রিয়তম এ ফুটবলের আসরের সমাপ্তি ঘটে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই পাবনার ঈশ্বরদিতে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের ঢালাইয়ের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ঈশ্বরদি থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত রেললাইন চালুর উদ্যোগ নিতে বলেন এবং ঈশ্বরদি থেকে পাবনা পর্যন্ত ট্রেন চালুর ঘোষণা দেন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি দেখতে ১লা জুলাই ঢাকা আসেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মমত্ববোধ ও উদারতার সর্বোচ্চ রূপ দেখিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং-এ ১১৫তম

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট জরিপে ১৫০তম স্থান থেকে ১১৫তম অবস্থানে উঠে এসেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিগত ৬ বছরে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এ অবস্থানে এসেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগ পরিচালিত ই-সরকার ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স অনুযায়ী ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এ স্থান অর্জন করে।

দাওরায়ে হাদিস-এর মাস্টার্সের মর্যাদা

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদ দাওরায়ে হাদিসকে সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্বীকৃতি দিতে খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৩ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

এখন থেকে দেশের মুক্তিযোদ্ধারা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধারা এ সেবা নিতে পারবেন। ২২শে জুলাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সিরিজ জয়

নয় বছর পর ২৮শে জুলাই আবার বিদেশের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৮ রানে হারিয়ে ২-১-এ সিরিজ জিতে নেয় কোচ স্টিভ রোডসের শিষ্যরা। এর আগে ২০০৯ সালে জিম্বাবুয়ের মাটিতে ৫ ম্যাচ সিরিজের ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের ৪-১-এ হারিয়েছিল লাল-সবুজের অদম্য দলটি।

মাদার অব হিউম্যানিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, সরকারে আসার পর থেকে নানা রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামাল দিয়ে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি রোহিঙ্গাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়-ভরণপোষণ দিয়ে তাদের বুকে টেনে নিয়ে বিশ্ববাসীরকে অবাক করে দেখালেন– মানুষের জন্য বুকের ভেতরে ভালোবাসা, সহমর্মিতা থাকলে কোনোকিছুই বাধা হতে পারে না। ব্রিটিশ টেলিভিশন চ্যানেল ফোর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই বিস্ময়কর ভূমিকার জন্য তাঁকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' আখ্যা দিয়েছেন।

জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেসের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

ইলিশের জীবন রহস্য উন্মোচন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক বিশ্বে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স সম্পন্ন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলমের নেতৃত্বে এ সফলতা আসে। এর মাধ্যমে ইলিশের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা প্রদান

বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা নারী ও প্রতিবন্ধীসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন সুবিধাভোগী ভাতা বিতরণ প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দেওয়া শুরু হয়। ১৭ই জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে কোটা বাতিল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৩রা অক্টোবর তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখন থেকে সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে শতভাগ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য বাংলাদেশ

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ১২ই অক্টোবর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৩তম সাধারণ অধিবেশনের সদস্যরা এই নির্বাচনে অংশ নেয়। ১লা জানুয়ারি থেকে তিন বছরের জন্য (২০১৯-২০২১) দায়িত্ব পালন করবে নির্বাচিত দেশগুলো। জেনেভাভিত্তিক এই সংস্থা সারাবিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করবে।

রোহিঙ্গা সহায়তার পুরো অর্থসংস্থান করবে বিশ্বব্যাংক

রোহিঙ্গাদের ভরণপোষণের সকল অর্থ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের ওয়েস্টিন হোটেলে আইএমএফ সম্মেলনের চতুর্থ দিন ১৩ই অক্টোবর বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম এ আশ্বাস দেন।

আকাশপথে নিরাপত্তায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ

আকাশপথে নিরাপত্তা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ স্থান লাভ করায় বাংলাদেশ অর্জন করেছে 'আইকা কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড'। কানাডার মন্ট্রিলে আইকা সদর দফতরে ১৩তম এয়ার নেভিগেশন কনফারেন্সে ৯ই অক্টোবর বাংলাদেশকে এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

শতভাগ পেনশন নেওয়া সরকারি চাকরিজীবীরা পাবেন পেনশন

অবসরপ্রাপ্ত যে সকল সরকারি চাকরিজীবী শতভাগ পেনশন সুবিধা উত্তোলন করেছেন তাদের পুনরায় পেনশনের আওতায় এনেছে সরকার। এক্ষেত্রে যাদের অবসরের বয়স ১৫ বছর হয়েছে তারাই কেবল এ সুবিধা পাবেন। দেশে প্রথমবারের মতো এ ধরনের সুবিধা ভোগ করবেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ।

মুক্তি পায় হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল

১৬ই নভেম্বর দেশের চারটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনী নিয়ে নির্মিত ডকুড্রামা 'হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল'। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া জগতে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে ডকুড্রামাটি। পরবর্তীতে এটি দেশের অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহে সফলভাবে প্রদর্শিত হয়। হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)।

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে ভারত-পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে আরো দুই ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ৮৮তম স্থান থেকে এবার ৮৬তম স্থানে বাংলাদেশ, যেখানে ভারত ১০০ থেকে তিন ধাপ পিছিয়ে ১০৩ এবং ভারতের তিন ধাপ পেছনে ১০৬ তম স্থানে পাকিস্তান। গত ১৩ বছর ধরে এ সূচক তৈরি করছে ওয়েলথাংগার হালফ অ্যান্ড কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড। ১১৯টি দেশের মধ্যে এ সমীক্ষা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বুঝে পেয়েছে বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের ছয় মাসের মাথায় এর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে বুঝে পায় বাংলাদেশ। এখন থেকে এই স্যাটেলাইটের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনাসহ সব দায়িত্ব বাংলাদেশের। ৯ই নভেম্বর রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-এ বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল) কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ বুঝিয়ে দেয় স্যাটেলাইট নির্মাণকারী ফরাসি প্রতিষ্ঠান থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস।

ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ চতুর্থ

দেশের ধান বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন উদ্ভাবন, কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির সফল প্রয়োগের ফলে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। সম্প্রতি *ক্রিস্চিয়ান সায়েন্স মনিটর* প্রত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। নিবন্ধে বলা হয়েছে, অতীতের তীব্র খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ বর্তমানে উদীয়মান অর্থনীতির নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অতীতের তলাবিহীন ঝুড়ি এখন শক্ত ভিত্তির উদ্বৃত্ত খাদ্যের বাংলাদেশ।

মাদক নিয়ন্ত্রণে আইন পাস

বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ অধিবেশনে অর্থাৎ ২৩তম অধিবেশনে পাস হওয়া ৯টি বিলের অন্যতম হচ্ছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিল-২০১৮। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়। নতুন পাস হওয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ইয়াবা (অ্যামফিটমিন), কোকেন, হেরোইন পরিবহণ, কেনাবেচা, ব্যবসা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হস্তান্তর, সরবরাহ ইত্যাদি অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে অক্টোবর ঢাকার চানখারপুল এলাকায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশে নির্মিত এ ইনস্টিটিউটের উদ্‌বোধন করেন। এটি দেশের প্রথম বার্ণ অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। যেখানে একসঙ্গে পাঁচ শতাধিক পোড়া রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে। ১২ তলা এ ভবনে ৫০০ শয্যা, ৫০টি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) এবং ১২টি অপরেশন থিয়েটার রয়েছে।

ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা ২৬তম

বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ২৬তম অবস্থানে উঠে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী *ফোর্বস* ৪ঠা ডিসেম্বর এই তালিকা প্রকাশ করে। *ফোর্বস*-এর আগের বছরের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৩০তম স্থানে, ২০১৬ সালে ছিলেন ৩৬তম স্থানে এবং ২০১৫ সালে ছিলেন ৫৯তম অবস্থানে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করে বাংলাদেশের ইতিহাস

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট জয়ের পর ২রা ডিসেম্বর ঢাকার মিরপুর টেস্টেও দুর্দান্ত জয় তুলে নেয় টাইগাররা। টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পর দীর্ঘ ১৮ বছরে বাংলাদেশের খেলা ১১২টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে প্রথমবার ঢাকা টেস্টে প্রতিপক্ষকে ফলোঅনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে টাইগাররা। দারুণ ব্যাপার হলো, ক্রিকেট ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ হিসেবে একমাত্র উইন্ডিজদেরই দুবার টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত

৩০শে ডিসেম্বর সারাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইতিহাস গড়ে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। এ জয়ের মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে আগামী পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শেখ হাসিনার দশ বছর

দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মাহবুব রেজা

ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ আর যুদ্ধদিনের কোটি কোটি বাঙালির এদেশকে বিশ্ব দরবারে সামনের কাতারে নিয়ে যাওয়ার দুর্নিবার স্বপ্নের ওপর ভর করে সূচিত হয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার রূপরেখাটি। স্বাধীনতার মাত্র সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে বাঙালিরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে। বাঙালি প্রমাণ করতে পেরেছে বিশ্বের বুকে তারা এক গর্বিত জাতি। আর বিশ্বসভায় বাঙালির এই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এক সিংহ পুরুষের দিক নির্দেশনা। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। কেমন ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে দেখা সেই বাংলাদেশ? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলছেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ছিল অনেকটা আজকের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার পথে ধাবমান বাংলাদেশ। তাঁরা বলছেন, বঙ্গবন্ধুর ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর পরিকল্পনা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেশের সাধারণ মানুষকে যদি ভোট আর ভাতের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গণতন্ত্রের সুফল পাওয়া যাবে। তিনি সেই লক্ষ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ঘাতকের দল পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট তাঁকে সপরিবার হত্যা করে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তারা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে বানচাল করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা পারেনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাদের বিশ্লেষণে আরো বলছেন, পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই- এই একুশ বছর শাসক শ্রেণি নানাভাবে দেশ ও দেশের গণতন্ত্রকে, দেশের মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার নীল নকশায় দেশ পরিচালনা করে দেশকে ক্রমাগত পেছনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির বিচারে একসময় এদেশের ভাগ্য বিপর্যস্ত মানুষের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

ফেনীর মহিপালের ৬ লেন ফ্লাইওভার

শেখ হাসিনা দেশের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের ভোট আর ভাতের অধিকার আদায়ে শাসকের বিরুদ্ধে রাজপথে নামেন যেমনটা তাঁর পিতা করেছিলেন। পঁচাত্তরের পর দীর্ঘ একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা আওয়ামী লীগকে ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন শেখ হাসিনা। তারপর আর তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসেই তিনি মানুষের মনের কথাটি আন্তরিকতার সঙ্গে শোনার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের সুখে-দুখে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। দেশের সাধারণ মানুষের মনের কথাটি শোনার এবং তাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসেবকে সবচেয়ে প্রাধান্য দিতে পেরেছিলেন বলে শেখ হাসিনা কখনো থেমে যাননি। মানুষকে নিয়েই তাঁর এই নিরন্তর পথ চলা। দেশের মানুষ তাই শেখ হাসিনাকে কখনো নিরাশ করেননি।

১৯৯৬ সালে প্রথমবার, ২০০৯ সালে ৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয় এবং ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দশম সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ১২ই জানুয়ারি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিরঙ্কুশভাবে দেশ আর দেশের মানুষের উন্নয়নে নিজেকে শতভাগ সমর্পণ করে বিশ্ব নেতৃত্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এই দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে শেখ হাসিনা দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ বিভিন্ন খাতের ব্যাপক উন্নয়ন দেশে তো বটেই দেশের বাইরের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব বিশ্বের নেতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ এখন শুধু উন্নয়নের রোল মডেলই নয়, একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবেও প্রশংসিত। তারা বলছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়চেতা ও সাহসী নেতৃত্বের গুণের কারণে তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছরের মাথায় আজ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ ও দেশের নেতাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মানবিকতাকে মাথায় রেখে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তার এই অনন্য মানবিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ব তাকে 'মাদার অফ হিউম্যানিটি' সম্মাননায় সম্মানিত করেছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশের আজকের এই উত্তরণ– যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বড়ো অর্জন। আর এসবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পরিকল্পনা ও সাহসী অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক পরিকল্পনার পাশাপাশি দেশের অগ্রযাত্রার যে রোড ম্যাপ করেছেন তাতে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন দেশ আর দেশের মানুষের এগিয়ে যাওয়াকে। শত বাধা বিপত্তি আর প্রতিবন্ধকতাকে পাশ কাটিয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার পথটি প্রথম দেখিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তাঁর দেখানো পথ ধরে তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার সেই পথে। তিনি সব সময়ই যে কথাটি দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে বলেন তা হলো, 'আসুন দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি-' তাঁর এই আহ্বানে দেশের মানুষ সাড়া দিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যে কারণে গত দশ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার ইতিহাসে নতুন নতুন রেকর্ড সূচিত হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশু মৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রায়শ বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সাফল্য বিশ্ববাসীকে দেখাতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসহ অন্যান্য উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমানে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়ে হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট'।

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্য খাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১'। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩তে। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি মেডিক্যাল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি।

নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১'। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। 'জাতীয় শিশু নীতি-২০১১' প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুস্থ, এতিম, অসহায় পথশিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ডে।

পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ক্ষুদ্র ঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। আর ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০%-এর উপর নারী।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সরকার কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবকটি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল

ব্যাংকিং। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ৩-জি ও পরবর্তীতে ৪-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

কৃষি খাতে অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে বিশ্বে বাংলাদেশ শক্ত জায়গা করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৮ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং। সারাবিশ্বে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৭টি উদ্ভিদের জিনোম সিকুয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে ড. মাকসুদ করেছেন ৩টা।

বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৬৪ শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সাফল্যের সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ যাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার আগে।

বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে–জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৬ হাজার ৩২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজন, যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ৩৫ লক্ষ গ্রাহককে। নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ৬৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে। হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১২-এর খসড়া'।

বিশ্ব বাজারের মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবিলায় সক্ষমই শুধু হয়নি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শপথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতার দশ বছরে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হলেও দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার বিষয়ে কখনই আপোশ করেননি। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির জ্বালাও-পোড়াও, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাসহ দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র, বাধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তাঁকে বন্ধুর পথে এগোতে হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্রীড়া, পরিবেশ, কৃষি, খাদ্য, টেলিযোগাযোগ, সংস্কৃতি, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এমন কোনো খাত নেই যে খাতে অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আর্থসামাজিক সূচকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যাশাজনক সাফল্য অর্জন করেছে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ এখন মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রবৃদ্ধি ৫.৫৭ থেকে ৭.২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৮৪৩ থেকে ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার, বিনিয়োগ ২৬.২৫ শতাংশ থেকে ৩০.২৭ শতাংশ, রফতানি ১৬.২৩ থেকে ৩৪.৮৫ বিলিয়ন ডলার, রেমিট্যান্স ১০.৯৯ থেকে ১২.৭৭ বিলিয়ন ডলার, রিজার্ভ ১০.৭৫ থেকে ৩৩.৪১ বিলিয়ন ডলার এবং এডিপি ২৮৫ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১০৭ বিলিয়ন টাকা। এছাড়া শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিজস্ব অর্থে পদ্মার ওপর ৬ দশমিক ১ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করার সাহস দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন থেকে সরে যাওয়ার পর বিশাল এ প্রকল্প হাতে নেওয়ার ঘটনা অনেক দেশ ও সংস্থার সন্দেহ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেও সে স্বপ্ন এখন দৃশ্যমান। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে বাংলাদেশ। আর এর মাধ্যমে বিশ্বের ৩১টি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগও চলমান। রয়েছে মহাকাশ জয়ের লক্ষ্য। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। দুই হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ উপগ্রহ সফলভাবে মহাকাশে স্থাপিত হওয়ায় বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও এটি ব্যবহার করবে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমিনিস্তান ও কাজাখস্তানের কিছু অংশ।

এছাড়া মেট্রোরেল, এলিভেটেট এক্সপ্রেসসহ আরো কিছু বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। দেশের প্রথম ৬ লেনের ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ই জানুয়ারি ফেনী জেলার মহিপালে এই ফ্লাইওভার উদ্‌বোধন করেন। দেশের আইটি খাতের নতুন সম্ভাবনা যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' প্রধানমন্ত্রী ১০ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেছেন। মাতারবাড়িতে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) সুমিতোমোর নেতৃত্বাধীন জাপানি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাদের বিশ্লেষণে বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে গণতন্ত্রকে টেকসই করা, মানুষের অধিকারকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে দেশের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রাকে প্রশংসনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং পদক্ষেপ ইতোমধ্যে এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শেখ হাসিনা তাঁর দশ বছরের ক্ষমতায় এটা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের বিষয়ে নিজের অবস্থানে তিনি অনমনীয়।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

পরিযায়ী পাখি: অভয়ারণ্য বাংলাদেশ

সুহৃদ সরকার

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' কিংবা 'পাখিটার বুকে কেউ তীর মেরো না, ওকে গাইতে দাও' এই সব স্মৃতি জাগানিয়া কবিতা আর গান আমাদের যাপিত জীবনে পাখির সকণ্ঠ উপস্থিতি জানান দিয়ে যায়। কিংবা কোনো প্রণয়িনীর বুকে বেঁধা শেলের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এভাবে– 'ও পাখি, একবার আয় দেখে যা কেমন আছি' অথবা 'আমি একবারই কাঁদিয়াছিলাম, যেদিন আপন হাতে পোষ মানা পাখিটারে ছাড়িয়া দিলাম'। গান আর কবিতায় পাখি এসেছে তাই নানা অনুভবে নানা মাত্রিকতায়।

সেই পাখি নিয়ে যখন এত কথা, তখন চিরসুন্দর এই পাখি নিয়ে একটু আলোচনার গভীরে যাওয়া যাক।

বাংলাদেশে পাখি আছে দুই ধরনের। যেমন দেশি পাখি আর বিভিন্ন ঋতুতে দূরদূরান্ত থেকে খানিকটা হাওয়া বদল কিংবা খাবারের

খোঁজে আমাদের দেশে আসা বিদেশি পাখি, যাদের আমরা পরিযায়ী পাখি বলে জানি।

গোটা বিশ্বে কত প্রজাতির পাখি আছে? এই প্রশ্ন নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সেই মতামত বা ধারণাকে যদি গড় করা যায়, তবে বলা যেতে পারে– পৃথিবীতে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখি আছে। আনুমানিকভাবে এর সংখ্যা ২০ থেকে ৪০ হাজার কোটির মতো, ভারতীয় উপমহাদেশে কমবেশি ১২শ প্রজাতির পাখি বাস করে। এদের মধ্যে বাংলাদেশে আছে ৭শ প্রজাতির পাখি। গবেষকদের দেওয়া তথ্য মতে, বিগত কয়েক শতাব্দীতে পৃথিবী থেকে ২শ'র অধিক প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরো ১২শ প্রজাতির পাখি হুমকির সম্মুখীন।

ইংরেজি শব্দ মাইগ্রেশন শব্দটির বাংলা পরিভাষা হলো সাংবাৎসরিক পরিযান। আর পরিযান বলতে বোঝায় কিছু পাখির সমাহার, যারা প্রতিবছর বা কয়েক বছর পর পর একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া-আসা করে। আর এই আসা-যাওয়া করে যে পাখিগুলো, সে পাখিগুলোকে বলা হয় পরিযায়ী পাখি।

পরিযায়ী পাখিগুলো একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে আমাদের দেশে আসে। আবার এখানে কিছুদিন থেকে তাদের নিজস্ব বাসভূমিতে ফিরে যায়। সে ক্ষেত্রে এই পাখিগুলোকে অতিথি পাখিও বলা হয়ে থাকে। পরিযান কি শুধু পাখিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ? তা কিন্তু নয়। কিছু প্রজাতির মাছ, স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ পোকামাকড়েরও পরিযান ঘটে। পরিযায়ী প্রাণীদের মধ্যে পাখিই খুব বেশি পরিযান ঘটায়। পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার পাখির মধ্যে ১৮শ ৫০ জাতিই পরিযায়ী।

এখন প্রশ্ন হলো কেন এই পাখিগুলো পরিযান ঘটায়? এর দুটি কারণ। ১.খাদ্যের সহজলভ্যতা ও ২.বংশ বৃদ্ধি।

আবহাওয়া পরিবর্তন অর্থাৎ ঋতুর পরিবর্তনজনিত কারণকে পরিযানের বিশেষ কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ পাখি উত্তর গোলার্ধ অর্থাৎ এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে দক্ষিণে চলে আসে খাদ্যের প্রয়োজনে। প্রচণ্ড শীতের কারণে উত্তর গোলার্ধে বিশেষ করে সাইবেরিয়া অঞ্চলে বরফ জমে যায় এবং খাদ্যের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। আর সে কারণে খাদ্যের জন্য তারা নিজের এলাকা ছেড়ে নিরাপদ অঞ্চলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি বলতে বোঝানো হয়, কেবল শীতকালে আসা পাখিসমূহকে। আবার বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি বলতে ধরেই নেওয়া হয় হাঁস ও রাজাহাঁসকে। আবার কালেম, সরালি ও ডাহুক পাখিকে পরিযায়ী পাখি হিসাবে ধরা হয়। এগুলো বাংলাদেশের নির্ভেজাল বাসিন্দা প্রজাতির পাখি। পরিযায়ী পাখি মানেই যে শুধু হাঁসজাতীয় ও জলচর পাখি, এমনটি কিন্তু নয়। এর একটি বিশাল অংশজুড়ে আছে খঞ্জনা (Wangtails), চটক (Flycathers), মাঠ চড়ুই (Larks), কসাই পাখি (Shrikes), গাঙচিল, বিভিন্ন শিকারী পাখি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের আবাসিক ও পরিযায়ী পাখিগুলোর মধ্যে আছে জলা ও সৈকতের পাখি। আবার আছে লোকালয় ও বনজঙ্গলের পাখি। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো পাখিটির নাম রামশালিক বা লোহার জঙ্গ এবং সবচেয়ে ছোটো পাখিটির নাম সিঁদুরে পিঠ বা ফুলঝুরি। আবার কোনো কোনো পাখি স্বল্প সময়ের জন্য আমাদের দেশে এসে আবার তাদের স্বদেশে ফিরে যায়। কোনো কোনো পাখি প্রজননের জন্য আমাদের দেশে আসে। ডিম পাড়া, বাচ্চা ফোটানোর পর আবার তারা ফিরে যায়। বলা যেতে পারে, এদেশ তাদের স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়ার জায়গা।

পক্ষীবিশারদ শরীফ খান রচিত *বাংলাদেশের পাখি* একটি সচিত্র দ্বিভাষিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। একে ইংরেজি রূপ দিয়েছেন ড. আ ন ম আমিনুর রহমান। বর্ণিত গ্রন্থটিতে সর্বমোট ২০৫টি পাখির সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের আবাসিক পাখির সংখ্যা ১৭৫ এবং ২২টি পরিযায়ী পর্যায়ভুক্ত। এছাড়া দুর্লভ, বিরল ও অনিয়মিত পাখিসমূহের মধ্যে সংকটাপন্ন পাখি একটি, বিপন্ন ৫টি ও মহাবিপন্ন ৯টি পাখি রয়েছে।

পরিযায়ী পাখির আমাদের দেশে আসার প্রেক্ষাপট ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্ম, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীত। আবার কখনো তার উলটো। উত্তর গোলার্ধে বিশেষ করে পরিযায়ী পাখিদের যেখানে নিজস্ব নিবাস, সেখানে নদী, পুকুর, সাগর বরফে বরফে সাদা। খাদ্যের সংকট সেখানে। জীবন

সেখানে বিপন্ন প্রায়। সুতরাং খাদ্যের খোঁজে সূর্যকে অনুসরণ করে হাজার হাজার মাইল উড়ে চলে আসে বাংলাদেশে। আশ্রয় নেয় এখানকার হাওর, বাঁওড় ও জলাভূমিতে। ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার জলাভূমিতে শীতকালে প্রচুর অতিথি পাখির সমগম ঘটে। আর সে কারণে সেখানে শীতকালজুড়ে থাকে পাখি প্রেমিকদের ভিড়।

এখানে আমরা কিছু সংখ্যক পরিযায়ী পাখির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি–

১. কালো টুপি মাছরাঙা: দৈর্ঘ্য ২৮ সেমি। বেগুনি- নীল পিঠ, কাঁধ কালো, ঘাড়ের চারপাশ ও গলা সাদা। মাথায় যেন একটি সাদা টুপি। দেহের নিচের অংশ লালচে। লম্বা ঠোঁট ও পা উজ্জ্বল লাল। ডিম দেয় ৪-৫টি। ১৯ থেকে ২৫ দিনে বাচ্চা ফোটে।

২. পান্না কোকিল: দৈর্ঘ্য ১৮ সেমি। পুরুষ কোকিলের দেহের উপরাংশ ও গলা পান্না সবুজ, তাতে সোনালি ব্রোঞ্জ আভা। স্ত্রী কোকিলের মাথা ও ঘাড় সোনালি–লাল।

৩. পাপিয়া: দৈর্ঘ্য ৩৩ সেমি, ওজন ৬৫ গ্রাম। মাথায় কালো ঝুঁটি, দেহের উপরিভাগ কালো ও নিচের অংশ সাদা। লেজের ডগায় সাদা দাগ ও পাখার প্রান্তে সাদা ছোপ। সে অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে।

৪. মানিকজোড়: দৈর্ঘ্য ৯০-১২৫ সেমি, ওজন ৩.৫ কেজি। গোলাকার লম্বা ঠোঁটটি উলের মতো সাদা। পিঠ কালো। লম্বা পা দুখানা হালকা লাল। ঠোঁট লাল। ডিম দেয় ৩-৪টি। ফোটে ২৭-২৯ দিনে।

৫. মদনটাক: দৈর্ঘ্য ১১৫-১২০ সেমি। ওজন ৪-৫ কেজি। গোলাকার হলুদ গলা। পা-দুটি ধূসর-ছাই রঙের। পিঠ নীলাভ-কালো। বুক, পেট ও লেজের তলা মাখনের মতো সাদা। ডিম পাড়ে ৩-৪টি। ফোটে ২৮-৩২ দিনে।

৬. সাদা হালতি: দৈর্ঘ্য ১৯ সেমি, ওজন ৬৫ গ্রাম। চোখের উপর দিয়ে কালো কাজলের রেখা চলে গেছে ঘাড় পর্যন্ত। মাথার তালু সবুজাভ তাতে হলুদের আভা ও লালচে মিশ্রণ, বুক ও পিঠ হালকা হলুদাভ। পিঠ ঘন সবুজ। হলুদ পা, কালো পেট।

৭. ফুটফুটি: দৈর্ঘ্য ১৩ সেমি, ওজন ৮ গ্রাম। হলুদাভ বুক ও পেট। ঘাড় ও পিঠ মাথা ছাই-ধূসর। পিঠ হলুদাভ ও সবুজাভ। ঠোঁট ও পা হলুদ। ডিম দেয় ৪টি। ফোটে ১০-১৪ দিনে। শীতের পরিযায়ী পাখি।

৮. ছোটো ভীমরাজ: দৈর্ঘ্য ২৮ সেন্টিমিটার, ওজন ৫০ গ্রাম। এক নজরে ধাতব কালো পাখি। তারের ন্যায় লেজের বাহির পালক দুটির শেষ প্রান্তে পাতার মতো র‍্যাকেট রয়েছে। পা ও ঠোঁট কালো। ২-৩টি ডিম দেয়। ফোটে ১৫-২০ দিনে। পরিযায়ী পাখি হিসেবে বাংলাদেশে প্রায়শই দেখা যায়।

৯. ধূসরাভ ফিঙে: দৈর্ঘ্য ৩০ সেমি, ৪০ গ্রাম। এক নজরে পুরোপুরি ধূসর কালো পাখি। লম্বা লেজটি গভীরভাবে চেরা। পা ও ঠোঁট কালো। ডিম দেয় ২-৩টি। এটি একটি দুর্লভ পরিযায়ী পাখি।

১০. দুধরাজ: দৈর্ঘ্য ২০ সেমি, ওজন ২০ গ্রাম। মাথায় চমৎকার খাড়া ঝুঁটিসহ পুরুষের মাথা, ঘাড় ও গলা চকচকে নীলাভ কালো। ডানার প্রান্তদেশ বাদে বাকি দেহ লালচে। লেজের সুদৃশ্য লম্বা ফিতে পালক দুটো একই। বয়স্ক পুরুষের লালচে রং সাদায় রূপান্তরিত হয়। স্ত্রী লালচে ও লেজ ছোটো। ঠোঁট ও পা নীলচে। একবারে ডিম দেয় ৪টি। ডিম ফোটে ১৫-২১ দিনে। দুর্লভ আবাসিক পাখি। শীতের পরিযায়ী হিসেবেও আসে।

১১. সোয়ালো: দৈর্ঘ্য ১৮ সেমি, ওজন ১৯ গ্রাম। কপাল, থুতনি ও গলা তামাটে। দেহের উপরটা উজ্জ্বল ইস্পাত-নীল। দেহতল ও ডানার নিচ উপজাতি ভেদে সাদাটে বা ক্রিম থেকে তামাটে। স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে একই রকম। ঠোঁট ও পা কালো। ডিম দেয় ৩-৪টি। ফোটে ১২-১৭ দিনে। এটি একটি সচরাচর দৃশ্যমান পরিযায়ী পাখি।

এছাড়া পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে আছে মদন টাক, কসাই, ছোটো ভীমরাজ, ধূসরাভ ফিঙে, দুধরাজ, সোয়ালো প্রভৃতি। এই সকল পরিযায়ী পাখিরা সাধারণত শীতকালে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাওর-বাঁওড় ও জলাশয়ে আশ্রয় নেয়। টাঙ্গুয়ার হাওর, বাইক্কা বিল, কুলীক পাখিরালয়, হাকালুকি হাওর, রবীন্দ্রনাথ সরোবরসহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিযায়ী পাখিদের আবাসস্থল। পরিযায়ী পাখিরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিপজ্জনক জীবাণু বহন করে। তারা নিজেরা সে জীবাণুতে আক্রান্ত হয় না। এরা ঐ সকল জীবাণু-বাহক হিসেবে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। ফলে যেসব পাখির প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই, তাদের মধ্যে জীবাণুবাহী পাখিরা জীবাণু ছড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশের আবাসিক পাখি হোক বা পরিযায়ী পাখি হোক, সব পাখিই পৃথিবীর সবচেয়ে সৌন্দর্যের প্রতীক। সামগ্রিকভাবে পাখি হচ্ছে প্রকৃতির অপরূপ দান। পাখির গুরুত্বটিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করে দোয়েলকে বাংলাদেশের জাতীয় পাখির আসনে বসানো হয়েছে। পৃথিবীর আদিম শখগুলোর অন্যতম হলো পাখি শিকার। আর এই শখের কাজটি করার ফলে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে অজস্র প্রজাতির পাখি। সুতরাং সবার উচিত– পাখি শিকার থেকে বিরত থাকা। পরিযায়ী পাখি আমাদের অতিথি। এই অতিথিদের প্রতি আমাদের আরো বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় পরিযায়ী পাখিদের অভয়ারণ্য হোক আমাদের এই বাংলাদেশ।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ক দেয়াল ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার

বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে, মহাজোট সরকারের ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীসহ দেশের সব মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় গঠনমূলক আপোশহীন ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ। সরকারের গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ উদ্ভাবনী মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। উদ্যোগগুলো হলো– একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনিয়োগ বিকাশ এবং পরিবেশ সুরক্ষা।

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বস্তরের

জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নই শুধু নয়, এর মাধ্যমে ভিশন-২০২১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ সর্বোপরি এসডিজি-এর লক্ষ্য অর্জনেও এগিয়ে চলছে দেশ। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ এসডিজি'র ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের প্রত্যাশা– বাংলাদেশ

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবে।

প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকার আশা প্রকাশ করেছে– ভিশন (রূপকল্প)-২০২১ সামনে রেখে শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক রচিত হবে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী– যারা গ্রামে বাস করে এবং অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, তাদের সম্পৃক্ত করে উন্নয়নকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার গ্রহণ করেছে এসব কর্মসূচির প্রচারণা কার্যক্রম। কেননা এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রচারণামূলক কার্যক্রমকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সকল অংশীজনের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রকাশ করেছে শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ক ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের দেয়াল ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার। অফসেট কাগজে পরিচ্ছন্ন ডিজাইনে মুদ্রিত দেয়াল ক্যালেন্ডারটির মূল অংশে রয়েছে ৬টি পাতা। আর আর্ট কাগজে মুদ্রিত ডেস্ক ক্যালেন্ডারটির রয়েছে ১৩টি পাতা। প্রতি মাসে একটি উদ্যোগের সাথে রয়েছে সংশ্লিষ্ট দুটি ছবি। ডেস্কের উভয়পাশেই রয়েছে প্রতি মাসের ক্যালেন্ডার। এছাড়া পৃথক পৃথকভাবে দুটি পৃষ্ঠায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ১০টি উদ্যোগের একত্রে সচিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা হলো– দেয়াল ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার বছরজুড়ে সর্বসাধারণকেও উদ্যোগগুলোর সাথে পরিচিত করে তুলবে। বর্ণিত ক্যালেন্ডার দুটিতেই খ্রিষ্টীয় ও বঙ্গাব্দ উভয় তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া দুটি ক্যালেন্ডারেই সরকারি ছুটির দিন চিহ্নিত থাকায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হবে। শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নেও ক্যালেন্ডার দুটি সহায়ক হবে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রথমবারের মতো ডেস্ক ও দেয়াল ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে। ক্যালেন্ডার দুটি ইতোমধ্যে সমাদৃত হয়েছে। আমাদের প্রতীতি হলো– চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের এমন দেয়াল ক্যালেন্ডার ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশনা অব্যাহত থাকুক। *প্রতিবেদন: কে সি বি তপু*

প্রান্তিক তরুণদের জীবন বদলে দিল কুড়িগ্রাম ইউআইএসসি

মো. শাহেদুল ইসলাম

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। মানুষের সবচেয়ে বেশি চাহিদা স্বাস্থ্য, কৃষি পরামর্শ ও জমির পর্চা-খতিয়ান সংক্রান্ত তথ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরমসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি আবেদন ফরম নিতে আসেন অনেকে। এছাড়া ই-মেইলে যোগাযোগ, ইন্টারনেটে কথা বলার পাশাপাশি প্রিয়জনের ছবি দেখতে পারছেন প্রবাসীদের স্বজনরা। কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট, প্রশিক্ষণ, ছবি তোলা, ফটোকপি, পরীক্ষার ফল জানা, নাগরিক সনদ, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন এবং মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র উদ্যোক্তার সেবা প্রদান

ভোগডাঙ্গা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের (UISC) উদ্যোক্তা জানান, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ইউনিয়নের মানুষদের সেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী ল্যাপটপ নিয়ে পরিষদের বাইরে গিয়ে মানুষের সেবার কার্যাদি করা হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে যে সেবা স্থানীয়রা পায় তারচেয়ে ৫০ ভাগ কম খরচে এই সেবা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকে।

সময়ের সাথে বদলে গেছে কুড়িগ্রামের গ্রামীণ মানুষের জীবনধারা। তারা এখন প্রতিদিন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে গিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা গ্রহণ করছে। ব্যাংকিংসহ জেলার প্রায় ৭২ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতিমাসে সেবা নেয় প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে দেশ-বিদেশের তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। পাশাপাশি এসব তথ্য সেবাকেন্দ্রে বেকার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বাবলম্বী হয়েছে তাদের পরিবারগুলো।

ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন রৌমারী উপজেলার যাদুরচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান বলেন, আমার ইউনিয়নের জনগণ তথ্যসেবা পাচ্ছে। তথ্যকেন্দ্রের উদ্যোক্তা দুজন, দুজনই বেশ দক্ষতাসম্পন্ন। উদ্যোক্তারা জানান, জন্ম নিবন্ধনের জন্য ৫০ টাকা, ই-মেইল ডাউনলোড ৩০ টাকা, আইডি কার্ড ৩০ টাকা করে চার্জ ধার্য করা হয়েছে। আয়ের ২০ শতাংশ টাকা ইউনিয়ন পরিষদে দিয়েও তাদের সংসারে সচ্ছলতা রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট

সংযোগ, প্রিন্টার ও ক্যামেরা রয়েছে। অনেক উদ্যোক্তা এসব যন্ত্রপাতির বাইরে ফটোকপি মেশিন, স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, লেমিনেটিং মেশিন সংগ্রহ করেছে। প্রতিমাসে গড়ে ৪০ হাজার সেবা গ্রহণকারী তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে উল্লিখিত সেবা গ্রহণ করছেন। স্থানভেদে এ খাত থেকে ৫ হাজার থেকে ৩৬ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হয় উদ্যোক্তাদের।

ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য অফিস নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তথ্য ও প্রযুক্তি সচিব এবং একসেস টু ইনফরমেশন (A2i) প্রকল্প থেকে জানা যায়, ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ঘটানো, ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১০ সালের ১১ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে অবস্থান করে দেশের শেষ প্রান্ত ভোলা জেলার চরফ্যাশনে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চর কুকরি-মুকরিতে অবস্থানরত নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও UNDP-এর প্রশাসক হেলেন ক্লার্কের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন।

সারাদেশে স্থাপিত ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের নিজেদের মধ্যে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে দ্রুত ও সহজে অনলাইনে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় UISC ব্লগ (uisc.ning.com)। বর্তমানে এ ব্লগের সদস্য সংখ্যা ৯ হাজারের অধিক। উদ্যোক্তা ছাড়াও এ ব্লগে নিয়মিত লেখায় অংশগ্রহণ করছেন জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় সরকারের জেলা পর্যায়ে কর্মরত উপ-পরিচালক ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কর্মকর্তাবৃন্দ। উদ্যোক্তারা কীভাবে UISC-এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান করছেন এবং জনগণ কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা লেখা হচ্ছে এ ব্লগে। ব্লগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা সম্পর্কে জনগণের প্রয়োজনীয়তার দাবি যেমন উঠে আসছে তেমনি করে এসব সেবা দিতে গিয়ে উদ্যোক্তরা কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন তাও উঠে আসছে। মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ ব্লগের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পরামর্শ ও পরিকল্পনা সবার সাথে বিনিময় করতে পারছেন। ব্লগে মুক্ত আলোচনার দ্বারা স্থানীয়ভাবে সমস্যা সমাধান, নব উদ্যোগ গ্রহণ ও সফলতা এবং দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরার মাধ্যমে উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠছে। যার ফলে গড়ে উঠছে নতুন ই-নেতৃত্ব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বিশ্বজুড়ে জানুয়ারি: স্মরণীয় ও বরণীয়

১লা জানুয়ারি ৬৩০	:	মহানবি হজরত মুহম্মাদ (সা.) মক্কা জয়ের জন্য মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করেন
১লা জানুয়ারি ১৯০৩	:	পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন
১লা জানুয়ারি ১৯৯৫	:	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠিত
২রা জানুয়ারি ১৭৫৭	:	রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশরা কলকাতা দখল করে
৪ঠা জানুয়ারি ১৮৬১	:	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত
৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮	:	মিয়ানমার (তৎকালীন বার্মা) ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে
৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮	:	স্যার অ্যান্ডমুন্ড হিলারি দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেন
৪ঠা জানুয়ারি ১৯৯০	:	বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু
৫ই জানুয়ারি ১৯২২	:	কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত
৫ই জানুয়ারি ১৯৫০	:	ইলা মিত্রের নেতৃত্বে নাচোল কৃষক বিদ্রোহের সূচনা
৬ই জানুয়ারি ১৯৬৯	:	ডাকসু কর্তৃক 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত
৮ই জানুয়ারি ১৯৪২	:	ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং জন্মগ্রহণ করেন
৮ই জানুয়ারি ১৯৭২	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন
১০ই জানুয়ারি ১৯২০	:	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি কার্যকর
১০ই জানুয়ারি ১৯৪৬	:	লন্ডন জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত
১০ই জানুয়ারি ১৯৭২	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
১২ই জানুয়ারি ১৯৭২	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ
১২ই জানুয়ারি ১৮৬৩	:	হিন্দু ধর্ম ও সমাজসংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন
১২ই জানুয়ারি ১৯৩৪	:	চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নায়ক মাস্টার দা সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর
১৪ই জানুয়ারি ১৭৬১	:	মারাঠা শক্তি ও আহমদ শাহ আবদালির মধ্যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ শুরু
১৫ই জানুয়ারি ১৭৮৪	:	স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত
১৫ই জানুয়ারি ১৯২৯	:	শান্তিতে নোবেলজয়ী মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং জন্মগ্রহণ করেন
১৫ই জানুয়ারি ১৯৯৭	:	ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে হেবরণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত
১৬ই জানুয়ারি ১৮৫৫	:	স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেন
১৬ই জানুয়ারি ১৯০০	:	ভাষাবিদ সুকুমার সেন জন্মগ্রহণ করেন
১৭ই জানুয়ারি ১৯৮৭	:	কাঠমান্ডুতে সার্ক সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত
১৭ই জানুয়ারি ১৯৪৬	:	জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
১৮ই জানুয়ারি ১৭৩৬	:	বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের উদ্ভাবক স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমন ওয়াটের জন্ম
১৯শে জানুয়ারি ১৯২৬	:	ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত
২০শে জানুয়ারি ১৯৬৯	:	তৎকালীন পূর্ব বাংলায় পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ) নিহত
২২শে জানুয়ারি ১৬৬৬	:	মোঘল সম্রাট শাহজাহান মৃত্যুবরণ করেন
২৩শে জানুয়ারি ১৮৫৯	:	'যুগ সন্ধিক্ষণের কবি' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মৃত্যুবরণ করেন
২৩শে জানুয়ারি ১৮৯৭	:	ভারতীয় রাজনীতিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন
২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৫	:	নোবেলজয়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মৃত্যুবরণ করেন
২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৯	:	অপশাসনের বিরুদ্ধে ঢাকায় গণঅভ্যুত্থান
২৪শে জানুয়ারি ১৯৭২	:	সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান
২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪	:	মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন
২৫শে জানুয়ারি ১৮৮২	:	ইংরেজ কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার উইলিয়াম সমারসেট মম জন্মগ্রহণ করেন
২৭শে জানুয়ারি ১৭৮২	:	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা মীর নিসার আলী তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন
৩০শে জানুয়ারি ১৯৩৩	:	জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে এডলফ হিটলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন
৩০শে জানুয়ারি ১৯৭২	:	প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিক জহির রায়হান নিখোঁজ হন।

জসীমউদ্‌দীন

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারি ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম। পিতা আনসারউদ্দীন মোল্লা।

জসীমউদ্‌দীন ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ, বিএ (১৯২৯) পাস করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লিগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৩১-৩৭ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন।

জসীমউদ্‌দীন ১৯৩৮-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগের অফিসার এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের Additional song publicity organiser পদে যোগদান করেন।

তিনি কলেজে অধ্যয়নকালে কবর কবিতা রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। *নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪),* ও *মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩)* তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্য। *রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানখেত (১৯৩৩),* রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮) ও সূচয়নী তাঁর জনপ্রিয় খণ্ড কবিতার সংকলন। তাঁর গদ্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে–*ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৩৬১)* ও *জীবনকথা (১৯৬৪), হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৩৫৬), ডালিম কুমার (১৯৮৬)* শিশুতোষ সাহিত্যকর্ম। *চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)* তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনি। *পদ্মাপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬)* ও *গ্রামের মেয়ে (১৯৫৯)* তাঁর নাটক।

তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ১৩ই মার্চ ঢাকায় পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন মৃত্যুবরণ করেন। কবির অন্তিম ইচ্ছানুসারে ১৪ই মার্চ (১৯৭৬) ফরিদপুরের আম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদির কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি